যে আফসোস রয়েই যাবে

আব্দুল হাই মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

যে আফসোস রয়েই যাবে

আব্দুল হাই মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

যে আফসোস রয়েই যাবে

ISBN : 978-984-95416-9-1

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২১

অনুলিপি : সমর্পণ টিম

প্রচ্ছদ : শরিফুল আলম

পৃষ্ঠাসজ্জা : আব্দুল্লাহ আল মারুফ

মুদ্রণ ও বাঁধাই :
বই কারিগর, ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯

অনলাইন পরিবেশক :
আলাদাবই.কম, ওয়াফি লাইফ,
রকমারি.কম

মূল্য : ২৮৮ টাকা

প্রকাশক : রোকন উদ্দিন

সমর্পণ প্রকাশন

৩৪, মাদরাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৭৭৯ ১৯ ৬৪ ১৯
facebook.com/somorponprokashon

সূচিপত্র

ভূমিকা ১০

আফসোস মানুষের নিত্যসঙ্গী ১২

আশা পূরণ হলো না! ১৫

যে আফসোস চিরকালের! ১৬

আফসোসের দিন, ইয়াওমুল হাসরাহ ১৭

আফসোস কী ইতিবাচক না নেতিবাচক? ১৯

মৃত্যুর পর মানুষের আফসোস

প্রথম আফসোস: যদি আবার দুনিয়ার জীবনে ফিরে যেতে পারতাম! ২৫

এই আফসোস হবে তিনটি কারণে ২৯

দ্বিতীয় আফসোস: হায়! যদি শিরক না করতাম! ৩৪

কার জন্য করলাম চুরি?! ৩৭

তৃতীয় আফসোস: হায়! যদি মাটি হয়ে যেতাম! ৪০

চতুর্থ আফসোস: হায়! যদি পরকালের জন্য অগ্রিম কিছু পাঠাতাম! ৪২

পঞ্চম আফসোস: হায়! মৃত্যুই যদি সবকিছুর শেষ হতো! ৪৬

মৃত্যুকে সেদিন জবাই করা হবে! ৪৮

যে প্রক্রিয়াটিই স্বয়ং আযাব! ৪৯
হিসাব চাওয়া মানেই বিপদ! ৫১
মনে ধরেছে জং ৫২
ভয়ংকর একদল! ৫২
ষষ্ঠ আফসোস: অমুককে যদি বন্ধু না বানাতাম! ৫৪
দুই বন্ধুর ঘটনা ৫৫
সপ্তম আফসোস: যদি আমাদের বড়দের ও নেতাদের অনুসরণ না করতাম! ... ৫৮
যে দুটি আয়াত কপালে ভাঁজ ফেলে ৬০
আগুনের বাড়িঘর! ৬৪
অষ্টম আফসোস: যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসারী হতাম! ৭১
প্রবৃত্তির অনুসরণ ধ্বংস ডেকে আনে ৭৩
নবম আফসোস: যদি আমরা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগাতাম! ৭৫
দুনিয়ার লালসায় আখিরাত খোয়া যায় ৭৬
দশম আফসোস: যদি আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকতাম! ৭৯
শয়তান যখন মানুষের সঙ্গী ৮০
একাদশ আফসোস: যদি আমলনামা না দেওয়া হতো! ৮২
ভালো-মন্দ সবকিছুই লিপিবদ্ধ হচ্ছে! ৮৩
দ্বাদশ আফসোস: মনগড়া আমলের জন্য আফসোস ৮৫
বিদআতিকে হাউজে কাওসার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে ৮৬
ত্রয়োদশ আফসোস: যদি শয়তানের পথে না চলতাম! ৮৭
ঈমানহারা করতে শয়তান ওত পেতে আছে ৮৮

আফসোস থেকে মুক্তির উপায়

প্রথম উপায়: দুনিয়ার বাস্তবতা নিয়ে ভাবুন! ৯০

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত ৯১

প্রথম বিষয়—আল্লাহ তাআলার তাওহীদ বা একত্ববাদে একনিষ্ঠ হওয়া ৯১

দ্বিতীয় বিষয়—রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাতের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখা ৯৬

তৃতীয় বিষয়—আখিরাতের প্রতি ঈমান আনা এবং সে অনুযায়ী আমল করা ১০০

দ্বিতীয় উপায়: ঈমান নিয়ে বাঁচুন, ঈমান নিয়েই মরুন! ১০৫

শিরক হলো পাত্রের মাঝে ছিদ্র যেমন ১০৭

শিরক ছাড়া সব গুনাহের ক্ষমা আছে ১১১

তৃতীয় উপায়: আজকের আফসোস, আগামীকালের মুক্তি! ১১২

দুটি ভয় কখনও একত্রিত হবে না ১১৩

সাহাবিদের আল্লাহ-ভীতি ১১৫

চতুর্থ উপায়: অগ্রিম আমল পাঠিয়ে দিন! ১১৬

যে পাঁচটি বিষয় মূল্যায়ন করা জরুরি ১১৭

বান্দার হকের ব্যাপারে সতর্ক হোন ১১৮

নেক আমলে ব্যস্ত রাখুন নিজেকে ১১৯

পঞ্চম উপায়: মৃত্যুর কথা চিন্তা করুন! ১২২

জীবন কাটুক অচেনা হয়ে কিংবা পথচারীর বেশে ১২৩

ষষ্ঠ উপায়: বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক হোন! ১২৫

বন্ধু চলে বন্ধুর পথে ১২৬

সপ্তম উপায়: মানুষের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করুন! ১২৮

সব ক্ষমতাবানদের ওপরে রয়েছে একজনের ক্ষমতা ১২৯

অষ্টম উপায়: ইসলামের মূল্য বুঝুন! ১৩১

আমরা সবাই জানি কিন্তু ১৩৩

নবম উপায়: চোখ-কান ও বিবেককে কাজে লাগান! ১৩৫

জীবন নয় গন্তব্যহীন ১৩৮

কিয়ামাতে যে প্রশ্নগুলো করা হবে ১৪০

দশম উপায়: আল্লাহকে স্মরণ করুন সবসময় ১৪২

অলসতা থেকে নিজেকে দূরে রাখুন ১৪২

এক আলিম ও এক মজুরের ঘটনা ১৪৩

পরিকল্পিত-জীবন যাপন করুন ১৪৪

আল্লাহর স্মরণে চারটি উপকার ১৪৬

জিহ্বা সিক্ত থাকুক আল্লাহর যিকরে ১৪৭

একাদশ উপায়: নেক আমল দিয়ে গুনাহের ক্ষতিপূরণ আদায় করুন! ১৪৮

প্রতিদিনই কিছু নেক আমল করুন ১৪৯

একটি বাস্তব উদাহরণ ১৫১

দ্বাদশ উপায়: দলীল অনুযায়ী আমল করুন। বিদআত থেকে দূরে থাকুন! ১৫৩

অন্যকে নেক কাজের পথ দেখান ১৫৪

ত্রয়োদশ উপায়: শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচুন! ১৫৭

শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু ১৫৯

শয়তান থেকে বাঁচতে আল্লাহর আশ্রয় খুঁজুন ১৬০

হাদীসে উল্লেখিত পাঁচটি আফসোস ১৬২

এক. সূরা বাকারা তিলাওয়াত না করার জন্য আফসোস ১৬২

দুই. যেসব মজলিসে আল্লাহ তাআলার স্মরণ করা হয় না সেসব মজলিসে যোগদানের জন্য আফসোস ১৬২

তিন. নেতৃত্ব ও ক্ষমতার লোভ করার কারণে আফসোস ১৬৩

চার. ত্রুটিপূর্ণ ও রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদাতকারীর জন্য আফসোস ১৬৪

পাঁচ. নিজের নেক আমল অন্যকে দিয়ে দেওয়ার আফসোস ১৬৪

আল্লাহর সাক্ষাৎ-প্রত্যাশীদের করণীয় ১৬৭

বেছে নিন আপনার ঠিকানা ১৬৯

জান্নাতের পরিচয় ১৬৯

কুরআনের ভাষায় ১৬৯

হাদীসের ভাষায় ১৭১

জাহান্নামের পরিচয় ১৭৩

কুরআনের ভাষায় ১৭৩

হাদীসের ভাষায় ১৭৪

কয়েকটি মৃত্যু ও একজন পুলিশ অফিসার ১৭৫

ভূমিকা

প্রিয় পাঠক! আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় জীবনযাপন করতে মানুষের জন্য যে প্রপার গাইডলাইন, সঠিক দিক-নির্দেশনা দান করেছেন তার নাম—আল-কুরআনুল কারীম। এই গাইডলাইনের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং এর অনুসরণ করে, এরকম যেমন একটি দল রয়েছে; ঠিক তেমনি এর বিপরীত একটি দলও রয়েছে যারা আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে ও আখিরাতকে অবিশ্বাস করে, তাঁর দেওয়া দিক-নির্দেশনা অমান্য করে। উভয় দলই চিরন্তন সত্য একটি দিনের মুখোমুখি হবে। যেই দিনের সত্যতাকে অস্বীকার করার কোনও সুযোগ নেই। সেদিন সব মানুষ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়িয়ে যাবে। সেদিন আল্লাহ যখন সবার কৃতকর্মের বিচার-ফায়সালা করবেন, তখন কিছু মানুষ প্রচণ্ড আফসোস করতে থাকবে। নিজের কৃতকর্মের ওপর তীব্র আর্তনাদ শুরু করবে।

আমরা এই বইতে আল-কুরআনুল কারীমে বর্ণিত তেরোটি আফসোসের বিষয়ে আলোচনা করেছি, যে আফসোসগুলো সেইদিন করে কোনও লাভ হবে না। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস হতেও কিছু আফসোসের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন কেন এই আফসোসের কথাগুলো দুনিয়ার মানুষকে আগেই জানিয়ে দিলেন? আল্লাহ বড় দয়া ও মেহেরবানি করেছেন আমার-আপনার প্রতি। বান্দাদের প্রতি আল্লাহ আগেই আফসোসের কারণগুলো জানিয়ে দিয়েছেন কারণ—বান্দারা যেন দুনিয়া থেকে এর যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে আসতে পারে, যেন

তাদেরকে এসব আফসোস করতে না হয়। শুধু আফসোসের বর্ণনা নয়, আল্লাহ তাআলা আফসোস থেকে মুক্তির উপায়ও জানিয়ে দিয়েছেন। যেন আমাদের কোনও ক্ষতি না হয়, যেন আমরা শাস্তির মুখোমুখি না হই এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জান্নাতের জীবন লাভ করতে পারি।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সুখময় জান্নাতের জন্য কবুল করুন, আমীন!

আফসোস মানুষের নিত্যসঙ্গী

বই পড়তে হয় চোখ খুলে। অথচ আমি প্রথমেই আপনাকে বলছি, একবার চোখ বন্ধ করুন! চোখ বন্ধ করে ভাবুন—আপনার জীবনে সবচেয়ে বড় আফসোস কোনটি?

আপনি বলতে পারেন, এটা তো আপেক্ষিক! যেমন, আফসোসের বিষয়টি নির্ভর করে আমাদের বয়সের ওপর। একজন শিশুর আফসোস আর একজন কিশোরের আফসোস এক নয়। আবার একজন যুবকের আফসোস আর বৃদ্ধের আফসোস এক নয়। তেমনিভাবে নারী-পুরুষের আফসোসেও রয়েছে বিরাট পার্থক্য।

তবে একটি জায়গায় সব মানুষের মধ্যেই কম-বেশি মিল দেখা যায়। সেটা হলো সময়ের সাথে সাথে আমাদের আফসোসের বিষয়গুলো বদলে যায়!

আজকে আমি যে বিষয়ের জন্য খুব আফসোস করছি, কয়েকদিন পর সেটার জন্য আফসোস নাও করতে পারি! কয়েক মাস পর কিংবা কয়েকবছর পর হয়তো সেটা মনেই থাকবে না!

তাহলে আজকের ছোটখাটো আফসোসগুলো আমার কাছে এত বড় মনে হচ্ছে কেন? এর কারণ আমরা খুব সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতে পছন্দ করি। আমার চোখে কেবল আজকের দিনটাই ভাসছে। কিংবা গতকাল অথবা সামনের কয়েকটি দিন। আমরা কেবল সেটাই ভাবতে পছন্দ করি, যা আমাদের চোখের সামনে থাকে। এজন্যই তো একটু আগে আপনাকে বলেছিলাম, ভাবুন! তবে চোখ খুলে নয়, চোখ বন্ধ করে!

আরও ভালো হয় যদি আপনি আমার সাথে একটি 'থট এক্সপেরিমেন্টে' অংশ নেন! এজন্য আপনাকে যা করতে হবে সেটা হলো কিছুই না করা! হ্যাঁ, এটা খুবই সহজ একটি পরীক্ষা।

আপনি কিছুই না করে চুপচাপ একটি ঘরে বসে থাকবেন! চাইলে ঘরের দরজা লাগিয়েও দিতে পারেন। যেন এই এক্সপেরিমেন্ট চলাকালীন সময়ে আপনাকে কেউ বিরক্ত না করে। এ সময়টুকু শুধু আপনার চিন্তার ওপর পূর্ণ মনোযোগ রাখুন! অন্য কোনো দিকে মনোযোগ দেওয়া যাবে না। কোনও বই, মোবাইল, ট্যাবলয়েট, ল্যাপটপ, পিসি, টিভি, পত্রিকা—কোনোকিছুই যেন আপনার মনোযোগ বিঘ্নিত না করে। নিজেকে নিয়ে একটু ভাবুন, অন্তত অল্প কিছু সময়ের জন্য হলেও!

যদি ঠিকঠাক করতে পারেন, তাহলে দেখবেন, কিছুটা সময় পার হলে একের-পর-এক চিন্তা এসে আপনাকে ঘিরে ধরছে! ঘিরে ধরছে চারদিক থেকে! এ বিষয়টা অনেকটা কচুরিপানা-ভর্তি পুকুরে ঢিল ছোড়ার মতো। যদি পানিতে বড় আকারের ঢিল ছুড়েন, তাহলে বড় ঢেউ পাবেন। দেখবেন ঢেউয়ের ধাক্কায় পুকুরে একটি শূন্যস্থান সৃষ্টি হবে। কচুরিপানাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে যাবে। মাঝখানে একটি খালি জায়গা তৈরি হবে। কিন্তু এটা শুধু অল্প সময়ের জন্য। পানির আন্দোলন থেমে যাওয়ার সাথে সাথে আবার চারদিক থেকে কচুরিপানা এসে সেই জায়গাটি মিলিয়ে দিবে। ঠিক একইভাবে, আপনি যতই একা থাকুন, চিন্তাগুলো আপনাকে একা থাকতে দিবে না। বরং একাকিত্বের সময় আরও কঠিনভাবে ঘিরে ধরবে আপনাকে।

এটাই হয় যখন আমরা নিজেদেরকে সবকিছু থেকে আলাদা করে ফেলি। দুনিয়াতে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে মানুষ একা থাকে অথবা থাকতে বাধ্য হয়। এরকম জায়গা কী কী আছে বলুন তো! আমি কয়েকটা নাম বলে দিচ্ছি; কারাগার, হাসপাতাল, বৃদ্ধাশ্রম ও এজাতীয় কিছু পুনর্বাসন কেন্দ্র। সেখানে আপনাকে রেখে দেওয়া হয় একা। আপনার চিন্তার সাথে একাকী অবস্থান করার জন্য। যদিও তা পুরোপুরি একাকিত্বের স্বাদ দিতে পারে না। সময়ের সাথে সাথে চিন্তার বোঝা বাড়তে থাকে। চারদিক থেকে ঘিরে ধরে নানা রকমের প্রশ্ন।

তখন বেশিরভাগ সময় কাটে নিজের জীবনের দিকে পেছন ফিরে তাকিয়ে। কিছু স্মৃতিচারণ, কিছু আনন্দ, কিছু সুখ, কিছু দুঃখ। বলুন তো! এসবের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী অনুভূতি কোনটি? হয়তো একমত হবেন, সবচেয়ে প্রভাবশালী

অনুভূতি হলো আফসোস! জীবনের দিকে পেছন ফিরে তাকালে সুখের চেয়ে দুঃখই বেশি আবেগতাড়িত করে।

নিজেকে নিয়ে ভাবলে, আপনি বুঝতে পারবেন, অমুক কাজটি করা উচিত হয়নি বা অমুক কাজটি করা উচিত ছিল। সেই সময়ে ঐ কাজটি 'করলে' বা 'না করলে' আপনার জীবন বদলে যেতে পারত! এ এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণা! এটা আপনাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরবে। দমবন্ধ করে ফেলবে। কিছুতেই মুক্তি পাবেন না। পেন্সিলে আঁকা ছবি হয়তো চাইলে সহজেই রাবার দিয়ে মুছে ফেলা যায়, নতুন করে আঁকা যায়। কিন্তু জীবনে আঁকা ছবিগুলো কখনও মুছে দেওয়া যায় না। চাইলেই নতুন করে কোনোকিছু আর আঁকা যায় না।

আজকে যেটা আমাদের কাছে মূল্যবান, কাল সেটা মূল্যবান নাও থাকতে পারে। সময়ের সাথে সাথে আমাদের মূল্যায়ন পরিবর্তিত হয়। মানুষের দৃষ্টি খুবই সীমিত। আর মানুষ মাত্রই ভুল করে।সবচেয়ে বেশি ভুল করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে। এজন্য জীবনের পাতায় যোগ হতে থাকে একের-পর-এক ব্যর্থতা আর দীর্ঘ হতে থাকে আফসোসের তালিকা।

কিছু আফসোস আমাদের আজীবন তাড়িয়ে বেড়ায়। শেষ বয়সে এসে এর অনুশোচনা আর অনুতাপের শেষ থাকে না। এরপর একদিন কিছু না বলেই চলে আসে মৃত্যু! কিন্তু জানেন কি? মৃত্যুর পরেও আফসোস মানুষের পিছু ছাড়ে না! কোনও মানুষকেই না! 'আফসোস' মানুষের জীবনের থেকেও বড়।

আশা পূরণ হলো না!

আরেকটা প্রশ্ন করি? আমরা কখন আফসোস করি বলুন তো? ভবিষ্যতের ব্যাপারে নাকি অতীতের ব্যাপারে? ভবিষ্যতের ব্যাপারে 'আফসোস' শব্দটি প্রযোজ্য হয় না। ভবিষ্যতের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করলে, সেটাকে বলে আশঙ্কা। আফসোস কেবল অতীতের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। যখন আমরা পেছন ফিরে তাকাই, আর দেখি আমাদের অমুক-অমুক আশা পূরণ হয়নি, তখন আমরা আফসোস করি।

দুনিয়ার জীবনে কখনোই আমাদের শতভাগ আশা পূরণ হবে না। এটাই সত্য। এটাই বাস্তব। আমাদের জীবন যত বড়, আশা-আকাঙ্ক্ষা তার থেকেও বেশি। তাই মৃত্যুর পরে অনেক আশা অপূর্ণ রয়ে যাবে, রয়ে যাবে আফসোস! হ্যাঁ, নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবিদেরকে এটাই বুঝিয়েছেন।

'তিনি একদিন মাটিতে একটি চারকোণা ঘর আঁকলেন। ঘরের মাঝ বরাবর একটি লম্বা সরলরেখা টানলেন। এটি চারকোণা ঘরের বাইরে চলে এল। আর মাঝের রেখাটির ডানে বামে কতগুলো আড়াআড়ি রেখা টানলেন। এরপর সাহাবিদের বললেন, "বড় রেখাটি হলো মানুষের জীবন! আর এটা (চারদিকের রেখা) হলো মৃত্যু। চারদিক থেকে মৃত্যু তাকে ঘিরে আছে। সরলরেখার যে অংশটি বাইরে বেরিয়ে এসেছে, সেটি হলো তার আশা-আকাঙ্ক্ষা! আর ছোট রেখাগুলো হলো বিপদ-আপদ। একটি বিপদ থেকে রেহাই পেলেও আরেকটি বিপদ মানুষকে ঘিরে ধরে।"[১]
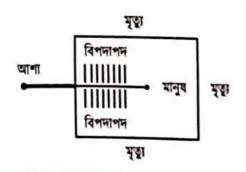
[১] বুখারি, ৬৪১৭; তিরমিযি, ২৪৫৪; ইবনু মাজাহ, ৪১৩১।

যে আফসোস চিরকালের!

আজকে আমরা যেসব ছোটখাটো আফসোস নিয়ে পড়ে আছি, কাল সেগুলো মনেই থাকবে না!

কথাটি দুনিয়ার ক্ষেত্রে সত্য। কিন্তু আখিরাতের ব্যাপারটি এমন নয়। তখন সময়ের আবর্তে কোনও আফসোস হারিয়ে যাবে না। বরং আক্ষেপের মাত্রা ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে। ভুলে যাবেন না, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন হলো সাগরের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মত। শুধুমাত্র বিচারের দিনটিই দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান দীর্ঘ! আর সেদিন মানুষ কি নিয়ে আফসোস করবে জানেন? একটু ভালো আমলের জন্য!

নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "এমন কেউ নেই যে মৃত্যুর পর আফসোস করবে না।" সাহাবিরা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিসের জন্য আফসোস করবে?' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "সে যদি নেক্কার হয় তবে আফসোস করবে, কেন আরও বেশি ভালো কাজ করল না। আর যদি বদকার হয়, তবে আফসোস করবে, কেন এসব থেকে বিরত থাকল না!"[২]

[২] তিরমিযি, ২৪০৩।

আফসোসের দিন, ইয়াওমুল হাসরা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾

"(হে নবি!) আপনি তাদেরকে আফসোসের দিন সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিন যখন সব ব্যাপারের মীমাংসা হয়ে যাবে। এখন তারা উদাসীন হয়ে আছে এবং ঈমান আনছে না।"[৩]

যে বিষয় যত গুরুত্বপূর্ণ তার তত প্রতিশব্দ থাকে। শুধু আরবি নয়, পৃথিবীর সব ভাষাতেই এটা দেখা যায়। এজন্যই দেখবেন, কুরআনে বিচার দিবসের অনেকগুলো নাম এসেছে। এরকম একটি নাম হচ্ছে 'ইয়াওমুল হাসরা!'

হাসরা (حَسْرَة)- মানে অনুশোচনা, দুঃখ, আফসোস। আমরা যখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে কোনও কিছুর আফসোসে দুঃখভারাক্রান্ত হই, সেটাই হলো হাসরা।

আজকে আমরা দুনিয়ার বিষয়াদি নিয়ে আফসোস করি। দুনিয়াতে এমন কোনও মানুষ পাওয়া যাবে না, যার কোনও আফসোস নেই। হয়তো আপনার কোনও

[৩] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৩৯।

কাছের মানুষ মারা গিয়েছে। তখন আপনি আফসোস করছেন, হায়! তার সাথে যদি আরেকটু ভালো ব্যবহার করতে পারতাম, যদি আরেকটু খিদমত করতে পারতাম! যদি আরেকটু সময় দিতে পারতাম! যদি তাকে খুশি করার মতো কোনও কথা বলতে পারতাম! এই তালিকার শেষ নেই! কিন্তু কাল বিচারের দিনে আমাদের প্রধান আফসোস কি হবে জানেন? আখিরাতের জন্য কোনও প্রস্তুতি গ্রহণ না করার আফসোস!

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُوْرِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿١٣﴾

“নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত, যারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে মিথ্যা মনে করেছে। এমনকি, যখন কিয়ামাত তাদের কাছে অকস্মাৎ এসে যাবে, তারা বলবে, হায় আফসোস, এ ব্যাপারে আমরা কতই না অবহেলা করেছি।”[৪]

আল্লাহ তাআলা আগেই কুরআনে এসব আফসোসের কথা জানিয়ে দিয়েছেন, যেন সেদিন কাউকে আফসোস না করতে হয়। আল্লাহ বলেন,

أَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يَّا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِيْ جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِيْنَ

“যাতে কেউ না বলে, হায় আফসোস! আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনে আমি অবহেলা করেছি এবং আমি ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।”[৫]

---

[৪] সূরা আনআম, ৬ : ৩১।
[৫] সূরা যুমার, ৩৯ : ৫৬।

আফসোস কী ইতিবাচক না নেতিবাচক?

কোনও কিছুর জন্য আফসোস করা খুবই শক্তিশালী একটি অনুভূতি। যদি কারও ঈমানি শক্তি না থাকে এবং জীবনের প্রতি ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি না থাকে তাহলে সে এই আবেগ সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। এমনকি আফসোসের কারণে অনেকে আত্মহত্যা পর্যন্ত করে। নিঃসন্দেহে এমন আফসোস নেতিবাচক।

শেষ বিচারের দিনে কিছু মানুষ থাকবে যারা আফসোসের কারণে নিজের মৃত্যু কামনা করতে থাকবে। একটু আগেই বলেছি, শেষ বিচারের দিনের একটি নামই হচ্ছে 'ইয়াওমুল হাসরা' বা আফসোসের দিন। সেদিন মানুষ শুধু নিজের কৃতকর্মের জন্য আক্ষেপ করতে থাকবে, হায় হায় করতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ

'(হে নবি!) আপনি তাদেরকে আফসোসের দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দিন।[৬]

---

[৬] সূরা মারিয়াম, ১৯ : ৩৯।

মনোবিজ্ঞানের ভাষায় 'আফসোস' হলো একপ্রকার নেতিবাচক জ্ঞানগত (কগনিটিভ) বা আবেগিক অবস্থা। যখন কোনও নেতিবাচক ফলাফলের জন্য ব্যক্তি নিজেকে দোষারোপ করে কিংবা যা ঘটে গেছে তার পরিবর্তে যা ঘটতে পারত, এই চিন্তায় যখন কেউ মনোবেদনা অনুভব করে এবং ইচ্ছা করে যদি আগের ভুল কাজটির পরিবর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারত—এটাই হলো আফসোস করা।

দুনিয়াবি বিষয়ে বৃদ্ধদের তুলনায় তরুণদের সামনে আফসোস কাটিয়ে ওঠার কিছু সুযোগ থাকে। যেমন—পড়ালেখা, চাকরি, ক্যারিয়ার, প্যারেন্টিং, দাম্পত্য সম্পর্ক, অবসরযাপন ইত্যাদি। তবে আখিরাতের মানদণ্ডে চিন্তা করলে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিজেকে সংশোধনের সুযোগ থেকেই যায়। এখানে যুবক-বৃদ্ধ কোনও ভেদাভেদ নেই। কারণ হতাশা থেকে মুক্তির জন্যেই তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইসলাম নামক জীবন-বিধান দান করেছেন।

হার্ভার্ড নিউজলেটার (Harvard Newsletter) পত্রিকায় একবার এক ব্যক্তির আত্মহত্যার ঘটনা ছাপল। ঘটনাটি সত্যিই অদ্ভুত! এক লোক সবসময় একটি নির্দিষ্ট নাম্বারে লটারির টিকেট কিনত। আর আশা করত, হয়তো কোনও এক সময় এই নাম্বারেই লটারি জিতে যাবে। একবার মনের ভুলে সে লটারির টিকেট কিনতে ভুলে গেল। এরপর দেখা গেল, সেবার ওই নাম্বারের টিকেটই লটারি জিতেছে। তখন ব্যাপক হতাশা ও আফসোস লোকটিকে ঘিরে ধরল! শুধু একবার টিকেট কিনল না, আর ঐবারই কি না ঐ নাম্বারের টিকেট পুরস্কার জিতে গেল! এই চিন্তা তাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরল, যা সবসময় তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। কিছুতেই সে এই আফসোস থেকে মুক্তি পাচ্ছিল না। একসময় আত্মহত্যা করে লোকটি মুক্তির পথ খুঁজল![৭]

দেখুন, এই হচ্ছে দুনিয়াবি মানুষদের পরিণতি। আসলে লোকটির অন্তরে যদি আখিরাতের ভয় থাকত, তাহলে কখনোই আত্মহত্যার পথ বেছে নিত না। কারণ নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'কোনও ব্যক্তি দুনিয়াতে যে জিনিস দ্বারা আত্মহত্যা করবে, কিয়ামাতের দিন সে জিনিস দিয়েই তাকে আযাব দেওয়া হবে।'[৮]

---

[৭] https://www.health.harvard.edu/newsletter_article/Commentary_The_value_of_regret

[৮] বুখারি, ৫৭৭৮; মুসলিম, ১০৯; তিরমিযি, ২০৪৩।

ইসলাম দেখায় মুক্তির পথ

যুবকের কথা তো শুনলেন! এবার এক বৃদ্ধের ঘটনা শুনুন। দেখুন, ইসলাম কীভাবে মানুষকে মুক্তির পথ দেখায়। হতাশা থেকে আশার বাণী শোনায়।

'একবার এক অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এল। লোকটি বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! একলোক এত বড় গুনাহগার যে সে ছোট-বড় কোনও প্রকার গুনাহ করতেই বাদ রাখেনি। কোনও অশ্লীল কাজ করা বাদ দেয়নি। জীবনভর নিজের খেয়াল-খুশি পূরণ করে এসেছে। এই ব্যক্তির কি তাওবার কোনও উপায় আছে?

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছ?"

লোকটি বলল, 'হ্যাঁ! আমি এই কথার সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনও ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনও শরীক নেই। আর আপনি আল্লাহর রাসূল।'

নবিজি বললেন, "গুনাহ করা ছেড়ে দাও আর ভালো আমল করতে থাকো। আল্লাহ তোমার গুনাহগুলোকে নেকিতে পরিবর্তন করে দেবেন!"

লোকটি বলল, 'ছোট-বড় সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে? এমনকি আমার বিশ্বাসঘাতকতা, আমানতের খিয়ানত, অশ্লীল কাজগুলোও ক্ষমা করে দেওয়া হবে?' নবিজি বললেন, 'হ্যাঁ।'

লোকটি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলল, 'আল্লাহু আকবার! এরপর খুশিতে তাকবীর দিতে দিতে ও কালিমা পড়তে পড়তে সেখান থেকে চলে গেল।[১]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"কিন্তু যারা তাওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ

---

[১] তাবারানি, ৭২৩৫; খতীব বাগদাদি, ৪/১২১।

তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[১০]

কোনও কিছুর জন্য আফসোস করা খুবই বেদনাদায়ক একটি অনুভূতি—এতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে এটি কিছু ক্ষেত্রে খুবই ইতিবাচক। যেমন—ভুল কাজের জন্য আফসোস করা, অনুতপ্ত হওয়া, নিজেকে তিরস্কার করা ও ভবিষ্যতে সেই কাজটি না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলে একজন ব্যক্তি ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করতে পারে। তখন সেই বেদনা একটি শক্তিতে পরিণত হয়। এই শক্তির মাধ্যমে আমরা ভুল পথের পরিবর্তে সঠিক পথ বেছে নিতে পারি। নিজের একাগ্রতা ও মনোযোগ ধরে রাখতে পারি। কিন্তু যদি ভুল সংশোধনের কোনও সুযোগ না থাকে, তখন অনুশোচনা ও আফসোসের অনুভূতি মানুষের স্মৃতিকে কুড়ে কুড়ে খায়। তখন আমরা দীর্ঘস্থায়ী মানসিক ও দৈহিক পীড়ায় আক্রান্ত হই।

আফসোস দুই রকমের হতে পারে—

১. একটি হলো যা করেছি, সে জন্য আফসোস করা।

২. অপরটি হলো যা করিনি, কিন্তু করা উচিত ছিল সেজন্য আফসোস করা।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, স্বল্পমেয়াদি বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে, আমরা প্রথম প্রকারের আফসোস করি। অর্থাৎ যেসব ভুল কাজ করেছি সেগুলোর জন্য আফসোস করি। আর দীর্ঘমেয়াদি বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আমরা দ্বিতীয় ধরনের আফসোস অনুভব করি। অর্থাৎ যা করিনি, সেজন্য আফসোস করি।[১১]

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে মানুষের উভয় প্রকারের আফসোসের কথাই এসেছে। যেমন: মানুষ আফসোস করবে, হায় আমি যদি রাসূলের পথ অনুসরণ করতাম! যদি শয়তানের পথ অনুসরণ না করতাম! যদি আবার দুনিয়াতে ফিরে যেতে পারতাম! যদি অমুককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতাম! যদি শিরক না করতাম! যদি সমাজের বড় নেতা ও সর্দারের কথা না শুনতাম, যদি আখিরাতের জন্য কিছু আমল অগ্রিম পাঠাতাম ইত্যাদি।

---

[১০] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭০।

[১১] https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-mindful-self-express/201205/the-psychology-regret

এখানে একটি বাস্তবতা মনে রাখা জরুরি। দুনিয়াতে আফসোসের কিছু ইতিবাচক দিক থাকলেও আখিরাতে আফসোসের কোনও ইতিবাচক দিক নেই। কারণ মৃত্যুর পর নিজের ভুল সংশোধনের কোনও সুযোগ পাওয়া যাবে না। আখিরাতের আফসোস কেবল মনোবেদনা ও শাস্তি হিসেবে আসবে। এজন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনের মাধ্যমে দুনিয়বাসীদের সামনে সেসব আফসোসের দৃশ্য তুলে ধরেছেন যেন আমরা আগেই সতর্ক হয়ে যাই। কারণ আফসোস যখন স্বয়ং শাস্তি হিসেবে দেখা দিবে তা বান্দার জন্য রব হিসেবে আল্লাহ তাআলা সেদিন দেখতে চান না। সুবহানাল্লাহ!

সুতরাং দুনিয়াতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাওবা ও ইস্তিগফারের সুযোগ রয়েছে। আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে মাফ চাইলে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন, এই আশা নিয়ে মাফ চাইতে হবে। আন্তরিকভাবে তাওবা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটানো চলবে না। মানুষের অধিকার নষ্ট করলে তার হিসেব চুকিয়ে নিতে হবে। ভুল করে ফেললে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। তখন 'আফসোস' একটি ইতিবাচক শক্তিতে পরিণত হবে। আগেই বলেছি, আখিরাতে আফসোস করে কোনও লাভ নেই। কিন্তু কিয়ামাতের আফসোসের বর্ণনা থেকে শিক্ষা নিলে আপনি দুনিয়াতে পাঁচটি উপকারিতা ও কল্যাণ অর্জন করতে পারবেন—

এক. দুনিয়ার বাস্তবতা বোঝা।

দুই. ভবিষ্যতে একই ভুল না করা।

তিন. আত্মপর্যালোচনা ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা।

চার. পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়ন করা।

পাঁচ. কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনের জন্য নিজের সামর্থ্য ও সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা।

মৃত্যুর পর মানুষের
আফসোস

যদি আবার দুনিয়ার জীবনে ফিরে যেতে পারতাম!

শেষ বিচারের দিন। এদিন মানুষকে আল্লাহর সামনে দাঁড় করানো হবে। আল্লাহর সৃষ্টিতে এরচেয়ে ভয়ংকর দিন আর নেই। সেদিন সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই একত্রিত হবে একটি সমতল ময়দানে। শুধু জিন আর মানুষ নয়, পশু-পাখিদেরকেও বিচারের জন্য উঠানো হবে। সেদিন বিচারের ময়দান হবে তামার মতো উত্তপ্ত। সেখানে কোনও উঁচুনিচু থাকবে না, আড়াল থাকবে না, থাকবে না কোনও ছায়া। ঘটতে থাকবে একের-পর-এক ভয়ানক ঘটনা। কিন্তু মানুষ নিজেকে ছাড়া অন্যকে নিয়ে ভাবার সুযোগ পাবে না। সেদিন মানুষ থাকবে উলঙ্গ অবস্থায়। কিন্তু ভয়-ভীতি, আফসোস আর আতঙ্ক এমনভাবে তাদেরকে ঘিরে ধরবে যে, কেউ কারও দিকে তাকানোর চিন্তাও করতে পারবে না। মনে হবে সবাই নেশাগ্রস্ত, মাতাল। কিন্তু সেদিন কোনও মাদকতা থাকবে না। মানুষ নেশাগ্রস্ত হবে নিজের অবস্থা ও পরিণতি চিন্তা করে। কারণ তখন চারিদিক থেকে আল্লাহর আযাবের বিভিন্ন নমুনা দেখতে পাবে। মাথার একটু ওপরেই থাকবে সূর্য! মানুষ থাকবে ঘর্মাক্ত। একেকজনের ঘাম একেক রকম হবে। কারও গোড়ালি পর্যন্ত, কারও হাঁটু পর্যন্ত, কারও কোমর পর্যন্ত আবার কেউ ঘামের ভেতরই ডুবে যাবে!

এই অবস্থায় কেউ কোনও কথা বলার অনুমতিও পাবে না। দিশেহারা হয়ে মানুষ এদিক-সেদিক দৌড়াতে থাকবে। অথচ কোথায় যাচ্ছে কেউ জানে না! একপর্যায়ে মানুষের সামনে জাহান্নামকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসা হবে। জাহান্নামের লাগামের সংখ্যা হবে সত্তর হাজার! এককেটি লাগাম ধরে টানবেন সত্তর হাজার ফেরেশতা!

জাহান্নামের আগুন হবে কালো, অন্ধকার। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে মানুষ বলতে থাকবে, হায় যদি আমাদেরকে আবার দুনিয়ায় পাঠানো হতো!

পাঠক! কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তাআলা এসব দৃশ্য আমাদের সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু আফসোসের কথা কি জানেন? আমরা এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করি না। মনের পটে এর ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করি না। যদি আমরা কুরআনের আয়াতে বর্ণিত বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করতাম, তাহলে আমাদের সামনে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যেত। কোনটা করণীয় আর কোনটা বর্জনীয়, কোন পথে মুক্তি আর কোন পথে ধ্বংস—সুস্পষ্টরূপে আমাদের চোখে ধরা পড়ত। এই কিতাবটি এক জীবন্ত মু'জিযা। এটি কখনও পুরনো হবে না, কখনও ফুরিয়ে যাবে না। আসুন, **আমরা প্রথম দৃশ্যের দিকে মনোযোগ দিই,**

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧﴾

"আপনি (বড় ভয়ানক দৃশ্য দেখবেন), যদি (ওদের) তখন দেখেন, যখন ওদের আগুনের সামনে দাঁড় করানো হবে! আর ওরা আফসোস করে বলবে, 'হায়! আমাদের যদি আবার (দুনিয়ায়) পাঠানো হতো! তা হলে আমরা আমাদের রবের আয়াতগুলি অস্বীকার করতাম না এবং আমরা ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।"[১২]

অন্য আয়াতে এসেছে, তারা দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে নেক আমল করার জন্য। আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْ رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا

---

[১২] সূরা আনআম, ৬ : ২৭।

نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُوْنَ ﴿١٢﴾

"(আপনি বড় করুণ অবস্থা দেখবেন), যদি আপনি (ওদের তখন) দেখেন, যখন অপরাধীরা আপন রবের সামনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকবে (এবং বলবে,) 'হে আমাদের রব! আমরা দেখলাম ও শুনলাম, এখন আমাদের পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা নেক আমল করতে পারি। আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে গেছি।"[১৩]

এখানে আরেকটি দৃশ্যের বর্ণনা পড়ুন!

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٠٠﴾

"যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি। কখনোই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।"[১৪]

এখানে যে আফসোসের বর্ণনা এসেছে, সেটা হলো মানুষের মৃত্যুকালীন অবস্থার আফসোস। মৃত্যুর ফেরেশতাকে দেখেই মানুষ আফসোস করতে শুরু করবে, যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে আসা যেত, যদি আরও নেক আমল করা যেত! কিন্তু আফসোস করে কোনও লাভ হবে না। একবার মৃত্যুর ফেরেশতা চলে এলে আর সময় পাওয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَاءَلُوْنَ ﴿١٠١﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَـٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٠٥﴾ قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا

---

[১৩] সূরা সাজদা, ৩২ : ১২।

[১৪] সূরা মুমিনূন, ২৩ : ৯৯-১০০।

ظَالِمُوْنَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ﴿١٠٨﴾

"অতঃপর যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম, এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে, তারা দোযখেই চিরকাল বসবাস করবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে।

তোমাদের সামনে কি আমার আয়াত সমূহ পঠিত হতো না? তোমরা তো সেগুলোকে মিথ্যা বলতে। তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দূর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি। হে আমাদের পালনকর্তা! এ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করো; আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা গুনাহগার হবো। আল্লাহ বলবেন, তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাকো এবং আমার সাথে কোনও কথা বলো না।"[১৫]

আজকাল অনেকেই নানারকম আজগুবি প্রশ্ন করেন। যারা ইসলামে অবিশ্বাসী তারা একের-পর-এক ভিত্তিহীন প্রশ্ন উস্কে দিয়ে মানুষকে সংশয়গ্রস্ত করে দেন। এরকম একটি প্রশ্ন হচ্ছে, দুনিয়ার জীবন যদি ষাট-সত্তর বছরের হয়, তাহলে আখিরাতে কেন অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করতে হবে?

এ প্রশ্নের উত্তর রয়েছে ওপরের আয়াতগুলোতে। আল্লাহ তাআলা নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন, সেদিন মানুষ দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে যেন তারা সৎকর্ম করতে পারে। কিন্তু এটা হচ্ছে শুধুমাত্র তাদের মুখের কথা। আবারও যদি তাদেরকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়, তারা ঠিক একই কাজ করবে যা আগে করে এসেছে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আর কোনও সুযোগ দেবেন না। তিনি বললেন, 'তোমরা আমার সাথে কোনও কথা বলো না!' কিন্তু কত সৌভাগ্য আমাদের! আজকে দুনিয়াতে বসেই আমরা কুরআনের পাতায় এসব দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। আখিরাতের খবর জানতে পারছি। এজন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করা উচিত এবং সময় থাকতেই নিজের জীবনকে শুধরে নেওয়া উচিত।

---

[১৫] সূরা মুমিনূন, ২৩ : ১০১-১০৮।

এই আফসোস হবে তিনটি কারণে

ওপরের আয়াতগুলো লক্ষ করলে দেখা যায়, তারা **তিনটি কারণে** এই আফসোস করবে;

এক. আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করার কারণে

দুই. ঈমান না আনার কারণে

তিন. নেক আমল না করার কারণে

ইসলামের মৌলিক যে তিনটি বিষয়—তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত—সেগুলোকেই তারা অবিশ্বাস করত।

এক নম্বর—আল্লাহ তাআলা মানবজাতির সফলতার জন্য যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন সেই কিতাবকে, কিতাবের আয়াতসমূহকে তারা অস্বীকার করত। রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রিসালাতকে তারা মানত না। কুরআনকে কল্পকাহিনি, কবিতা, জাদু বা পাগলের প্রলাপ, অসাড় কথা ইত্যাদি বলে হাসি-তামাসা করত। ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। রাসূলের দাওয়াত কবুল করত না। বরং রাসূলকেই উল্টো কষ্ট দিত।

দুই নম্বর—তারা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বকে অস্বীকার করত, আল্লাহর একত্ববাদে সংশয়বাদী ছিল। তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি। তাওহীদ অবলম্বন করেনি। ইসলাম গ্রহণ করে মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

তিন নম্বর—আখিরাতের প্রতি তো তাদের বিশ্বাসই ছিল না। তাদের বিশ্বাস ছিল দুনিয়ার জীবনই শেষ। এরপর আর কিছুই নেই। তাই নেক আমল করার কোনও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি।

ইসলামের মৌলিক এই তিনটি আকীদা সম্পর্কেই তারা উদাসীন ছিল। এগুলোর ওপর তারা ঈমান রাখত না। ফলে কিয়ামাতের দিন যখন তাদেরকে আগুনের সামন দাঁড় করানো হবে, তখন বলবে-

رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾

> “হে আমাদের রব! আমরা দেখলাম ও শুনলাম, এখন আমাদের পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা নেক আমল করতে পারি। আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে গেছি।”[১৬]

আমরা যদি দুনিয়ার জীবনে ফিরে যেতে পারি, তাহলে আল্লাহ তাআলার আর কোনও আয়াত, আর কোনও হুকুম-আহকাম অস্বীকার করব না। তাঁর প্রেরিত সমস্ত বিধানকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করব। আজ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এসে গেছে। আর ভুল হবার কোনও চান্স নেই। এরকমভাবে তারা চিৎকার-চেঁচামেঁচি করতে থাকবে। তখন তাদের অন্তরে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা থাকবে না যে, দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা যা যা ওহি প্রেরণ করেছেন, তাঁর প্রেরিত রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা কিছু বলেছেন, তার সবটুকুই পরম সত্য ও অবশ্যম্ভাবী। এতে মিথ্যার কোনও অবকাশ নেই। যার একটি অক্ষরও অহেতুক কিংবা অনর্থক কিছু নয়।

ঈমানের মূল ভিত্তি হলো না দেখে বিশ্বাস করা। অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে ঈমান আনা। কিয়ামাতের দিনে ঈমান আনলে সেটা কোনও কাজে আসবে না। সেদিন শুধু আফসোস করা আর হতাশ হওয়া ছাড়া কিছুই করার থাকবে না।

দুনিয়ার জীবনের সময়টুকু হলো পরীক্ষার সময়। আখিরাতে এর ফলাফল প্রকাশ পাবে। দুনিয়ায় কেউ যদি ভালো ফলাফলযোগ্য কোনও কাজ না করে তা হলে সে নিশ্চিতভাবেই আখিরাতে ব্যর্থ হবে। তাকে অনন্তকাল অপমান আর লাঞ্ছনার গ্লানি বয়ে বেড়াতে হবে। আল্লাহ তাআলা কুরআনের বহু জায়গায় এই সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। সহজে অনুধাবনের জন্য এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ছয়টি আয়াত আমরা আপনাদের নজরে আনছি। চলুন দেখে নেওয়া যাক—

এক.

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي
إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

---

[১৬] সূরা সাজদা, ৩২ : ১২।

"আমি তোমাদের যে রিযক দিয়েছি, তোমাদের কারও মৃত্যুর সময় আসার পূর্বেই তা থেকে খরচ করো। অন্যথায় সে সময় সে বলবে, 'হে আমার রব! তুমি আমাকে আরও কিছুটা অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি দান করতাম এবং নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।"[১৭]

দুই.

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٨﴾

"আর ভয় করো সেই দিনকে যেদিন কেউ কারও সামান্যতমও কাজে লাগবে না, কারও পক্ষ থেকে সুপারিশ কবুল করা হবে না, বিনিময় নিয়ে কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবে না এবং অপরাধীরা কোথাও থেকে কোনও রকম সাহায্যও পাবে না।"[১৮]

তিন.

ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّـهِ ﴿١٩﴾

"অতঃপর আপনি জানেন, ঐ কর্মফল দিনটি কি? এটি সেই দিন যেদিন কেউ কারও উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।"[১৯]

চার.

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ﴿١٢١﴾

"আর যারা তা অবিশ্বাস করে তারাই আসলে ক্ষতিগ্রস্ত।"[২০]

---

[১৭] সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ : ১০।

[১৮] সূরা বাকারা, ২ : ৪৮।

[১৯] সূরা ইনফিতার, ৮২ : ১৮-১৯।

[২০] সূরা বাকারা, ২ : ১২১।

পাঁচ.

عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٤﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ﴿٢٤﴾ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿٣٤﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ ﴿٥٤﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٦٤﴾ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِيْنُ ﴿٧٤﴾

"সেখানে তারা অপরাধীদের জিজ্ঞেস করতে থাকবে। কীসে তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে এসেছে? তারা বলবে, আমরা সালাত আদায় করতাম না। অভাবীদের খাবার দিতাম না। আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম এবং প্রতিফল দিবস মিথ্যা মনে করতাম। শেষ পর্যন্ত আমরা সে নিশ্চিত জিনিসের মুখোমুখি হয়েছি।"[২১]

ছয়.

وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِ اللهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ﴿٩٥﴾

"কাজেই তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না এবং যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলেছে তাদের মধ্যেও শামিল হয়ো না, তাহলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে।"[২২]

আফসোসের দিবসের সেই করুণ প্রথম আফসোস ও তার অবস্থার বর্ণনা রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ও দিয়েছেন। একটি হাদীসই অনুভূতি জাগাতে যথেষ্ট।

আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবিদের প্রশ্ন করলেন, أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ 'তোমরা কি জানো, সবচেয়ে দুর্ভাগা গরিব কে? সাহাবিগণ বললেন,

اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ لَّا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ

---

[২১] সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪ : ৪১-৪৭।
[২২] সূরা ইউনুস, ১০ : ৯৫।

'আমাদের মধ্যে সবচেয়ে গরিব হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার কোনও দিরহামও নেই, কোনও সম্পদও নেই।'

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

اَلْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ وَيَأْتِيْ قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيَقْعُدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

'আমার উম্মাতের মধ্যে সেই ব্যক্তিই হচ্ছে সবচেয়ে দুর্ভাগা গরিব—যে কিয়ামাত দিবসে সালাত, সিয়াম, যাকাতসহ বহু আমল নিয়ে উপস্থিত হবে এবং এর সাথে সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারও সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কাউকে হত্যা করেছে, কাউকে মারধর করেছে—ইত্যাদি অপরাধও নিয়ে আসবে। অতঃপর সে যখন বসবে তখন তার নেক আমল হতে এ ব্যক্তি কিছু নিয়ে যাবে, ও ব্যক্তি কিছু নিয়ে যাবে। এভাবে সম্পূর্ণ বদলা নেওয়ার আগেই তার নেক আমল নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদের গুনাহসমূহ তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।'[২৩]

সেদিন প্রতিফল প্রদানের দিন। দুনিয়ার জীবনে ঈমান না এনে থাকলে সেদিন জাহান্নামে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকবে না। কোনও অপরাধীই সেদিন ছাড় পাবে না। ভুল-ত্রুটি-অপরাধগুলো শুধরিয়ে নেবার জন্য **আবার তারা দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে, আফসোস করতে থাকবে, হৃদয়-ফাটা আর্তনাদে চারদিক ভারী করে তুলবে।** কিন্তু এতে কোনও উপকার হবে না, পাবে না কোনও উদ্ধারকারী। অনন্তকালের তরে থেকে যাবে সে আফসোস, যদি দুনিয়ার জীবনটাকে কাজে লাগাতো, যদি ইসলাম মেনে জীবনযাপন করত।

[২৩] মুসলিম, ৭৫৮১; তিরমিযি, ২৪১৮।

আমার রবের কাছে আমাকে পৌঁছে দেওয়া হয়, তবে সেখানে এর চাইতে উৎকৃষ্ট পাব।”[২৫]

বাগানের মালিক ছিল কাফির। সে কিয়ামাতে বিশ্বাস করত না। একথা শুনে মুমিন ব্যক্তি তাকে সাবধান করে দিল। সে বলল, আমার ধন-সম্পত্তি কম। লোকবলও কম। কিন্তু আমি মনে করি, আল্লাহ আখিরাতে আমাকে তোমার বাগানের থেকেও উত্তম বস্তু দান করবেন। আর তোমার কুফরি ও শিরকের কারণে এই বাগানের ওপর আসমান থেকে শাস্তি নেমে আসবে। এই বাগান ধ্বংস হয়ে যাবে। তুমি যখন বাগানে প্রবেশ করেছিলে, তখন কেন বললে না, মা শা আল্লাহ! লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ! অর্থাৎ আল্লাহ যা চান তাই হয়, আল্লাহর শক্তির ছাড়া আর কোনও শক্তি নেই।[২৬]

মুমিন ব্যক্তি আরও উপদেশ দিয়ে বলল, এই বাগান পেয়ে তুমি আল্লাহকে অস্বীকার করে বসেছ? অথচ একদিন তুমি কিছুই ছিলে না। তোমার কোনও অস্তিত্বই ছিল না। আল্লাহই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর ধীরে ধীরে তুমি পূর্ণ মানবাকৃতি পেয়েছ। আমি ধনে-জনে দুর্বল হতে পারি, কিন্তু তোমার মতো কথা বলি না, বরং আমি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করি।

মুমিন ব্যক্তিটি বলল, “আমি বলি আল্লাহ আমার রব, তার সাথে আমি কাউকে শরীক করি না।”[২৭]

এরপর আল্লাহ তাআলা ঐ মুমিন ব্যক্তির কথা কবুল করে নিলেন। আগুনে দুটি বাগান পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বাগানের পানি শুকিয়ে গেল। এমনভাবে সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেল যেন এখানে কোনও বাগানই ছিল না! তখন বাগানের মালিক হাত কচলিয়ে আফসোস করতে লাগল। সে বলতে লাগল, “হায়! আমি যদি আমার রবের সাথে কাউকে শরীক না করতাম!”

আল্লাহ তাআলা বলেন, “অতঃপর তার সব ফল ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল, তার জন্য সকালে হাত কচলিয়ে আক্ষেপ করতে লাগল। বাগানটি একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, ‘হায়! আমি যদি কাউকে আমার পালনকর্তার সাথে শরীক না করতাম। আল্লাহ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোনও

[২৫] সূরা কাহফ, ১৮ : ৩৪-৩৬।

[২৬] দেখুন—ইবনু কাসীর, ৫/১৫৭; কুরতুবি, তাফসীর, ১০/৪০০।

[২৭] সূরা কাহফ ১৮ : ৩৮।

লোক হলো না এবং সে নিজেও কোনও ব্যবস্থা করতে পারল না।”[২৮]

প্রিয় পাঠক! এই ঘটনাটি ঘটেছে দুনিয়াতে। কিন্তু এর মাধ্যমে আখিরাতের দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠে। দুনিয়াতে যেভাবে বাগান মালিকের সাজানো বাগান ধ্বংস হয়ে গেছে, তেমনিভাবে যারা শিরক করে মৃত্যুবরণ করবে তাদের আখিরাত ধ্বংস হয়ে যাবে।

কার জন্য করলাম চুরি?!

এবার চলুন আরেকটি দৃশ্যে।

আমরা অনেকেই এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় কাগজে বৃত্ত ভরাট করতে হয়। শুরুতে নিজের নাম রেজিস্ট্রেশন নাম্বার লিখতে হয়। আপনি পরীক্ষা সুন্দরভাবে শেষ করে আসলেন। দুই একটা বাদে সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলেন। কিন্তু পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফিরে আসার পর হঠাৎ মনে হলো, আপনি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার পূরণ করতে ভুল করেছেন! তখন আপনার কেমন আফসোস হবে? তখন কি আর সেই প্রশ্নপত্র ফিরে পাওয়া যাবে? দুনিয়ার একটি পরীক্ষায় ফেল করার কারণে হয়তো তেমন কোনও ক্ষতি হবে না। কিন্তু ঈমানের পরীক্ষায় পাস না করলে মহাবিপদ।

দুনিয়ায় মুশরিকরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন মিথ্যা দেব-দেবীর ইবাদাত করে। আখিরাতের ময়দানে মুশরিকদের অন্তরে আফসোস সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ সেদিন সেই নিষ্প্রাণ মূর্তিকে কথা বলার শক্তি দেবেন। মুশরিকরা তাদের দেব-দেবীগুলোকে দেখতে পেয়ে বলবে, ‘হে আমাদের রব, আমরা এদের পূজা করতাম!’ তখন আল্লাহর ইচ্ছায় নিষ্প্রাণ মূর্তিগুলো কথা বলবে। তারা মুশরিকদের থেকে নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করবে। মূর্তিগুলো বলবে, ‘তোমরা মিথ্যুক! আমরা তো তোমাদের ইবাদাতের কোনও খবরই রাখতাম না!

অর্থাৎ তারা মুশরিকদের ইবাদাত-বন্দেগি অস্বীকার করবে ও তাদের শত্রু হয়ে যাবে। একে অপরকে অভিশাপ দিতে থাকবে। সেদিন কেউ কাউকে কোনও সাহায্য করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

[২৮] সূরা কাহফ, ১৮ : ৪২-৪৩।

وَإِذَا رَأَى الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هَـٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْ مِنْ دُوْنِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَأَلْقَوْا إِلَى اللهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٧٨﴾

"আর দুনিয়ায় যারা শিরক করেছিল তারা যখন নিজেদের তৈরি করা শরীকদেরকে দেখবে তখন বলবে, 'হে আমাদের রব! এরাই হচ্ছে আমাদের তৈরি করা শরীক, তোমাকে বাদ দিয়ে যাদেরকে আমরা ডাকতাম।' একথায় তাদের ঐ মা'বূদরা তাদের পরিষ্কার জবাব দিয়ে বলবে, "তোমরা মিথ্যুক।" সে সময় এরা সবাই আল্লাহর সামনে ঝুঁকে পড়বে এবং এদের সমস্ত মিথ্যা উদ্ভাবন হাওয়া হয়ে যাবে, যা এরা দুনিয়ায় করে বেড়াতো।"[২৯]

শিরকের কারণে যে সবকিছু বরবাদ হয়ে যাবে, এটা অনেকে বুঝেও বুঝতে চায় না। আমাদের মুসলিম সংখ্যাপ্রধান দেশেও আমরা আজকাল অহরহ শিরকের ছড়াছড়ি দেখতে পাই। পথে-ঘাটে রাস্তার মোড়ে মোড়ে মূর্তি। এই জড় মূর্তিগুলোর সামনে আবার বিশেষ কিছু দিনে ভক্তি নিবেদন করতে হয়। ফুল দিতে হয়, নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আবার অনেকে আগুনের সামনেও ফুল দেয়। আপনি যদি এগুলোকে তুচ্ছ মনে করেন আর ভাবেন, এসব করলে কোনও সমস্যা নেই—তাহলে আপনার জন্য একটি হাদীস উল্লেখ করছি। দেখুন, একটি মাছির কারণে কীভাবে এক ব্যক্তি জাহান্নামি হলো, আর আরেক ব্যক্তি একটি মাছির কারণে জান্নাতি হলো!

তারিক ইবনু শিহাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِيْ ذُبَابٍ وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِيْ ذُبَابٍ قَالُوْا: كَيْفَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: مَرَّ رَجُلَانِ عَلٰى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لَا يَجُوْزُهُ أَحَدٌ حَتّٰى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا، فَقَالُوْا لِأَحَدِهِمَا: قَرِّبْ فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِيْ شَيْءٌ أُقَرِّبُ، قَالُوْا لَهُ: قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا، فَقَرَّبَ ذُبَابًا، فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُ فَدَخَلَ النَّارَ، وَقَالُوْا لِلْآخَرِ: قَرِّبْ فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُوْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَضَرَبُوْا عُنُقَهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ

[২৯] সূরা নাহল, ১৬ : ৮৬।

"এক ব্যক্তি একটি মাছির কারণে জান্নাতে যাবে আর এক ব্যক্তি মাছির কারণে জাহান্নামে যাবে।" সাহাবিগণ বললেন, 'তা কীভাবে?' উত্তরে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "এক কওমের একটি ভাস্কর্য (صَنَمٌ) বা মূর্তি ছিল। ওটার পাশ দিয়ে যেই যেত, সেই ভাস্কর্যের প্রতি কোনও কিছু উৎসর্গ না করে যেতে পারত না। একবার দু'জন লোক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের একজনকে মূর্তিওয়ালারা বলল, 'কিছু দান করে যাও।' সে বলল, 'আমার কাছে দান করার মতো কোন কিছুই নেই।' তারা বলল, 'একটি মাছি হলেও তোমাকে উৎসর্গ করতে হবে।' সুতরাং সে একটি মাছি উৎসর্গ করল। এতে মুশরিকরা তার পথ ছেড়ে দিল। এভাবে সে জাহান্নামে প্রবেশের ফায়সালা নিশ্চিত করল।

এবার অপর জনকেও বলল, 'তুমিও কিছু দান করে যাও।' সে জবাবে বলল, 'আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্যে কোনও কিছুই দান করব না।' ফলে মুশরিকরা তরবারি দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দিল। ফলে সে জান্নাতের ফায়সালা লাভ করল।"[৩০]

পাঠক! কুরআনে আল্লাহ তাআলা মোট পঁচিশজন নবি-রাসূলের নাম উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে সূরা আনআমের ৮৩ থেকে ৮৬ নম্বর আয়াতের মধ্যে আঠারোজন নবি (আলাইহিমুস সালাম)-এর নাম এসেছে। এই নবিদের ব্যাপারে আলোচনার পর আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যদি তারাও শিরক করতেন তাহলে তাদের সমস্ত আমলও ব্যর্থ হয়ে যেত!

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾

"যদি তারা কোনও শিরক করত তাহলে তাদের সমস্ত কৃতকর্ম ধ্বংস হয়ে যেত।"[৩১]

যদি শিরকের কারণে নবিদের আমলও ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে বাকি মানুষদের কী পরিণতি হতে পারে সেটা কি এখনও বুঝতে পারছেন না?

---

[৩০] আহমাদ, আয-যুহদ, ১/১৫; বায়হাকি, শুআবুল ঈমান, ৭৩৪৩; ইবনু আবী শাইবা, ৩৩০৩৮।

[৩১] সূরা আনআম, ৬ : ৮৮।

হায়! যদি মাটি হয়ে যেতাম!

একদিন আবূ যার (রদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে বসেছিলেন। তখন তাদের সামনে দুটি ছাগল মারামারি করছিল। একটি ছাগল আরেকটি ছাগলকে শিং দিয়ে গুঁতা দিচ্ছিল। নবিজি প্রশ্ন করলেন, "হে আবূ যার! তুমি কি জানো এই ছাগলদুটি কেন মারামারি করছে?" আবূ যার বললেন, 'না।' নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'আল্লাহ এর কারণ জানেন। আর বিচারের দিনে তিনি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন। এমনকি দুর্বল ছাগলটির পক্ষে প্রতিশোধও নেবেন।"[৩২]

অন্য হাদীসে এসেছে, একটি শিংওয়ালা বকরি থেকে শিংবিহীন বকরির প্রতিশোধ আদায় না করা পর্যন্ত বিচারের দিন শেষ হবে না। এ প্রসঙ্গে আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম) বলেছেন,

يَقْضِي اللهُ بَينَ خَلْقِهِ الجِنَّ والإنْسِ والبَهائم، وإنَّه لَيَقِيدُ يَوْمَئِذٍ الجَمَّاءَ مِنَ القَرْناءِ، حتى إذَا لَمْ يَبْقَ تَبِعَةٌ عِنْدَ وَاحِدَةٍ لأُخْرَى، قالَ اللهُ: كُونُوا تُرَابًا، فَعِنْدَ ذلكَ يَقُولُ الكافِرُ: يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا

'আল্লাহ তাআলা মানুষ, জিন এবং সকল প্রাণীদের মাঝে কিয়ামাতের

---

[৩২] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২১৪৩৮, হাসান; আবূ দাউদ ত্বয়ালিসি, আল-মুসনাদ, ৪৮২।

দিন বিচার করবেন। সেদিন শিংওয়ালা বকরি থেকে শিংবিহীন বকরির প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। এভাবে যখন কারও প্রতি কারও পাওনা থাকবে না; তখন আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, 'মাটি হয়ে যাও।' সেসময় কাফিররা বলবে, হায়! আমিও যদি মাটি হয়ে যেতাম।'[৩৩]

বিচারের দিনে পশুপাখির মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়ার পর যখন তারা সবাই মাটি হয়ে যাবে, তখন কাফিররা আফসোস করে বলবে, হায় যদি আমরাও মাটি হয়ে যেতাম!

আখিরাতে আল্লাহ্ তাআলা ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে বিচার করবেন। কোনও প্রকার জুলুম ও অবিচার করবেন না তিনি। যার যা প্রাপ্য তাকে তা-ই দিয়ে দিবেন। পশু-পাখি, মানুষ-জিন সবার মাঝেই সেদিন তিনি বিচার করবেন। অত্যাচারী ও অপরাধীদের সাজা দিবেন। নেককারদের পুরস্কৃত করবেন। মানুষ আর জিন ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর চিরস্থায়ী কোনও গন্তব্য নেই, সেগুলোর কোনও ঠিকানাও নেই। আল্লাহ্ তাআলা তাদের মধ্যে বিচার করে বলবেন, 'কূনূ তুরাবা' মাটি হয়ে যাও। সাথে সাথে সেগুলো মাটি হয়ে যাবে। তাদের এই পরিণতি দেখে কাফিররাও আফসোস করে বলবে, 'হায়! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম! আমাদেরও যদি কোনও ঠিকানা না থাকত! তাদের এই আকাঙ্ক্ষার কথা আল্লাহ্ তাআলা বর্ণনা করেছেন এভাবে,

إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ﴿٤٠﴾

"আমি তোমাদেরকে আসন্ন আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিলাম, যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যা সে সামনে প্রেরণ করেছে এবং কাফির ব্যক্তি বলবে, 'হায়! আফসোস আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।"[৩৪]

কিন্তু এ আফসোসের কোনও মূল্য থাকবে না সেদিন! ভাবুন! চোখ খুলে নয়, বন্ধ করে কল্পনায় ভাবুন! মানুষ মাটি হয়ে যেতে ইচ্ছা করছে!

---

[৩৩] তাবারি, তাফসীর, ২৪/৫৫।

[৩৪] সূরা নাবা, ৭৮ : ৪০।

হায়! যদি পরকালের জন্য অগ্রিম কিছু পাঠাতাম!

হাসান বাস্‌রি (রহিমাহুল্লাহ) একবার আবদুল্লাহ ইবনু আহতামের ঘরে প্রবেশ করল। তখন আবদুল্লাহ ছিল খুবই অসুস্থ। হাসানকে দেখে আবদুল্লাহ একটি বাক্সের দিকে ইশারা করল। এই বাক্স দেখিয়ে হাসানকে বলল, 'ওহে আবূ সাঈদ! দেখো এই বাক্সে এক লাখ মুদ্রা আছে। আমি কখনও এগুলো থেকে যাকাত দিইনি কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক মজবুত করার জন্য এখান থেকে খরচ করিনি।'
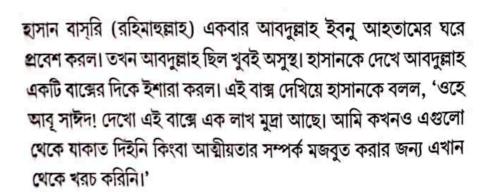
হাসান বললেন, 'আফসোস তোমার জন্য! এসব কী বলছ! এত সম্পদ কার জন্য জমা রেখে যাচ্ছ?'

আহতাম জবাবে বলল, 'আমি বিপদাপদের কথা ভেবে এই সম্পদ জমা করেছি। কে জানে, কখন কোন জালিম শাসকের জমানা চলে আসে! আবার সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের লোকসংখ্যাও বেড়ে যেতে পারে। তখন তাদেরকে নিয়ে যেন কোনও বিপদে না পরি, তাই এই সম্পদ জমা করেছি।' একথা বলার কিছুক্ষণ পর আবদুল্লাহ ইবনু আহতাম মৃত্যুবরণ করল। তাকে দাফন করার পর হাসান উপস্থিত ব্যক্তিদের বললেন, 'তোমরা দেখো, এই

ব্যক্তির অবস্থা কত করুণ! শয়তান তাকে দারিদ্র্যের ভয় দেখিয়েছে। আল্লাহ তাকে কত সম্পদের মালিক করেছিলেন! কিন্তু শয়তানের ধোঁকায় পরে সে এগুলো খরচ করতে পারেনি। এত সম্পদের মালিক হয়েও আজকে তাকে খালি হাতে বিদায় নিতে হলো। কত করুণ এই অবস্থা!'

এরপর হাসান মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের বলল, 'তোমরা যেন এই সম্পদের ধোঁকায় পড়ো না, যেভাবে তোমাদের পিতা এই সম্পদের ধোঁকায় পড়েছে। সে এই সম্পত্তির মালিক হয়েছিল হালাল উপায়ে। কাজেই এটাকে ধ্বংসের উপকরণ বানিয়ো না। কারণ হাশরের দিনে মানুষ যে বিষয়গুলো নিয়ে সবচেয়ে আফসোস করবে তার মধ্যে একটি হলো—দুনিয়ার জমাকৃত সম্পদ। তোমরা দুনিয়াতে যে সম্পদ রেখে যাবে, সেগুলো তোমাদের উত্তরাধিকারীদের হাতে চলে যাবে। যদি তারা সেই সম্পদ দিয়ে ভালো আমল করে, এই নাকি তাদের আমলনামায় লেখা হবে। আর যদি মন্দ আমল করে, তাহলে সেই সম্পদের গুনাহের ভার তোমার ওপরেও আসবে।'[৩৫]

তাই প্রিয় পাঠক! আখিরাতের জন্য সম্পদ খরচ করুন! আখিরাতের ব্যাংকে টাকা জমা করুন! সময় থাকতেই কিছু নেক আমল সামনে পাঠিয়ে দিন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ﴿٢٣﴾ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿٢٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴿٢٥﴾ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ

"এবং সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু স্মরণ তার কী কাজে আসবে? সে বলবে, 'হায়! কতই না ভালো হতো! যদি আমি নিজের এই জীবনের জন্য অগ্রিম কিছু প্রেরণ করতাম!' সেদিন আল্লাহর শাস্তির মতো শাস্তি কেউ দিবে না এবং তাঁর বাঁধার মতো কেউ বাঁধবে না।"[৩৬]

সেদিন আল্লাহর শাস্তির মতো কঠিন শাস্তি আর কেউ দিতে পারবে না। ফেরেশতারা মজবুতভাবে অপরাধী ব্যক্তিদের পাকড়াও করবেন। তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে

---

[৩৫] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ২/১৪৪; মিযযি, তাহযীবুল কামাল, ৬/১১৭।

[৩৬] সূরা ফাজর, ৮৯ : ২৪-২৬।

ফেলবেন। পাঠক! ওপরের আয়াতের ওপর কিছুক্ষণ চিন্তা করুন! আমরা তো দুনিয়ার শাস্তিই সহ্য করতে পারি না। আখিরাতে আল্লাহর শাস্তি কীভাবে সহ্য করবো? অনেক সময় চুলায় ম্যাচ জ্বালাতে গিয়ে আমাদের হাতে একটু আগুন কিংবা বারুদের আঁচ লাগে, আমরা তো সেটাই সহ্য করতে পারি না। তাহলে দুনিয়ার আগুনের থেকে সত্তর গুণ বেশি উত্তপ্ত জাহান্নামের আগুন কিভাবে সহ্য করব?

কয়েক বছর আগে ২০১৬ সালে বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা মুহাম্মাদ আলি ইন্তিকাল করেছেন। আমরা সবাই জানি একসময় তিনি ব্যাপ্টিস্ট খ্রিষ্টান ছিলেন। এরপর আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে যোগদান করে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেন এবং এক সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। তার একটি উক্তি খুবই বিখ্যাত। একবার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল। তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'আমি সিগারেট খাই না, কিন্তু সব সময় আমার পকেটে একটি দিয়াশলাই বাক্স থাকে। যখনই আমার অন্তর গুনাহের দিকে ঝুঁকে পড়ে, আমি একটি ম্যাচের কাঠি জ্বালাই এবং এই সামান্য আগুনের ওপর হাতের তালু ধরে রাখার চেষ্টা করি। এরপর মনে মনে বলি, 'আলি! তুমি এই সামান্য আগুন সহ্য করতে পারছো না? তাহলে জাহান্নামের আগুনের অসহ্য যন্ত্রণা কীভাবে সহ্য করবে?'

আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন, কিয়ামাতের দিন বান্দা এই বলে আফসোস করবে, 'হায়, আমি যদি আমার এই পরকালীন জীবনের জন্য কিছু নেক আমল অগ্রিম পাঠিয়ে দিতাম! তাহলে আজকের দিনে আমার কোনও কষ্ট থাকত না। আমি স্বাচ্ছন্দ্যে জান্নাতে যেতে পারতাম।' কিয়ামাতের দিন কেউ কাউকে চিনবে না, মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সবাই পালিয়ে বেড়াবে, প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। সেদিন নিজের উপার্জন ছাড়া, নিজের আমল ব্যতীত কেউ মুক্তি পাবে না। সেদিনের দৃশ্য বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾
وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾

"অবশেষে যখন সেই কান ফাটানো আওয়াজ আসবে, সেদিন মানুষ

পালাতে থাকবে নিজের ভাই, বোন, মা, বাপ, স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের থেকে। তাদের প্রত্যেকে সেদিন এমন কঠিন সময়ের মুখোমুখি হবে যে, নিজের ছাড়া আর কারোর কথা তার মনে থাকবে না।"[৩৭]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَـٰكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ ﴿٢﴾

"হে মানব জাতি! তোমাদের রবকে ভয় করো। নিশ্চয়ই কিয়ামাতের প্রকম্পন বড়ই ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা দেখবে, অবস্থা এমন হবে যে, প্রত্যেক দুধদানকারিনী নিজের দুধের বাচ্চাকে ভুলে যাবে, প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং মানুষকে তোমরা মাতাল দেখবে অথচ তারা মাতাল নয়। আসলে আল্লাহর আযাব এমনি সুকঠিন।"[৩৮]

নিজের এটিএম কার্ডে ব্যালেন্স না থাকলে তা দিয়ে যেমন কোনও উপকার পাওয়া যায় না, তা মেশিনে ঢুকালেও যেমন কোনও কাজে আসে না, তেমনি আখিরাতেও ব্যালেন্সে নেককাজ না থাকলে কোনও কাজে আসবে না। আযাবে গ্রেফতার হতে হবে। শুধুই আফসোস করতে হবে-কেন পরকালের জন্য অগ্রিম কিছু পাঠিয়া জমা রাখলাম না!

---

[৩৭] সূরা আবাসা, ৮০ : ৩৩-৩৭।
[৩৮] সূরা হাজ্জ, ২২ : ১-২।

হায়! মৃত্যুই যদি সবকিছুর শেষ হতো!

একবার জনৈক শাইখ তার ছাত্রদেরকে একটি প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের কাছে একটি বিষয় জানতে চাই। যারা এর প্রস্তুতি নিয়েছে তারা হাত তুলবে।' এরপর তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কে কে এখনই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত আছ? যদি এখনই মৃত্যু এসে যায়, তাহলে কে কে মরতে প্রস্তুত?' শাইখের কথা শুনে সকলেই নিশ্চুপ হয়ে গেল। কেউই হাত তুলল না।
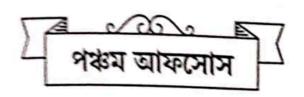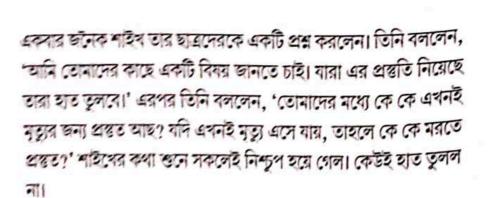
দেখুন! এটাই হচ্ছে জীবনের বাস্তবতা। আমরা সবাই জানি যেকোনও মুহূর্তে আমরা মৃত্যুবরণ করতে পারি। যেকোনও মুহূর্তে আমাদের সামনে মৃত্যু চলে আসতে পারে। কিন্তু এরপরেও আমাদের কোনও প্রস্তুতি নেই। আর এজন্যেই আমরা এই দুনিয়া ছাড়তে চাই না।

একবার উমাইয়া খলীফা সুলাইমান ইবনু আবদিল মালিক তাবিয়ি সালামা ইবনু দীনারের কাছে জানতে চাইলেন, 'আমরা কেন মৃত্যুকে অপছন্দ করি?'

তিনি জবাব দিলেন, 'এর উত্তর খুবই সহজ। আমরা এই দুনিয়াকে গড়েছি আর

আখিরাতকে ধ্বংস করেছি। কাজেই যেটা তৈরি করেছি সেটা ছেড়ে দিয়ে যা নষ্ট করেছি সেখানে যেতে ঘৃণা করব, এটাই তো স্বাভাবিক!’

দুনিয়াতে আমরা কেউই মৃত্যুবরণ করতে চাই না। কিন্তু আখিরাতে এমন অনেক মানুষ থাকবে যারা মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে। কিন্তু তখন আর কারও মৃত্যু হবে না। যারা বাম হাতে আমলনামা পাবে তারা আফসোস করে বলতে থাকবে, হায় যদি আমার আমলনামা না দেওয়া হতো! হায়, যদি মৃত্যুই আমার সবকিছু শেষ হতো! আল্লাহ বলেন,

> وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ﴿٥٢﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٦٢﴾ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٧٢﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ﴿٨٢﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ﴿٩٢﴾
>
> “যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, হায়! আমায় যদি আমলনামা না দেওয়া হতো! আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! হায়! আমার মৃত্যুই যদি সবকিছুর শেষ হতো! আমার ধন-সম্পদ আমার কোনও উপকারে এল না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল।”[৩৯]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾ إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿٢١﴾ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿٣١﴾ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾
>
> “বরং তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে এবং যে কিয়ামাতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করেছি।
>
> অগ্নি যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও হুঙ্কার।
>
> যখন এক শিকলে কয়েকজন বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোনও সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে।

---

[৩৯] সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ২৬।

বলা হবে, আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না; বরং অনেক মৃত্যুকে ডাকো।"[৪০]

মৃত্যুকে সেদিন জবাই করা হবে!

কিন্তু সেদিন মৃত্যু কামনা করে কোনও লাভ হবে না। কারণ স্বয়ং মৃত্যুর মৃত্যু ঘটে যাবেন! জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের মাঝখানে মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকৃতিতে নিয়ে আসা হবে। এরপর সবার সামনে সেটি জবাই করে দেওয়া হবে। তখন আর কারও মৃত্যু ঘটবে না। কারণ স্বয়ং মৃত্যুকেই জবাই করে দেওয়া হয়েছে। সামনের হাদীসে এই ঘটনার বর্ণনা পড়ুন,

একবার রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই আয়াত পাঠ করলেন—

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ

"(হে নবি!) আপনি তাদেরকে আফসোসের দিন সম্পর্কে সাবধান করে দিন!"[৪১]

এরপর বললেন, "সাদা-কালো মিশ্রিত বর্ণের একটি ভেড়ার আকৃতিতে মৃত্যুকে আনা হবে এবং তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝের প্রাচীরের ওপর দাঁড় করানো হবে। এরপর ডাকা হবে, 'হে জান্নাতবাসীগণ!' তারা মাথা তুলে তাকাবে। আরও ডাকা হবে, 'হে জাহান্নামের বাসিন্দারা!' তারাও মাথা তুলে তাকাবে। বলা হবে, 'তোমরা কি জান, এটি কি?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ, এটি হলো মৃত্যু।' এরপর এটিকে শুইয়ে দিয়ে জবাই করা হবে। জান্নাতিদের জন্য যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে চিরস্থায়ী জীবন ও স্থায়িত্বের ফায়সালা না থাকত তবে তারা আনন্দে মারা যেত! এমনিভাবে জাহান্নামিদের জন্য যদি চিরকাল জাহান্নামে থাকার ফায়সালা না থাকত তবে তারা সেদিন দুঃখেই মারা যেত।"[৪২]

দেখুন! দুঃখ আর আফসোসের কারণে যদি কারও মৃত্যু ঘটত তাহলে জাহান্নামিরা

---

[৪০] সূরা ফুরকান, ২৫ : ১১-১৪।

[৪১] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৩৯।

[৪২] তিরমিযি, ৩১৫৬।

মৃত্যুবরণ করত! কিন্তু আখিরাতে সবাইকে চিরকাল বেঁচে থাকতে হবে। জান্নাতিরা থাকবে সুখে-আনন্দে আর জাহান্নামিরা থাকবে দুঃখ-কষ্ট ও নিদারুণ আফসোসের মাঝে।

সেদিন জাহান্নামিদের গলায় বেড়ি লাগিয়ে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। যখন আল্লাহ তাআলা কাউকে ধরার নির্দেশ দিবেন তখন সাথে সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলবে। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। সেই ফেরেশতারা এত শক্তিশালী হবেন যারা একাই সত্তর হাজার লোককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার শক্তি রাখেন। তাহলে এবার ভাবুন, ওই জাহান্নামি ব্যক্তির অবস্থা কত অসহায় হবে!

লোকটি দিশেহারা হয়ে বলতে থাকবে, কি ব্যাপার তোমরা আমার সাথে এমন করছো কেন? ফেরেশতারা বলবেন, আল্লাহ তাআলা তোমার ওপর অসন্তুষ্ট, তাই আজ সবাই তোমার ওপর ক্ষিপ্ত।

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "জাহান্নামের এক প্রান্ত হতে বড় একটি পাথরকে ছেড়ে দেওয়া হলে এটা সত্তর বছর পর্যন্ত নিচের দিকে পড়তেই থাকবে তবুও এর শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।"[৪৩]

যে প্রক্রিয়াটিই স্বয়ং আযাব!

সেদিন ডান হাতে আমলনামা দেওয়া মানে—মুক্তি পাওয়া আর বাঁ হাতে আমলনামা পাওয়া মানে—ধ্বংস হওয়া। ঈমানদাররা ডান হাতে আমলনামা পাবে। কাফিররা বাম হাতে। যখন তারা বুঝতে পারবে যে, তাদেরকে বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তখন তারা আফসোস করতে থাকবে, 'হায়! আমাদেরকে যদি হিসাবনামা না দেওয়া হতো! মৃত্যুই যদি সবকিছুর শেষ হতো!

কিন্তু না! আল্লাহ তাআলা তাদের সমস্ত কাজকর্মের হিসাব নেবেন। কে কী করেছে প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও কিয়ামাতের দিন বান্দার সামনে তা তুলে ধরবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

[৪৩] মুসলিম, ২৯৬৭; তিরমিযি, ২৫৭৫।

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾

"প্রত্যেক মানুষের ভালো-মন্দ কাজের নিদর্শন আমি তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি এবং কিয়ামাতের দিন তার জন্য বের করব একটি লিখন, যাকে সে খোলা কিতাবের আকারে পাবে। পড়ো, নিজের আমলনামা, আজ নিজের হিসেব করার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।"[৪৪]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿٢٧﴾ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

"আর যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে বাতিলপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে সময় আপনি প্রত্যেক গোষ্ঠীকে নতজানু দেখতে পাবেন। প্রত্যেক গোষ্ঠীকে এসে তার আমলনামা দেখার জন্য আহ্বান জানানো হবে। তাদের বলা হবে, তোমরা যেসব কাজ করে এসেছ তোমাদেরকে তার প্রতিদান দেওয়া হবে। এটা আমার কাছে রক্ষিত আমলনামা, যা তোমাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা-ই করতে আমি তা-ই লিপিবদ্ধ করাতাম।"[৪৫]

কিয়ামাতের দিন শিংগায় তিনটি ফুঁৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুঁৎকার আসবে আকস্মিকভাবে। তখন মানুষ নিজেদের দৈনন্দিন কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকবে। লোকেরা হাটবাজারে কেনাবেচায় ব্যস্ত থাকবে। এমনকি অনেকে ঝগড়া-বিবাদেও লিপ্ত থাকবে। এমন সময় আল্লাহ তাআলা ইসরাফীল (আলাইহিস সালাম)-কে শিংগায় ফুঁক দেওয়ার হুকুম দিবেন। তিনি শিংগায় ফুঁৎকার দেবেন। এই আওয়াজ শুনে সবাই আসমানের দিকে মাথা উঁচু করবে। তখন কিয়ামাত শুরু হয়ে যাবে। এরপর আসবে দ্বিতীয় ফুৎকার। এসময় সকল জীবিত প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে। জীবিত

---

[৪৪] সূরা ইসরা, ১৭ : ১৩-১৪।

[৪৫] সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ২৭।

থাকবেন একমাত্র আল্লাহ, যিনি চিরঞ্জীব। তিনি কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না। এরপর দেওয়া হবে তৃতীয় ফুৎকার। তখন সমস্ত মৃত প্রাণী পুনর্জীবিত হবে।

হিসাব চাওয়া মানেই বিপদ!

তৃতীয় ফুৎকারের শব্দ শুনে সবাই এমনভাবে কবর থেকে বের হয়ে আসবে যেন তারা কোনও লক্ষ্যবস্তুর প্রতি দৌড়াচ্ছে। তারা সেভাবে দৌড়াতে থাকবে যেভাবে কোনও শিকারের উদ্দেশ্যে শিকারি দৌড়ায়! লোকেরা কবর থেকে বের হয়ে আফসোস করে বলতে থাকবে, 'হায় দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে ঘুম থেকে উঠালো!'

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُوْنَ ﴿١٥﴾ قَالُوْا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٢٥﴾

"শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের রবের দিকে ছুটে চলবে। তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে উঠালো? রহমান আল্লাহ তো এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্য বলেছিলেন।"[৪৬]

এই আয়াতের তাফসীরে ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে উঠালো?'— এই কথার অর্থ এই নয় যে, তারা কবরে নিরাপদে বা শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল, বরং কবরেও তারা শাস্তি পেয়েছে। কিন্তু কবরের শাস্তির তুলনায় বিচারের ময়দানের শাস্তি আরও ভয়াবহ হবে। তখন তাদের কাছে মনে হবে, কবরের শাস্তি যেন ঘুমের সমান!

আর এসময় মুমিনরা জবাব দিয়ে বলবেন, 'পরম দয়াময় আল্লাহ এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছিলেন।'[৪৭]

পাঠক! কিয়ামাতের দিন হিসাব গ্রহণ করা মানেই শাস্তির সম্মুখীন হওয়া। আয়িশা

[৪৬] সূরা ইয়া সীন, ৩৬ : ৫১-৫২।
[৪৭] ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৬/৫৮১।

(রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যার হিসাব খতিয়ে দেখা হবে তাকে আযাব দেওয়া হবে।" 'আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'আমি তখন বললাম, 'আল্লাহ কি বলেননি যে, "তার হিসাব সহজভাবে নেওয়া হবে?"[৪৮] তিনি বললেন, "তা তো কেবল পেশ করামাত্র।"[৪৯]

মনে ধরেছে জং

আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হলে মানুষের অন্তর নষ্ট হয়ে যায়। অবাধ্যতা আখিরাতের জীবনকে ভুলিয়ে রাখে। আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيْئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ :(كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ)

"বান্দা যখন একটি গুনাহ করে তখন তার অন্তরের মধ্যে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর যখন সে গুনাহর কাজ পরিহার করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাওবা করে তার অন্তর তখন পরিষ্কার ও দাগমুক্ত হয়ে যায়। সে আবার পাপ করলে তার অন্তরে দাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে একসময় তার পুরো অন্তর কালো দাগে ঢেকে যায়। এটাই সেই মরিচা আল্লাহ তাআলা যার বর্ণনা করেছেন, "কখনও নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনে জং (মরিচা) ধরিয়েছে।" (সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩ : ১৪)"[৫০]

ভয়ংকর একদল!

একদল মানুষ আছে যারা লোকসম্মুখে আল্লাহর ইবাদাত করে কিন্তু গোপনে গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়। তাদের আমলগুলো আল্লাহ কবুল করবেন না। হাশরের

---

[৪৮] সূরা ইনশিকাক, ৮৪ : ৮।

[৪৯] বুখারি, ৬৫৩৬; মুসলিম, ২৮৭৬।

[৫০] তিরমিযি, ৩৩৩৪, হাসান সহীহ; ইবনু মাজাহ, ৪২৪৪।

ময়দানে সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত করবেন। তখন তাদের আফসোসের কোনও সীমা থাকবে না। এই মর্মে সাওবান (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا

"নিশ্চয়ই আমি আমার উম্মাতের কতক এমন দল সম্পর্কে জানি যারা কিয়ামাতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমলসহ উপস্থিত হবে। মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন।"

সাওবান (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই।' তিনি উত্তরে বললেন,

أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا

"তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদাত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক যে, একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত হবে।"[৫১]

একথায় মরার পর আবার মৃত্যু চাহিদার কারণ হচ্ছে—

এক. বাম হাতে হিসাব প্রাপ্তি।

দুই. নেক আমলহীন আমলনামা।

তিন. উদাসীন দুনিয়াদারী জীবনভোগ।

সাবধান! নিজের সাথে মিলিয়ে নিন। কী করছি? কী করা উচিত?

---

[৫১] ইবনু মাজাহ, ৪২৪৫, হাসান; তাবারানি, আওসাত, ৪৬৩২।
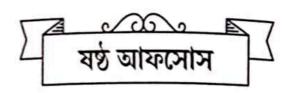
অমুককে যদি বন্ধু না বানাতাম!

উবাই ইবনু খালাফ ও উকবা ইবনু আবী মুআইত ছিল একে অপরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। একবার উকবা রাসূলের মজলিসে এসে কিছু কথা শুনল। একথা উবাই ইবনু খালাফের কানে পৌঁছায়। তখন সে উকবার কাছে এসে বলল, 'আমি শুনেছি, তুমি নাকি মুহাম্মাদের সাথে উঠাবসা শুরু করেছ? তার কথা শুনছো? আমি আর তোমার সাথে কথা বলব না!' উবাই ইবনু খালাফ কঠিন শপথ করে বলল, 'যদি তুমি আর কখনও মুহাম্মাদের কাছে যাও, তবে তোমার চেহারাও দেখব না। আর যদি চাও, তোমার-আমার বন্ধুত্ব টিকে থাকুক তাহলে তোমাকে মুহাম্মাদের মুখে থুতু মেরে আসতে হবে! এরপর আল্লাহর দুশমনর উকবা এই ঘৃণ্য কাজ করতে গেল। বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখতে গিয়ে সে রাসূলের সাথে দুশমনি করল। হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হলো।[৫২]

পাঠক! দুনিয়াতে প্রতিটি মানুষেরই বন্ধু থাকে। জীবনপথে চলতে বন্ধুর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মানুষ বন্ধুত্বহীন হয়ে থাকতে পারে না। তাই বন্ধুর প্রভাবও ব্যক্তির জীবনে গভীরভাবে পড়ে। ব্যক্তি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করার পেছনে তার বন্ধুর প্রভাব অনেকখানি কার্যকর। কেউ হয়তো একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে সামনে এগুতে চাচ্ছে কিন্তু তার বন্ধুর প্রভাবে তা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হচ্ছে। কিয়ামাতের

---

[৫২] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/৩৬১।

দিন অনেক মানুষ আফসোস করবে, 'অমুককে যদি বন্ধু না বানাতাম, তাহলে আজ আমি সফলকামদের দলভুক্ত হতাম।' এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾

"হায় আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়।"[৫৩]

আল্লাহ তাআলা এখানে فُلَانٌ 'ফুলান' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর মানে কী? ফুলান মানে অমুক অর্থাৎ আপনি, আমি, সে। দুনিয়ার সবাই হতে পারে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে বান্দা বলবে, 'লাইতানি লাম আত্তাখিয ফুলানান খলীলা। হায় আমি যদি অমুককে বন্ধু না বানাতাম! তাহলে আজকে আমাকে এই আফসোস করতে হতো না, আমার এই বিপদ হতো না। হায়! আমি কাকে বন্ধু বানালাম!

اَلْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾

"যখন সে দিনটি আসবে তখন মুত্তাকীরা ছাড়া অবশিষ্ট সব বন্ধুই একে অপরের দুশমন হয়ে যাবে।"[৫৪]

দুই বন্ধুর ঘটনা

সূরা সাফফাতে দুই বন্ধুর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মৃত্যুর পর তাদের একজন জান্নাতি হলো আর অপরজন হলো জাহান্নামি। তখন জান্নাতি বন্ধু দুনিয়ার সেই বন্ধুর কথা স্মরণ করল। এরপর উঁকি দিয়ে দেখতে পেল, সেই বন্ধুটি জাহান্নামের মাঝখানে অবস্থান করছে! আল্লাহ তাআলা এই ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন,

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾ أَإِذَا مِتْنَا

[৫৩] সূরা ফুরকান, ২৫ : ২৮-২৯।

[৫৪] সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৬৭।

وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ﴿٥٤﴾ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾

'তাদের একজন বলবে, আমার এক সঙ্গী ছিল।

সে বলত, তুমি কি বিশ্বাস করো যে,

আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হবো, তখনও কি আমরা প্রতিফল প্রাপ্ত হবো?

আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি তাকে উঁকি দিয়ে দেখতে চাও?

অতঃপর সে উঁকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে জাহান্নামের মাঝখানে দেখতে পাবে।

সে বলবে, আল্লাহর কসম, তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে।

আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ না হলে আমিও যে গ্রেফতারকৃতদের সাথেই উপস্থিত হতাম।'[৫৫]

إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ —বা 'আমার একজন সাথি ছিল'—এই আয়াত সম্পর্কে আবূ জা'ফর ইবনু জারীর (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, এটি দুই বন্ধুর ঘটনা। সেই দুই বন্ধুর একটি যৌথ সম্পত্তি ছিল। সেই সম্পত্তির মূল্য ছিল আট হাজার দীনার। দুজনের মধ্যে একজন ছিল ধনী ব্যবসায়ী। কিন্তু অপরজনের আর কোনও সম্পদ ছিল না। তাই ধনী ব্যবসায়ীটি তার বন্ধুকে বলল, যেহেতু তোমার আর কোনও সম্পদ নেই, তাই এই সম্পত্তি তোমাকে ভাগ করে দিচ্ছি। তখন দুজনে চার হাজার দীনার করে ভাগ করে নিজ নিজ অংশ নিয়ে গেল।

কিছুদিন পর ব্যবসায়ী লোকটি এক হাজার দীনার খরচ করে একটি বাড়ি কিনল। এরপর তার বন্ধুকে বলল, বাড়িটি কেমন লাগছে? উত্তরে সে বলল, খুবই উত্তম।

সেখান থেকে ফিরে আসার পর লোকটি বলল, 'হে আমার রব! আমার সাথি এক

[৫৫] সূরা সাফফাত, ৩৭ : ৫১-৫৭।

হাজার দীনার দিয়ে এই বাড়িটি কিনেছে। আমি তোমার কাছে জান্নাতে একটি বাড়ি প্রত্যাশা করছি।' এই বলে সে এক হাজার দীনার দান করে দিল।

কিছুদিন পর ব্যবসায়ী লোকটি এক হাজার দীনার ব্যয় করে একজন মহিলাকে বিয়ে করল। সবাইকে দাওয়াত করল। তার বন্ধুকে বলল, 'আমার কাজটি কেমন হয়েছে?' সে বলল, 'ভালোই করেছ।'

এরপর লোকটি বাড়ি ফিরে এসে বলল, 'হে আমার রব! আমার সাথি এক হাজার দীনার খরচ করে এক নারীকে বিয়ে করেছে। আর আমি তোমার নিকট জান্নাতে একজন সুন্দরী হূর কামনা করছি।' এই বলে সে এক হাজার দীনার দান করে দিল।

আরও কিছুদিন পর ব্যবসায়ী লোকটি দুই হাজার দীনার দিয়ে দুইটি বাগান কিনল এবং সাথিকে সেই বাগান দুটি ঘুরে দেখালো। সে জানতে চাইল, বাগান দুটি কেমন দেখলে? অপর বন্ধু বলল, ভালোই বাগান ক্রয় করেছে।

এরপর লোকটি বাড়ি ফিরে এসে বলল, 'হে আমার রব! আমার বন্ধু দুই হাজার দীনার দিয়ে দুটি বাগান কিনেছে। আর আমি তোমার নিকট জান্নাতের দুটি বাগান চাচ্ছি।' এই বলে সে বাকি দুই হাজার দীনার দান করে দিল।

কিছুদিন পর দুজনেরই মৃত্যু হলো। দানশীল বন্ধুকে এমন একটি বাড়িতে প্রবেশ করানো হলো যা দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। আর বাড়িতে যাওয়া মাত্রই চারদিক আলোকিত করে এক অপরূপ সুন্দরী নারী তার সামনে এসে হাজির হলো। এরপর তাকে অসংখ্য নিয়ামাতে পরিপূর্ণ দুটি বাগান ঘোরাতে নিয়ে যাওয়া হলো। এসব দেখে সে বলতে লাগল, 'এত সম্পদের সাথে আমার কী সম্পর্ক!' উত্তরে বলা হলো, 'এই বাড়ি, এই সুন্দরী রমণী, আর এই দুটি বাগান—সব তোমার জন্য!'

তখন সে আনন্দিত হয়ে গেল। এরপর বলল, দুনিয়াতে আমার একজন সাথি ছিল। সে আমাকে তিরস্কার করে বলেছিল, 'তুমি কি সবকিছু দান করে দিলে?' তখন বলা হবে, 'ওই ব্যক্তি তো জাহান্নামে!' লোকটি বলবে, 'আমি কি তাকে দেখতে পাব?' তখন সে উঁকি মেরে জাহান্নামের মাঝখানে উঁকি মারবে আর সেই ধনী বন্ধুকে সেখানে দেখতে পাবে। তখন দানশীল বন্ধুটি ধনী বন্ধুকে বলবে, 'আল্লাহর কসম, তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে। আমার রবের অনুগ্রহ না হলে আমিও যে গ্রেফতারকৃতদের সাথেই উপস্থিত হতাম।'[৫৬]

[৫৬] সূরা সাফফাত, ৩৭ : ৫৬-৫৭; তাবারি, তাফসীর, ১৯/৫৪৪।
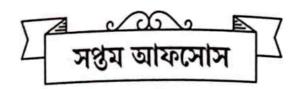
যদি আমাদের বড়দের ও নেতাদের অনুসরণ না করতাম!

পাঠক! কুরআনের সাথে সম্পর্ক গড়ুন! তখন মনে হবে কুরআন আপনার সাথে কথা বলছে। যখন আপনি আয়াতগুলোর অর্থ ও তাফসীর জানবেন এবং এক আয়াতের সাথে আরেক আয়াতের সম্পর্ক খুঁজে বের করতে পারবেন, তখন তিলাওয়াতের সময় প্রশান্তি লাভের পাশাপাশি আপনার চোখে একের-পর-এক দৃশ্য ভেসে উঠতে শুরু করবে! মনে হবে কুরআনের সবকিছু চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠছে।

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত দৃশ্যকে চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলার একটি সহজ উপায় হচ্ছে নিয়মিত কুরআনের তরজমা ও তাফসীর পড়া। তাফসীরগ্রন্থগুলো পড়লে দেখতে পাবেন, একটি আয়াতের সাথে সমধর্মী অন্যান্য আয়াতগুলোকে একসাথে উপস্থাপন করা থাকে। ফলে পাঠকের চোখের সামনে সহজেই বিভিন্ন দৃশ্য জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে। নিজে কষ্ট করে খুঁজে দেখার প্রয়োজন হয় না। এখানে আমরা তেমনিই কিছু গতিশীল দৃশ্য উপস্থাপন করতে যাচ্ছি।

এটি হচ্ছে দুই দল মানুষের বিতর্ক। যাদের একদল দাম্ভিক বা অহংকারী, আরেকদল দুর্বল। হয়তো ভাবছেন দুর্বলরা আবার কীভাবে তর্ক করবে! তারা তো সবসময় চোখ বুজে দাম্ভিকদের কথা অনুসরণ করে, তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস পায় না। দুনিয়ার ক্ষেত্রে এটাই সত্য। কিন্তু কিয়ামাতের ময়দানে এই পরিস্থিতি পাল্টে যাবে। জাহান্নামি লোকেরা একে অপরের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করতে শুরু করবে। কেউ কাউকে চুল পরিমাণ ছাড় দেবে না। দুনিয়াতে যারা দুর্বল ছিল তারা সেদিন আফসোস করে বলতে থাকবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহদ্রোহী সেইসব নেতা ও মুরুব্বীদের কথা না মানতাম, যদি তাদের কথা অনুসরণ না করতাম!

এই ঝগড়া-বিবাদ বিভিন্ন সময় হবে। একদল ঝগড়া করবে বিচারের ময়দানে, আরেকদল করবে জাহান্নামে প্রবেশের সময়, আর শেষে জাহান্নামে গিয়ে সবাই ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে।

এই বিতর্ক কুরআনের বিভিন্ন সূরায় এসেছে। যেমন সূরা বাকারা, সূরা ইবরাহীম, সূরা সাবা, সুরা সাফফাত, সূরা সাদ, সূরা গাফির। এছাড়া সূরা আহযাব, সূরা আ'রাফ—এর কিছু অংশ ও সূরা ফুসসিলাতের কয়েকটি আয়াতেও জাহান্নামি ব্যক্তিদের এসব বিতর্ক ও আফসোসের বর্ণনা এসেছে। বেশিরভাগ স্থানে এদেরকে দাম্ভিক ও দুর্বল—এই দুই দলে ভাগ করা হয়েছে। আর সূরা বাকারাতে তাদের একদলকে বলা হয়েছে অনুসরণকারী, আর আরেকদল হলো যাদেরকে অনুসরণ করা হয় অর্থাৎ নেতা ও মুরুব্বী গোছের লোকেরা।

কিয়ামাতের ময়দানে দাম্ভিক ও দুর্বলরা বিতর্ক করবে মূলত আফসোস থেকে। এক দল আরেক দলকে দোষারোপ করে বাঁচার চেষ্টা করবে। কিন্তু এতে কোনও লাভ হবে না। বরং উভয় দলের দোষই প্রকাশিত হয়ে যাবে।

আল্লাহ বলেন,

إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ

"এটা অর্থাৎ জাহান্নামিদের পারস্পরিক বাক-বিতন্ডা অবশ্যম্ভাবী।"[৫৭]

---

[৫৭] সূরা সাদ, ৩৮ : ৬৪।

এই ঝগড়া-বিবাদ, পারস্পরিক দোষারোপ ও ঘৃণা হবে তাদের আরেকটি নতুন শাস্তি। এটি হলো মানসিক শাস্তি। জাহান্নামে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার শাস্তি দেওয়া হবে।

যে দুটি আয়াত কপালে ভাঁজ ফেলে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٢٣﴾

"আপনি যদি পাপিষ্ঠদেরকে দেখতেন, যখন তাদেরকে তাদের পালনকর্তার সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি করবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো, তারা অহংকারীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম।

অহংকারীরা দুর্বলকে বলবে, তোমাদের কাছে হিদায়াত আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম? বরং তোমরাই তো অপরাধী ছিলে।"[৫৮]

দেখুন! প্রত্যেক দলই নিজেকে নির্দোষ দাবি করে অন্যের ওপর দোষারোপ করার চেষ্টা করছে। এর মাধ্যমে কিন্তু কেউই নিরপরাধ প্রমাণিত হচ্ছে না; বরং উভয়েরই দোষ ফুটে উঠছে।

দুর্বলরা বলছে, তোমরা না থাকলে আমরা মুমিন হয়ে যেতাম! আর অহংকারীরা বলছে, তোমাদের কাছে তো হিদায়াত এসেছিল। আমরা কি তোমাদের বাধা দিয়েছি? তোমরা নিজেরাই অপরাধী!

---

[৫৮] সূরা সাবা ৩৪ : ৩১-৩২।

ওপরের আয়াত দুটোর দিকে মনোযোগ দিলে পুরো চিত্র আমাদের সামনে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে ইন শা আল্লাহ। আমরা সবাই জানি, সমাজের দুর্বল লোকেরা শক্তিশালীদের অনুসরণ করে। এটা মানব ইতিহাসের একটি অপরিবর্তনীয় নীতি। এ কারণে বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক ইবনু খালদূন (রহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, মানুষ তার রাজন্যবর্গের মতাদর্শ অনুসরণ করে! অর্থাৎ সহজ কথায়, মানুষ দেখে—সমাজের বিত্তশালী ধনী প্রভাবশালী নেতা গোছের লোকেরা কীভাবে চলছে; সাধারণ মানুষও তাদের মতো চলার চেষ্টা করে।

নেতারা যদি কোনও মতাদর্শ, দ্বীন বা জীবনবিধান পছন্দ না করে তখন তার বিরুদ্ধে বাধা দেয়। যারা নেতাদের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে কোনও ধর্ম বা জীবনবিধান অনুসরণ করতে শুরু করে, তাদের ওপর নেমে আসে জুলুম নির্যাতন। এজন্যই আমরা দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবসময় সমাজের নেতৃত্বস্থানীয় লোকদের প্রথমে দাওয়াত দিয়েছেন। প্রথমে কুরাইশ নেতাদের দাওয়াত দিয়েছেন। হাজ্জের মৌসুমে বিভিন্ন গোত্রের নেতাদের তাঁবুতে গিয়ে তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন। মক্কায় দশবছর দাওয়াত দেওয়ার পর তায়েফের নেতাদের দাওয়াত দিয়েছেন। এরপর নুবুওয়াতের একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বর্ষে আকাবার গিরিপথে মদীনার নেতৃত্বস্থানীয় লোকেরা রাসূলের হাতে ইসলাম গ্রহণ করল। ফলে মদীনায় ইসলাম পালনে আর কোনও বাধা রইল না। নবিজিও সেখানে হিজরত করে চলে গেলেন।

মদীনায় যাওয়ার ছয় বছর পর নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দূরদূরান্তের রাজা-বাদশাহদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। অর্থাৎ সবখানে তিনি আগে দাওয়াত দিয়েছেন নেতাদেরকে। কারণ নেতারা ইসলাম গ্রহণ না করলে, সাধারণ মানুষ ও দুর্বল লোকেরা সহজে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে না। এজন্য সেসব রাজা-বাদশাহদের কাছে পাঠানো চিঠিতে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লিখতেন, "যদি ইসলাম গ্রহণ না করো, তাহলে প্রজাদের গুনাহের ভারও তোমাদের ঘাড়ে পড়বে।"[৫৯]

এজন্যেই আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন, কিয়ামাতের ময়দানে দুর্বল লোকেরা দাম্ভিক ও অহংকারী ব্যক্তিদের ওপর দোষ চাপাবে ও তাদের চক্রান্ত ফাঁস করে দেবে। তারা

---

[৫৯] বুখারি, ৭; মুসলিম, ১৭৭৩।

বলবে, তোমরা তো দিনরাত চক্রান্ত করতে যেন আমরা আল্লাহকে না মানি।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُوْنَنَا أَنْ نَّكْفُرَ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِيْ أَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٣﴾

> "দুর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, বরং তোমরাই তো দিবারাত্রি চক্রান্ত করে আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহকে না মানি এবং তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করি। তারা যখন শাস্তি দেখবে, তখন মনের অনুতাপ মনেই রাখবে। বস্তুতঃ আমি কাফিরদের গলায় বেড়ি পরাব। তারা যেমন কাজ করেছিল তেমনি প্রতিদান পাবে, এছাড়া আর কোনও প্রতিদান কি তাদেরকে দেওয়া যেতে পারে?"[৬০]

বিচারের ময়দানে এই অহংকার ও দাম্ভিকদের লাঞ্ছিত করার জন্য ক্ষুদ্র পিঁপড়ার আকৃতি দিয়ে উঠানো হবে। এটাই হচ্ছে আল্লাহর বিরুদ্ধে করে নিজেকে বড় মনে করার শাস্তি।

আমর ইবন শুআইব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

> يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِيْ صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُوْنَ إِلَى سِجْنٍ فِيْ جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُوْلَسَ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِيْنَةِ الْخَبَالِ

> "কিয়ামাতের দিন অহংকারীদিগকে মানুষের সূরতে পিপীলিকার ন্যায় একত্রিত করা হবে। সব দিক থেকে লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছাদিত করে ফেলবে। জাহান্নামের 'বূলাস' নামের বন্দিখানায় তাদের হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কঠিন অগ্নি তাদের গ্রাস নিবে। জাহান্নামিদের পুঁতি-গন্ধময়

---

[৬০] সূরা সাবা, ৩৪:৩৩।

পূঁজ, রক্ত ইত্যাদি তাদের পান করানো হবে।"[৬১]

পাঠক! মানুষকে পরিচালনার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব একটি অতি জরুরি বিষয়। কারণ আমরা একা একা চলতে পারি না। মানুষ সামাজিক জীব। তাই সমাজের কাজগুলোকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য একেক ক্ষেত্রে একেক মানুষকে দায়িত্ব নিতে হয়, নেতৃত্ব দিতে হয়। সহজ উদাহরণ দিলে আমরা বলতে পারি, বাসের ড্রাইভার বাসের নেতা। ক্লাসের শিক্ষক ক্লাসের নেতা। একইভাবে বাড়িতে নেতৃত্ব দেন পিতা। আর সমাজে নেতৃত্ব দেন সমাজপতিরা। কিন্তু সমস্যার ব্যাপার হলো, যুগে যুগে নেতৃত্বস্থানীয় লোকেদের বেশিরভাগই আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে দম্ভ ও অহংকার প্রদর্শন করেছে!

আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٤﴾
وَقَالُوْا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَّأَوْلَادًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٣٥﴾

"কোনও জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করা হলেই তার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলতে শুরু করেছে, তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা মানি না। তারা আরও বলেছে, আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধ, সুতরাং আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হবো না।"[৬২]

কিন্তু না! তাদের দাবি সঠিক নয়। ধন-সম্পদের মালিক হওয়া আর আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়া এক কথা নয়। কারণ আল্লাহ যার ইচ্ছা রিযক বাড়িয়ে দেন, যার ইচ্ছা কমিয়ে দেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না।

আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَأُولٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُوْنَ ﴿٣٧﴾

---

[৬১] তিরমিযি, ২৪৯২।

[৬২] সূরা সাবা, ৩৪ : ৩৪-৩৫।

"তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবে না। তবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তারা তাদের কর্মের বহুগুণ প্রতিদান পাবে এবং তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।"[৬৩]

আগুনের বাড়িঘর!

যারা মানুষকে আল্লাহর দ্বীন পালন করতে বাধা দেয় তারা হলো শয়তানের অনুসারী। তাদের ঠিকানা হলো আগুন! তাদের প্রধান ব্যক্তি, নেতা ও সর্দারদেরকে কুরআনের ভাষায় বলা হয় তাগূত। আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾

"আর যারা কুফরি করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগূত। তারা তাদের আলোক থেকে অন্ধকারের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। এরাই হলো আগুনের অধিবাসী। চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।"[৬৪]

কিয়ামাতের ময়দান থেকে যখন জাহান্নামিদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন দাম্ভিক নেতারা নিজেদের দোষ স্বীকার করে নেবে। তারা বলবে, 'আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম। কারণ আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলাম।'

আল্লাহ তাআলা বলেন,

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴿٢٢﴾ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَاهْدُوْهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ﴿٢٣﴾ وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُوْلُوْنَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُوْنَ ﴿٢٧﴾ قَالُوْا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ﴿٢٨﴾ قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِيْنَ ﴿٣٠﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا

[৬৩] সূরা সাবা, ৩৪ : ৩৭।
[৬৪] সূরা বাকারা, ২ : ২৫৭।

قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُوْنَ ﴿١٣﴾ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِيْنَ ﴿٢٣﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤٣﴾

"একত্রিত করো গুনাহগারদেরকে, তাদের দোসরদেরকে এবং যাদের ইবাদাত তারা করত। আল্লাহ ব্যতীত। অতঃপর তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে, এবং তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে; তোমাদের কি হলো যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না? বরং তারা আজকের দিনে আত্মসমর্পণকারী। তারা একে অপরের দিকে মুখ করে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। বলবে, তোমরা তো আমাদের কাছে ডান দিক থেকে আসতে। তারা বলবে, বরং তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না। এবং তোমাদের ওপর আমাদের কোনও কর্তৃত্ব ছিল না, বরং তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। আমাদের বিপক্ষে আমাদের পালনকর্তার উক্তিই সত্য হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম। কারণ আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলাম। তারা সবাই সেদিন শাস্তিতে শরীক হবে। অপরাধীদের সাথে আমি এমনই ব্যবহার করে থাকি।"[৬৫]

লক্ষ করুন, এখানে দাম্ভিকরা দুর্বলদেরকে বলছে, তোমরা তো ঈমানদারই ছিলে না! কাজেই সেই দুর্বলরাও অপরাধী। আসলে তারা ততটা দুর্বল ছিল না, যতটা দুর্বল হলে আল্লাহর কাছে যৌক্তিক কোনও ওজর দেখানো যায়। বাস্তবে তারা নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করত। দীনের জন্য কোনও কষ্ট করতে চাইত না। দুর্বলতার অজুহাত দিয়ে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করত। কিন্তু কিয়ামাতের ময়দানে আল্লাহর সামনে এসব অজুহাত কোনও কাজে আসবে না। তখন তারা বাঁচার জন্য সেইসব দাম্ভিক নেতা ও সর্দারদের কাছে যাবে। তাদেরকে বলবে, তোমরা কি আমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে কিছুটা বাঁচাতে পারবে?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوْا لَوْ هَدَانَا اللهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا

---

[৬৫] সুরা সাফফাত, ৩৭ : ২২-৩৪।

أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ ﴿٢١﴾

"সবাই আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে এবং দুর্বলেরা বড়দেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম। অতএব, তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করবে কি? তারা বলবে, যদি আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথ দেখাতেন, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সৎপথ দেখাতাম। এখন তো আমাদের ধৈর্যচ্যুত হই কিংবা সবর করি—আমাদের জন্যে সবই সমান। আমাদের রেহাই নেই।"[৬৬]

সূরা মুমিনেও একই আফসোসের কথা এসেছে,

وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٥٠﴾

"যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্ক করবে, অতঃপর দুর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা এখন জাহান্নামের আগুনের কিছু অংশ থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারবে কি?

অহংকারীরা বলবে, আমরা সবাই তো জাহান্নামে আছি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ফয়সালা করে দিয়েছেন।

যারা জাহান্নামে আছে, তারা জাহান্নামের রক্ষীদেরকে বলবে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে বলো, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের আযাব লঘু করে দেন।

রক্ষীরা বলবে, তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের রাসূল

[৬৬] সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ২১

আসেননি? তারা বলবে, হ্যাঁ। রক্ষীরা বলবে, তবে তোমরাই দুআ করো। তবে কাফিরদের দুআ নিষ্ফলই হয়ে থাকে।"[৮৭]

এক সময় দুর্বল-দাম্ভিক সবাই বুঝতে পারবে, বিতর্ক করে কোনও লাভ নেই। সবার জন্যই জাহান্নামের আগুন অপেক্ষা করছে। এরপর যখন আগুনে তাদের মুখমণ্ডল পুড়িয়ে দেওয়া হবে, তখন তারা আফসোস করে বলতে থাকবে, হায় আমরা যদি আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করতাম!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ﴿٦٦﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾

"যেদিন অগ্নিতে তাদের মুখমণ্ডল ওলট পালট করা হবে; সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও রাসূলের আনুগত্য করতাম।

তারা আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম, অতঃপর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল।

হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদেরকে মহা অভিশাপ দিন।"[৮৮]

সেদিন জাহান্নামি লোকেরা দুনিয়ার আল্লাহদ্রোহী নেতা ও সর্দারদের পায়ের নিচে পিষ্ট করতে চাইবে। আল্লাহর কাছে চাইবে যেন সেসব চক্রান্তকারী নেতাদের দেখিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এসব আক্ষেপ শুধু তাদের মনের জ্বালাই বাড়াবে। কারণ কাফিরদের নেতা-অনুসারী নির্বিশেষে সবাই জাহান্নামেই থাকবে। আল্লাহ বলেন,

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ

---

[৮৭] সূরা মুমিন, ৪০ : ৪৯-৫০।

[৮৮] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৬৬-৬৮।

أَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْأَسْفَلِيْنَ

"কাফিররা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! যেসব জিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দাও, আমরা তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়।"[৬৯]

অন্যত্র এসেছে, তারা বলবে-

رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ أَضَلُّوْنَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٣﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল। অতএব, আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন। আল্লাহ বলবেন, প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ; তোমরা জানো না।'[৭০]

দেখুন! এখানে সবাইকেই আগুনের মধ্যে রাখা হয়েছে। প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি। কেউ-ই রেহাই পাবে না। জাহান্নামে জাহান্নামিদের আফসোস আর অনুশোচনা কেবল বাড়তেই থাকবে। কমার কোনও উপায় থাকবে না। সবশেষে বিতর্ক বাদ দিয়ে এই লোকগুলো সিদ্ধান্ত নিবে, এবার শয়তানের কাছে যাই। শয়তানই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে আগুনে নিয়ে এসেছে। কিন্তু শয়তান জবাব দিয়ে বলবে, তোমাদের ওপর আমার কোনও ক্ষমতা ছিল না, আমি শুধু তোমাদেরকে ডেকেছি আর তোমরা নিজেরাই সে সব কথা মেনে নিয়েছ। সুতরাং, এই আয়াত থেকে বোঝা গেল, দুর্বল ব্যক্তিরা কাউকে দোষারোপ করে রেহাই পাবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কৃতকর্মের জন্য দায়ী।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْا

[৬৯] সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ২৯।

[৭০] সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩৮।

أَنْفُسَكُم مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ
قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿٢٢﴾

"যখন সব কাজের ফায়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি।

তোমাদের ওপর তো আমার কোনও ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। অতএব তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করো না এবং নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা করো। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই।

এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতোপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহর শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয় যারা জালিম তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"[৭১]

এভাবে শুধু আফসোসে তারা আক্ষেপ করতে থাকবে। কেউ কারও কোনও উপকারে আসবে না। দুনিয়ার নেতা ও সর্দাররা তাদের অনুসারীদের কাছ থেকে সব রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এমনকি নেতারা অনুসারীদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। কারণ ঐসব অনুসারীদের কারণে নেতাদের ওপরেও শাস্তি আসবে। সবাইকেই আল্লাহর আযাব গ্রাস করে নেবে। যখন নেতারা অনুসারীদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তখন অনুসরণকারীর আফসোস করে বলবে, হায় কত ভালো হতো যদি আমরা দুনিয়াতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেতাম! তখন আমরাও এইসব নেতাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম। আজ যেভাবে তারা আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে আমরাও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যেতাম!

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾
وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا

---

[৭১] সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ২২।

“অনুসৃতরা যখন অনুসরণকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক। এবং অনুসারীরা বলবে, কতই-না ভালো হতো, যদি আমাদিগকে পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দেওয়া হতো। তাহলে আমরাও তাদের প্রতি তেমনি অসন্তুষ্ট হয়ে যেতাম, যেমন তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে আমাদের প্রতি।...”[৭২]

স্মরণ রাখুন—সেদিন তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে যেন তারা আরও বেশি করে আফসোস করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

‘...এভাবেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্যে। অথচ, তারা কখনও আগুন থেকে বের হতে পারবে না।’[৭৩]

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এসব আফসোসে পড়া থেকে হেফাজত করুন!

---

[৭২] সুরা বাকারাহ, ২ : ১৬৬-১৬৭।

[৭৩] সূরা বাকারা, ২ : ১৬৭।
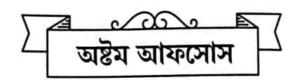
যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসারী হতাম!

কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে পুরস্কৃত করবেন এবং কাফিরদের কঠোর শাস্তি দিবেন—এই প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন। আর আল্লাহ কখনও প্রতিশ্রুতির হেরফের করেন না। কিয়ামাতের ময়দানে মুমিনদের অবস্থা দেখে কাফিররা আফসোস করতে থাকবে আর ইচ্ছা করবে, যদি তারাও মুসলমান হতো, যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসারী হতো, তাহলে কত চমৎকার হতো!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

"জালেমরা সেদিন নিজেদের হাত কামড়াতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, "হায়! যদি আমি রাসূলের অনুসারী হতাম।"[৭৪]

[৭৪] সূরা ফুরকান, ২৫ : ২৮।

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿٢﴾

"কোনও সময় কাফিররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, কি চমৎকার হতো, যদি তারা মুসলমান হতো!"[৭৫]

আবূ মূসা আশআরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যখন জাহান্নামিরা জাহান্নামে একত্র হবে এবং তাদের সাথে কিছু মুমিনও থাকবে—যাদের ব্যাপারে আল্লাহ ফায়সালা করেছেন—তখন কাফিররা মুসলমানদেরকে বলবে,

أَلَمْ تَكُوْنُوْا مُسْلِمِيْنَ

'তোমরা কি মুসলমান ছিলে না?' উত্তরে তারা বলবে, 'অবশ্যই।' তারা বলবে, 'তাহলে তোমাদের ইসলাম গ্রহণ কোনও কাজে এল না কেন! তোমরাও আমাদের সাথে জাহান্নামি হলে? মুসলিমরা বলবে,

كَانَتْ لَنَا ذُنُوْبٌ فَأُخِذْنَا بِهَا

'আমাদের কিছু অপরাধ ছিল, সে কারণেই আমাদেরকে পাকড়াও করা হয়েছে।' তাদের এই কথোপকথন আল্লাহ শুনবেন। ফলে যে সমস্ত মুমিন জাহান্নামে রয়েছে তাদেরকে সেখান থেকে বের করে আনার আদেশ করবেন। জাহান্নামি কাফিররা যখন এই দৃশ্য দেখবে, তখন তারা বলবে,

يَا لَيْتَنَا كُنَّا مُسْلِمِيْنَ فَنُخْرَجُ كَمَا خَرَجُوْا

'হায়! আমরা যদি ঈমান আনতাম, তাহলে এদের মতো আমরাও আজ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতাম!' এরপর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন,

الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِيْنٍ. رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ

"আলিফ লাম রা। এগুলো পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ কুরআনের আয়াত।

[৭৫] সূরা হিজর, ১৫ : ২।

কোনও কোনও সময় কাফিররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, কি চমৎকার হতো, যদি তারা মুসলমান হতো!”[৭৬]

প্রবৃত্তির অনুসরণ ধ্বংস ডেকে আনে

ইবনুল জাওযির সূত্রে ইমাম ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা উপরোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তুর সাথে মিল রাখে। ‘একবার এক ব্যক্তি রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে গেল। মুসলিমরা ছিল রোমানদের ভূমিতে। পথে মুসলিমরা খ্রিষ্টানদের একটি দুর্গ অতিক্রম করে যাচ্ছিল। লোকটি দুর্গের দিকে তাকিয়ে একটি সুন্দরী খ্রিষ্টান মেয়ে দেখতে পেল। মেয়েটিকে দেখে লোকটি মুগ্ধ হয়ে গেল এবং তার কাছে চিঠি পাঠালো। সে জানতে চাইল, ‘কীভাবে আমি তোমার কাছে পৌঁছাতে পারি?’ মেয়েটি জবাব দিল, ‘যদি তুমি এই এলাকা বিজয় করতে পারো তখন তুমি এই দুর্গে আসলেই আমাকে পাবে।’

কিছুদিন পর মুসলিমরা ঐ এলাকায় জয় করল। তখন লোকটি সেখানে গেল। আর ঐ মেয়ের সাথে সময় কাটাতে লাগল। এমনকি মেয়েটিকে পাবার জন্য খ্রিষ্টান হয়ে গেল!

মুসলিমরা লোকটির কথা স্মরণ করে খুবই দুঃখিত হলেন। লোকটি আগে অনেক ইবাদাত-বন্দেগি করত, কুরআন তিলাওয়াত করত। তারা বুঝতে পারছিলেন না, কীভাবে একজন ব্যক্তির এইরকম পরিণতি হতে পারে।

একবার সেই দুর্গের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা লোকটিকে ডেকে বললেন, ‘ওহে অমুক! তুমি যে এত কুরআন তিলাওয়াত করতে সেগুলোর কী হলো? তোমার সিয়ামের কী হলো? তোমার জিহাদের কি হলো? তোমার সালাতের কী হলো?’

লোকটি জবাব দিল, আমি সব ভুলে গেছি। শুধুমাত্র একটি আয়াত মনে আছে। সেটি হলো, ‘কখনও কখনও কাফিররাও আকাঙ্ক্ষা করবে যে, কি চমৎকার হতো,

---

[৭৬] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৭/৪৮; হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ২৯৫৪; বাইহাকি, আল-বা'সু ওয়ান নুশূর, ৭৯।

যদি তারা মুসলমান হতো। (হে নবি!) আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং আশায় মোহাচ্ছন্ন থাকুক। অতি শীঘ্রই তারা (এর পরিণাম) জানতে পারবে।'[৭৭]

এই আয়াত পড়ার পর লোকটি বলল, 'এখন আমি আমার ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি নিয়ে ব্যস্ত আছি!'[৭৮]

দেখুন! লোকটি এক সময় মুসলিম ছিল। মুরতাদ হয়ে যাবার পর সে কুরআনের সব আয়াত ভুলে গেছে। শুধু একটি আয়াত মনে ছিল। আসলে, আল্লাহই তাকে ঐ আয়াত ভুলতে দেননি। আর সেই কথাগুলো কিয়ামাতের দিন তার আক্ষেপের কারণ হবে। কারণ সেদিন কাফিররা আফসোস করে বলতে থাকবে, কত ভালো হতো, যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসারী হয়ে যেত!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ﴿١٦١﴾ خَالِدِيْنَ فِيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُوْنَ ﴿١٦٢﴾

"নিশ্চয় যারা কুফরি করে এবং কাফির অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে, তাদের ওপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের ও সমগ্র মানুষের লানত। এই লানতের মাঝেই তারা চিরকাল অবস্থান করবে, তাদের শাস্তি কখনও হালকা করা হবে না এবং তাদের অন্য কোনও অবকাশও দেওয়া হবে না।"[৭৯]

---

[৭৭] সূরা হিজর, ১৫ : ২-৩।

[৭৮] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১১/৬৮।

[৭৯] সূরা বাকারা, ২ : ১৬১-১৬২।

নবম আফসোস
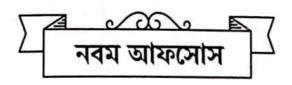
যদি আমরা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগাতাম!

কিয়ামাতের ময়দানে একদল মানুষ আফসোস করে বলতে থাকবে, হায়! যদি আমরা হিদায়াতের কথা শুনতাম ও মানতাম! যদি নিজেদের বিবেককে কাজে লাগাতাম, তাহলে তো এই আগুনে জ্বলতে হতো না!

পাঠক! দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষকেই স্বভাবগত ধর্ম বা ফিতরাত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এই ফিতরাতের কারণে মানুষ ভালো-মন্দ বুঝতে পারে। সত্য-মিথ্যা চিনতে পারে। তবুও আল্লাহ তাআলা শুধু ফিতরাতের ওপরেই সবকিছু ছেড়ে দেননি। অতিরিক্ত রহমত হিসেবে নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন ও আসমান থেকে কিতাব নাযিল করেছেন। এর পরেও যারা এসব হিদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল কিয়ামাতের ময়দানে তাদের আফসোসের কোনও শেষ থাকবে না। সেই দৃশ্য বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন,

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾

"তারা আরো বলবে, 'আহা! আমরা যদি শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতাম, তাহলে আজ এ জ্বলন্ত আগুনে সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হতাম না।' এভাবে তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে। এ দোযখবাসীদের ওপর আল্লাহর লানত।"[৮০]

দুনিয়ার লালসায় আখিরাত খোয়া যায়

আজকাল মানুষ হিদায়াতের কথা শুনতে চায় না। আল্লাহর পথে ডাকলে অনেকে জবাব দেয়, এসব শোনার সময় নেই! এখন অনেক ব্যস্ত আছি! রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সাফা পাহাড়ের ওপর উঠে মক্কাবাসীদেরকে ডাকলেন, তখন আবূ লাহাবও এই জবাব দিয়েছিল। নবিজি তাদেরকে ডেকেছিলেন সকালবেলা। তখন তারা ছিল কর্মব্যস্ত। তাই আবূ লাহাব রেগে গিয়ে বলেছিল, তুমি কি এসব কথা বলার জন্য আমাদেরকে ডেকেছ?

আজকাল যারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ উপার্জনের পেছনে ব্যস্ত থাকে আর আখিরাতের কথা শুনতে চায় না, তারাও মূলত আবূ লাহাবের অনুসারী। কিন্তু আফসোস এই ধন-সম্পদ কিয়ামাতের ময়দানে কোনও কাজেই আসবে না, যেভাবে আবূ লাহাবের ধন-সম্পদ কোনও কাজে আসেনি। যদি আল্লাহর পথে খরচ করা হয় তবে এই ধন-সম্পদই আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তাই সময় থাকতে নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানোর প্রয়োজন ও হিদায়াতের পথে চলা প্রয়োজন। যেন বিচারের ময়দানে আফসোস করে বলতে না হয়, হায় আমরা যদি শুনতাম ও নিজেদের বিবেক বুদ্ধি কাজে লাগাতাম!

এই দুনিয়াতে মানুষের জীবনের বাঁকে বাঁকে কত কিছু আসে যায়। টাকা-পয়সা, সোনা-রুপা, জায়গা-জমি এবং এরকম আরও কত শত সুযোগ-সুবিধা—এগুলো একবার আসে আরেকবার চলে যায়। তাই একবার কাজে না লাগালে অন্যবার কাজে লাগানো যায়। দ্বিতীয়বার ব্যবহার না করলে তৃতীয়বার ব্যবহার করা যায়। কিন্তু জীবনের সময় ও মুহূর্তগুলো একবারই আসে। বারবার আসে না। তাই একবার সময়কে কাজে না লাগালে দ্বিতীয়বার আর তা কাজে লাগানো যায় না। শিশু যেমন

[৮০] সূরা মুলক, ১০ : ১১।

যৌবনে পদার্পণ করার পর আর শিশুকালে ফিরে আসতে পারে না, তেমনি মানুষ যে সময় ব্যয় করে ফেলে তা আর কোনও দিন তার জীবনে ফিরে পায় না। কিয়ামাতের দিন তারা খুব আফসোস করবে যারা তাদের জীবনের সময়গুলোকে শুধু আনন্দ-ফুর্তি আর মৌজ-মাস্তিতে অতিবাহিত করেছে, মনে করেছে এই পৃথিবীই শেষ ঠিকানা, এরপরে আর কোনও জীবন নেই। আল্লাহ তাআলা তাদের অবস্থা সম্পর্কে বলেন,

> وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ﴿١١﴾ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿١٢﴾ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿١٣﴾ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴿١٤﴾ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿١٥﴾
>
> "এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেওয়া হবে, সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে এবং সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিল। সে মনে করত, সে কখনও ফিরে যাবে না। কেন যাবে না, তার পালনকর্তা তো তাকে দেখতেন।"[৮১]

সেদিন প্রত্যেকের সামনে জাহান্নামকে নিয়ে আসা হবে। তখন সীমালংঘনকারী লোকেরা বুঝতে পারবে আজ জাহান্নামই হবে তাদের ঠিকানা। কারণ তারা দুনিয়ার জীবনকে বেশি ভালো মনে করে বেছে নিয়েছিল।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾
>
> "এই লোকেরাই আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন কিনে নিয়েছে। কাজেই তাদের শাস্তি কমানো হবে না এবং তারা কোনও সাহায্যও পাবে না।"[৮২]

কাফিররা মনে করে মৃত্যুর পর কোনও পুনরুত্থান নেই। তারা আখিরাতে বিশ্বাস

---

[৮১] সূরা ইনশিকাক, ৮৪ : ১০-১৫।

[৮২] সূরা বাকারা, ২ : ৮৬।

করে না। কিন্তু এটা শুধু তাদের অনুমান। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَالُوْا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٢٤﴾

"তারা বলে, জীবন বলতে তো কেবল আমাদের দুনিয়ার এই জীবনই। আমাদের জীবন ও মৃত্যু এখানেই এবং কালের বিবর্তন ছাড়া আর কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে তাদের কোনও জ্ঞান নেই। তারা শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে এসব কথা বলে।"[৮৩]

আখিরাতকে ভুলে গিয়ে যারা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চায় তাদের গন্তব্য হলো জাহান্নাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُوْنَ ﴿٧﴾ أُولَـٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨﴾

"অবশ্যই যেসব লোক আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই পরিতৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত আর যারা আমার নিদর্শনসমূহ থেকে বেখবর, তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম, সেসবের বদলা হিসেবে যা তারা অর্জন করেছিল।"[৮৪]

---

[৮৩] সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ২৪-২৭।

[৮৪] সূরা ইউনুস, ১০ : ৭-৮।
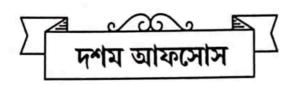
যদি আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকতাম!

মুআয ইবনু জাবাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ عزَّ وجلَّ فِيْهَا

> "জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর দুনিয়ার কোনও জিনিসের জন্য আফসোস করবে না। তবে শুধু ঐ সময়টুকুর জন্য আফসোস করবে যা আল্লাহ তাআলার যিকর ব্যতীত অতিবাহিত হয়েছে।"[৮৫]

আল্লাহ তাআলার স্মরণ ব্যতীত যারা দুনিয়ার জীবন কাটাবে তাদের জন্য তা আফসোসের কারণ হবে। যাদের অন্তর কঠোর, আল্লাহকে স্মরণ করে না কুরআনে তাদের ব্যাপারে ধ্বংসের কথা বলে হয়েছে। আল্লাহর যিকর হলো আলো আর আল্লাহকে ভুলে থাকা হলো অন্ধকার। আল্লাহর যিকরের মধ্যেই পূর্ণ কল্যাণ আর আল্লাহকে ভুলে থাকার মধ্যেই সমস্ত রকমের অকল্যাণ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

[৮৫] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৫১২; তাবারানি, ১৮২; সুয়ূতি, আল-জামিউস সগীর, ৭৬৮২, হাসান।

أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ أُولَـٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾

"আল্লাহ তাআলা যে ব্যক্তির বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন অতঃপর সে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত আলোর মাঝে রয়েছে। (সে কি তার সমান, যে এরূপ নয়?) যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণের ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্যে ধ্বংস। তারা সুস্পষ্ট গোমরাহির মধ্যে ডুবে আছে।"[৮৬]

শয়তান যখন মানুষের সঙ্গী

প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন শয়তান থাকে। আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হলে এই শয়তান আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَـٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾

"যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দিই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী।[৮৭]

শয়তানের কুসঙ্গ থেকে বাঁচার জন্য নেক ব্যক্তির সাহচর্য গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

[৮৬] সূরা যুমার, ৩৯ : ২২।

[৮৭] সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৩৬।

"আর আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা নিজেদের রবের সন্তুষ্টির সন্ধানে সকাল-সাঁঝে তাঁকে ডাকে এবং কখনও তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরাবে না। তুমি কি পার্থিব সৌন্দর্য পছন্দ করো? এমন কোনও লোকের আনুগত্য করো না যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফিল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ কখনও উগ্র, কখনও উদাসীন।"[৮৮]

[৮৮] সূরা কাহ্ফ, ১৮ : ২৮।

একাদশ আফসোস

যদি আমলনামা না দেওয়া হতো!

কিয়ামাতের দিন প্রতিটি ব্যক্তিই তার দুনিয়ার জীবনে করা সমস্ত কাজকর্ম দেখতে পাবে। ভালো-মন্দ, ছোট-বড়, প্রকাশ্য-গোপন সবকিছুই আল্লাহ তাআলা লিখে রেখেছেন। যারা মন্দ কাজ করবে তারা সেদিন আফসোস করতে থাকবে হায়! সবকিছুই যে লিপিবদ্ধ দেখছি, আজ আমার ধ্বংস অনিবার্য। এজন্য যার আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে সে আফসোস করে বলবে, 'হায়, যদি আমার আমলনামা নাই দেওয়া হতো। আমি যদি নাই জানতাম আমার হিসাব! হায়, মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো।[৮৯]
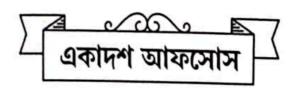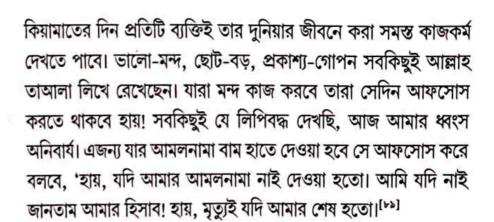
আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَـٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٩٤﴾

"আর সেদিন আমলনামা সামনে রেখে দেওয়া হবে। সে সময় আপনি

[৮৯] সূরা আল-হাক্কা, ৬৯ : ২৫-২৭।

দেখবেন, অপরাধীরা নিজেদের জীবন খাতায় যা লেখা আছে সেজন্য ভীত হচ্ছে এবং তারা বলছে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, এটা কেমন খাতা, আমাদের ছোট-বড় এমন কোনও কিছুই এখানে লেখা থেকে বাদ দেয়নি। তারা তাদের কৃতকর্মকে নিজের সামনে উপস্থিত পাবে এবং আপনার রব কারোর প্রতি জুলুম করবেন না।"[৯০]

ভালো-মন্দ সবকিছুই লিপিবদ্ধ হচ্ছে!

সেদিন মানুষ দেখবে আমলনামায় ছোট-বড় কোনও কিছুর বর্ণনাই বাদ নেই! মন্দ কাজগুলোর বিবরণ দেখে সে আফসোস করতে থাকবে। তখন আক্ষেপ করতে থাকবে, হায় যদি কিয়ামাত না হতো, যদি এসব মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকতে পারত! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيْدًا

"যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃত ভালো কাজগুলি (সামনে) উপস্থিত পাবে এবং তার কৃত মন্দ কাজগুলোও—সেদিন সে কামনা করবে, 'হায়! যদি তার ও ঐসব মন্দ কাজের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান থাকত!"[৯১]

মানুষ তার কর্মের উপযুক্ত ফল পাবেই। দুনিয়া ফলাফল লাভের জায়গা নয়। দুনিয়া হলো কাজের জায়গা। এটি আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। এখানে যে যা চিহ্ন রেখে যাবে—কাল কিয়ামাতে সেটারই স্থায়ী বদলা পাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

১.

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِيْ إِمَامٍ مُّبِيْنٍ

"আমি অবশ্যই একদিন মৃতদেরকে জীবিত করব, যা কিছু কাজ তারা

[৯০] সূরা কাহফ, ১৮ : ৪৯।

[৯১] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৩০।

করেছে তা সবই আমি লিখে চলছি এবং যা কিছু চিহ্ন তারা পেছনে রেখে যাচ্ছে তাও আমি স্থায়ী করে রাখছি। প্রত্যেকটি জিনিস আমি একটি খোলা কিতাবে লিখে রাখছি।"[৯২]

২.

يُنَبَّؤُا الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿١٣﴾ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾

"সেদিন মানুষকে তার আগের ও পরের কৃতকর্মসমূহ জানিয়ে দেওয়া হবে। বরং মানুষ নিজে নিজেকে খুব ভালো করে জানে।"[৯৩]

৩.

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿٥﴾

"তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কী অগ্রে (আখিরাতে) প্রেরণ করেছে আর কী পশ্চাতে (দুনিয়াতে) ছেড়ে এসেছে।"[৯৪]

[৯২] সূরা ইয়া সীন, ৩৬ : ১২।

[৯৩] সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ১৩-১৪।

[৯৪] সূরা ইনফিতার, ৮২ : ৫।

দ্বাদশ আফসোস

মনগড়া আমলের জন্য আফসোস!

আল্লাহ তাআলা যুগে-যুগে নবি-রাসূল প্রেরণ করে তাঁদের মাধ্যমে মানবজাতিকে তাঁর পরিচয় জানিয়েছেন, দ্বীন, ইবাদাত ও অন্যান্য বিষয়াদি শিখিয়েছেন। সর্বশেষ নবি ও রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে। এরপর আর কোনও নবি-রাসূল আসবেন না। আল্লাহ তাআলা ইসলামকেই কিয়ামাত পর্যন্ত সকল মানুষের দ্বীন হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করেছেন এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত হুকুম-আহকাম বর্ণনা করে দিয়েছেন। দ্বীন এখন পরিপূর্ণ। এতে না কোনও কিছু সংযোজন করার অবকাশ আছে আর না কোনও বিয়োজন। আল্লাহ তাআলা সে অধিকার কাউকে দেননি। এরপরেও যে দ্বীনের মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে নতুন কিছু চালু করবে এবং বিদআত ছড়িয়ে দিবে—তার জন্য রয়েছে ধ্বংস আর বরবাদি। কিয়ামাতের দিন তার এই অপরাধের সাজা দেখে সে যারপর নাই আফসোস করতে থাকবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هَـٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوْا بِهِ
ثَمَنًا قَلِيْلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٧﴾

"অতএব তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ রচনা করে, তারপর লোকদের বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। যাতে তারা এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের জন্যে আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে।"[১৫]

বিদআতিকে হাউজে কাওসার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে

আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত এক দীর্ঘ বর্ণনায় এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, হাউজে কাওসারের মধ্যে অশেষ কল্যাণ রয়েছে, আমার উম্মতের লোকেরা কিয়ামাতের দিন এ হাউজের পানি পান করতে আসবে। এ হাউজে রয়েছে তারকার মতো অসংখ্য পানপাত্র (গ্লাস)।

এক ব্যক্তিকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আমি তখন বলব, 'প্রভু! সে আমার উম্মতেরই লোক।' আমাকে তখন বলা হবে, 'তুমি জানো না, তোমার মৃত্যুর পর এরা কী অভিনব কাজ (বিদ'আত) করেছে।"[১৬]

---

[১৫] সূরা বাকারা, ২ : ৭৯।

[১৬] মুসলিম, ৪০০; নাসাঈ, ৯০৩।

যদি শয়তানের পথে না চলতাম!

কিয়ামাতের দিন মানুষ আরেকটি বিষয়ে আফসোস করবে, হায়! যদি শয়তানের পথে না চলতাম! যদি শয়তান পদাংক অনুসরণ না করতাম! যদি আমার মাঝে ও শয়তানের মাঝে থাকত পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব। শয়তানই আমাকে জাহান্নামে পাঠিয়েছে। মানুষের মাঝে আল্লাহ তাআলা দুই ধরনের গুণাবলি দিয়ে প্রেরণ করেছেন—ভালো এবং মন্দ। শয়তান মন্দে জড়িয়ে পড়ার প্ররোচনা দিতে থাকে, মানুষের সামনে তা জাঁকজমক ও সুশোভিত করে উপস্থাপন করে। যে তার ডাকে সাড়া দিয়ে মন্দে লিপ্ত হয় তার জন্য রয়েছে ধ্বংস ও অপূরণীয় আফসোস।
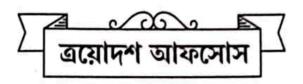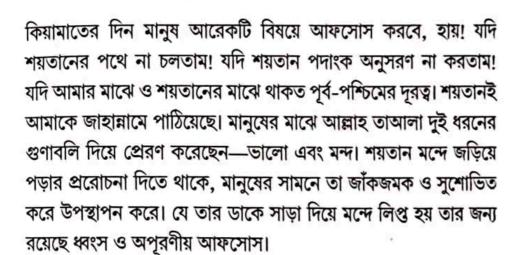
আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٧٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ﴿٨٣﴾

"শয়তানরাই মানুষকে সৎপথে বাধা দান করে, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে। অবশেষে যখন সে আমার কাছে আসবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, 'হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব থাকত! কত হীন সঙ্গী সে।"[১৭]

---

[১৭] সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৩৬।

যারা শয়তানের পথে চলে তাদের অন্তর থেকে আল্লাহর স্মরণ মুছে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُولَـٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ﴿١٩﴾

"শয়তান তাদের ওপর চেপে বসেছে এবং তাদের অন্তর থেকে আল্লাহর স্মরণ মুছে দিয়েছে। তারা শয়তানের দলভুক্ত লোক। সাবধান! শয়তানের দলভুক্ত লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"[৯৮]

ঈমানহারা করতে শয়তান ওত পেতে আছে

শয়তানের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে ঈমান হারা করে জাহান্নামি করা। এটা ছিল আল্লাহর সাথে ইবলীসের চ্যালেঞ্জ। জান্নাত থেকে বিতাড়িত হবার সময় সে বলেছিল, '...যদি আপনি আমাকে কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত সময় দেন, তবে আমি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার (আদমের) বংশধরদেরকে সমূলে নষ্ট করে দেবো।'[৯৯]

শয়তান মানুষকে মিথ্যা ওয়াদা দিয়ে বিপদে ফেলে। আর যখন আল্লাহর শাস্তি আসতে দেখে, তখন নিজেই পলায়ন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّنْكَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ﴿١٦﴾

"এদের উদাহরণ হলো শয়তান। সে প্রথমে মানুষকে বলে, কুফরি করো। যখন মানুষ কুফরি করে বসে তখন সে বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি তো আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে ভয় পাই।"[১০০]

---

[৯৮] সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ : ১৯।

[৯৯] সূরা ইসরা, ১৭ : ৬২।

[১০০] সূরা হাশর, ৫৯ : ১৬।

আফসোস থেকে মুক্তির উপায়

প্রিয় পাঠক! আসুন এবার আমরা বইয়ের দ্বিতীয় অংশে প্রবেশ করি। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন আফসোসের বর্ণনা ও কারণ উল্লেখ করেছি। এবার দেখা যাক, সেইসব আফসোস থেকে আমরা কীভাবে বাঁচতে পারি।
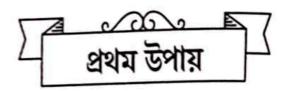
দুনিয়ার বাস্তবতা নিয়ে ভাবুন!

প্রথম পয়েন্টে আমরা বলেছিলাম, মৃত্যুর পর মানুষ আফসোস করবে যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে আসতে পারতাম! দুনিয়ার বাস্তবতা না বোঝার কারণেই মানুষ দুনিয়া নিয়ে পড়ে থাকে। আমরা দুনিয়া ছাড়তে চাই না কিন্তু দুনিয়াই আমাদেরকে ছেড়ে যায়। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আমাদের সময় শেষ হয়ে আসছে। এরপরেও আমাদের কোনও হুশ নেই। দিনরাত কিসের নেশায় আমরা সবাই ছুটে মরছি! এজন্য একটু থেমে বিরতি নেওয়া প্রয়োজন। দুনিয়ার বাস্তবতা বুঝে আসে, এমন সব বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন।

প্রিয় পাঠক! দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ছায়ার মতো। যদি আপনি তাকে ধরতে চান, তাহলে কখনোই ধরতে পারবেন না। কিন্তু যদি ছেড়ে দেন, তখন দুনিয়া নিজেই আপনার পেছনে লেগে থাকবে।

ওপরে বর্ণিত প্রথম আফসোস—যদি আবার দুনিয়ার জীবনে ফিরে যেতে পারতাম!— থেকে বাঁচতে চাইলে আমাদেরকে ইসলামের মৌলিক তিনটি বিষয়েই সুস্পষ্ট বিশ্বাস রাখতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। সেই তিনটি বিষয় হলো তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত।

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত

প্রথম বিষয়—আল্লাহ তাআলার তাওহীদ বা একত্ববাদে একনিষ্ঠ হওয়া

আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযকদাতা। আসমান-জমিনের সবকিছু তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর কোনও শরীক নেই। তিনি একক, অদ্বিতীয়। আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত এবং সর্বপ্রকার উত্তমগুণাবলিতে গুণান্বিত—এই বিশ্বাস রাখা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

"বলো, তিনি আল্লাহ, একক। আল্লাহ কারোর ওপর নির্ভরশীল নন এবং সবাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল। তাঁর কোনও সন্তান নেই এবং তিনি কারোর সন্তান নন। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"[১০১]

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

"বিশ্ব-জাহানের কোনও কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব কিছু শোনেন ও সব কিছু দেখেন।"[১০২]

আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনা এসেছে সূরা বাকারার ২৫৫ নম্বর আয়াতে। এ আয়াতটিই হলো আয়াতুল কুরসি। এখানে আল্লাহ তাআলার অনেকগুলো সুমহান বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

---

[১০১] সূরা ইখলাস, ১১২ : ১-৪।

[১০২] সূরা শূরা, ৪২ : ১১।

"আল্লাহ এমন এক চিরঞ্জীব ও চিরন্তন সত্তা যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের দায়িত্বভার বহন করছেন, তিনি ছাড়া আর কোনও ইলাহ নেই। তিনি ঘুমান না এবং তন্দ্রাও তাঁকে স্পর্শ করে না। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? যা কিছু মানুষের সামনে আছে তা তিনি জানেন এবং যা কিছু তাদের অগোচরে আছে সে সম্পর্কেও তিনি অবগত। তিনি নিজে যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে দিতে চান সেটুকু ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না। তাঁর কর্তৃত্ব আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপী। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত করে না। মূলত তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান সত্তা।"[১০৩]

আল্লাহ তাআলার একত্ববাদকে সহজে বোঝার জন্য **আলিমরা একে তিনভাগে ভাগ করেন।** এগুলো হলো,

এক. তাওহীদ ফির রুবুবিয়্যাহ,

দুই. তাওহীদ ফিল উলুহিয়্যাহ,

তিন. তাওহীদ ফিল আসমা ওয়াস সিফাত।

সহজ কথায়, এই তিনপ্রকার হলো যথাক্রমে—

১) রব হিসেব একমাত্র আল্লাহকে মানা,

২) ইবাদাতের ক্ষেত্রেও একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা এবং

৩) আল্লাহ তাআলা যেসব সুমহান গুণবাচক নাম ও বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলোর ব্যাপারেও সঠিক ঈমান রাখা।

তাওহীদের কোনও একটি ক্ষেত্রে আংশিক বিশ্বাস রাখলে ঈমান শুদ্ধ হবে না। মক্কার কাফিররাও আল্লাহকে মানত কিন্তু আবার মূর্তিপূজাও করত। একদিকে তারা নিজেদের ছেলেমেয়ের নাম রাখত আবদুল্লাহ, আবার আরেকদিকে লাত-উযযা-মানাত এসব মূর্তির কাছে সাহায্য চাইত। যেসব ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর জন্য একক, সেগুলো অন্য কারও প্রতি আরোপ করা বা কারও মধ্যে তেমন ক্ষমতা

[১০৩] সূরা বাকারা, ২ : ২৫৫।

আছে বলে বিশ্বাস করা শিরক। এমন হলে ঈমান ভেঙে যাবে। আজকাল অনেকে আল্লাহকে রব মানলেও শুধু ইবাদাত-বন্দেগির মধ্যে আল্লাহর রুবুবিয়্যাত সীমাবদ্ধ করে ফেলতে চায়। দুনিয়াবি বিষয়াদি পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মানতে চায় না। অফিস-আদালত-ব্যবসা-বাণিজ্যে মানুষের বানানো নিয়ম দিয়ে চলে। সেখানে আল্লাহর বিধান থাকলে সেগুলো বাতিল করে দেয়। এগুলো তাওহীদের পরিপন্থী কাজ।

আল্লাহ বলেন, أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ — "জেনে রেখ, সৃষ্টি যার বিধান চলবে একমাত্র তাঁর!"[১০৪]

দুনিয়াতে আল্লাহর বিরোধিতা করেও রাষ্ট্রক্ষমতার মালিক হওয়া যায়। ফিরআউন, নমরুদ, হামান, কারূন এরাও ক্ষমতা ও বিত্তবৈভব পেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর বিরোধিতা করার কারণে তারা অভিশপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়েছে। তাই আল্লাহই সর্বময় ক্ষমতার মালিক, তিনিই সার্বভৌমত্বের মালিক। এই বিষয়ে ঈমান রাখতে হবে। জনগণ কখনও সার্বভৌমত্ব ক্ষমতার মালিক হতে পারে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

> الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا ﴿٢﴾ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيَاةً وَّلَا نُشُوْرًا ﴿٣﴾
>
> 'তিনি হলেন (আল্লাহ) যাঁর রয়েছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। রাজত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে শোধিত করেছেন পরিমিতভাবে। তারা তাঁর পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না এবং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং নিজেদের ভালোও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনের ও তারা মালিক নয়।'[১০৫]

---

[১০৪] সূরা আরাফ, ৭ : ৫৪।

[১০৫] সূরা ফুরকান, ২৫ : ২-৩।

বিভিন্ন হাদীসে তাওহীদের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। কারণ তাওহীদ হলো সবকিছুর মূল বিষয়। মাথা না থাকলে যেমন দেহের কোনও মূল্য নেই, তেমনিভাবে তাওহীদ বিশুদ্ধ না হলে আমল করেও কোনও ফায়দা নেই।

এক.

ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

'পাঁচটি বিষয়ের ওপর ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত—

১. এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ তার বান্দা ও রাসূল।

২. সালাত কায়িম করা।

৩. যাকাত প্রদান করা।

৪. বাইতুল্লাহর হাজ্জ করা।

৫. এবং রমাদানের সিয়াম পালন করা।'[১০৬]

দুই.

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصًا مِّنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যে ব্যক্তি অন্তর থেকে একনিষ্ঠতার সাথে সাক্ষ্য দেবে যে, 'আল্লাহ ব্যতীত কোনও ইলাহ নেই' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১০৭]

---

[১০৬] বুখারি, ৭; মুসলিম, ১৬।

[১০৭] ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ, ২০০।

তিন.

রবীআ ইবনু ইবাদ দীলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ: قُوْلُوْا: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، تُفْلِحُوْا

"হে লোকসকল! তোমরা বলো, 'আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ নেই।' তা হলে সফলকাম হয়ে যাবে।"[১০৮]

চার.

মুআয ইবনু জাবাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

يَا مُعَاذُ أَتَدْرِيْ مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ

"হে মুআয! তুমি কি জানো, বান্দার ওপর আল্লাহর কী হক?

তিনি বললেন, اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

أَنْ يُعْبَدَ اللهُ وَلَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ

তা হলো— আল্লাহর ইবাদাত করা এবং তাঁর সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক না করা।

আবার জিজ্ঞাসা করলেন,

أَتَدْرِيْ مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ "

'তুমি কি জানো, তা যথাযথভাবে আদায় করলে আল্লাহর নিকট কী বান্দার হক?'

[১০৮] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬০২৩; দারাকুতনি, আস-সুনান, ২৯১৬, সহীহ।

মুআয (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন,

اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন।'

তিনি বললেন,

أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ

"তাদের তিনি শাস্তি দিবেন না।"[১০৯]

দ্বিতীয় বিষয়—রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাতের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখা

তারপরে আমাদের ওপর অবশ্য করণীয় হলো, ঈমান বির রিসালাহ অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনীত বিষয়সমূহের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখা। রাসূলে আকরাম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে জীবনযাপন পদ্ধতি আমাদেরকে দিয়েছেন, এখানে কোনও রকম কথা বলা, এর মধ্যে কিছু ঢুকানো, কিংবা এর মধ্যে কিছু সংযোজন-বিয়োজন করার ক্ষমতা দুনিয়ার কারও নেই। এই বিধানই যে সর্বোৎকৃষ্ট—তা আমাকে আপনাকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেয়ে অন্য কারও আদর্শ পরিপূর্ণ কিংবা অন্য কারও বিধান তাঁর (ওপর নাযিলকৃত) বিধান থেকে উত্তম, তাহলে সে ঐ ব্যক্তির মতোই কুফরি করল—যে কি না তাগূতের বিধানকে আল্লাহর বিধান থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে।'[১১০]

এই সম্পর্কে নিম্নে কিছু আয়াত তুলে ধরা হলো—

এক.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٧٠١﴾ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ

---

[১০৯] বুখারি, ৭৩৭৩; মুসলিম, ৩০।

[১১০] শাইখ আবদিল আযীয তারীফি, আল-ই'লাম বি তাওদীহি নাওয়াকিদিল ঈমান, ৩৯।

فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٠٨﴾

"হে মুহাম্মাদ! আমি যে আপনাকে পাঠিয়েছি, এটা আসলে দুনিয়াবাসীদের জন্য আমার রহমত। এদেরকে বলুন, "আমার কাছে যে ওহি আসে তা হচ্ছে এই যে, কেবলমাত্র এক ইলাহই তোমাদের ইলাহ, তারপর কি তোমরা আনুগত্যের শির নত করছো?"[১১১]

দুই.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿٤٦﴾

"হে নবি! আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী বানিয়ে, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে।" [১১২]

তিন.

لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيَاتِ اللهِ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ

"জমিন ও আসমানের ভাণ্ডারের চাবিসমূহ তাঁরই কাছে। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরি করে তারাই ক্ষতির সম্মুখীন হবে।"[১১৩]

চার.

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

'যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন অনুসন্ধান করে, তার থেকে তা কিছুতেই গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'।[১১৪]

---

[১১১] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ১০৭।

[১১২] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪৫-৪৬।

[১১৩] সূরা যুমার, ৩৯ : ৬৩।

[১১৪] সূরা আ-লে ইমরান, ৩ : ৮৫।

দ্বীন শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এটি শুধুমাত্র ধর্ম নয় বরং মতাদর্শ, জীবনবিধান ইত্যাদি অর্থেও সমানভাবে প্রযোজ্য। 'সুতরাং যে ব্যক্তি অন্যান্য মতাদর্শের কোনও বিষয়কে—চাই সেটা (বিকৃত) আসমানি মতবাদ হোক, যেমন: ইয়াহূদি ও খৃষ্টবাদ কিংবা মানব-রচিত কোনও সংবিধান—মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শারীআতের চেয়ে মানুষের জন্য অধিক উপকারী, জীবনকে স্বাভাবিক রাখার জন্য অধিক উপযুক্ত কিংবা জীবন ও জীবিকার জন্য অধিক নিরাপদ মনে করে, তাহলে সে কাফির! মুসলিমদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে সে মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিষ্কৃত, যদিও সে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে।'[১১৫]

এই বিষয়ে হাদীসেও সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা এসেছে—

এক.

আবূ মূসা আশআরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِيْ أَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ، وَّلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِيْ أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

'সে সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! ইয়াহূদি হোক বা খ্রিষ্টান হোক, এই উম্মাতের যে ব্যক্তিই আমার রিসালাতের খবর শুনবে অতঃপর আমার রিসালাতের ওপর ঈমান না এনেই মৃত্যুবরণ করবে, অবশ্যই সে জাহান্নামি হবে।'[১১৬]

দুই.

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সল্লাল্লাহু আল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهِ

---

[১১৫] শাইখ আবদিল আযীয তারীফি, আল-ই'লাম বি তাওদীহি নাওয়াকিদিল ঈমান, ৭৫।

[১১৬] মুসলিম, ১৫৩।

"তোমাদের মধ্যে কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না আমি যা এনেছি তার প্রতি তার ইচ্ছা-আকাঙ্খা অনুগত হয়ে যায়।"[১১৭]

তিন.

আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু)) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى

'আমার সকল উম্মাতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু অস্বীকারকারী ব্যতীত।'

সাহাবিগণ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ অস্বীকারকারী কে?'

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبَى

'যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই অস্বীকারকারী।'[১১৮]

চার.

আল্লাহ তাআলার কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ অনুসরণের মাঝেই আছে মুক্তি। মালিক ইবনু আনাস (রহিমাহুল্লাহ) হতে মুরসালরূপে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ

"আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ তোমরা সে দু'টি জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না-

[১১৭] নববি, আল-আরবাঈন, ৪১, হাসান।

[১১৮] বুখারি, ৭২৮০।

আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।”[১১৯]

তৃতীয় বিষয়—আখিরাতের প্রতি ঈমান আনা এবং সে অনুযায়ী আমল করা

আখিরাতের প্রতি আমাদেরকে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে আমাদের যা জানিয়েছেন তাতে পরিপূর্ণরূপে ঈমান আনতে হবে। তাহলে পরকালে গিয়ে আর কোনও আফসোস করতে হবে না। দুনিয়ার মানুষ যদি আখিরাতে একটা জিন্দেগি আছে বলে বিশ্বাস করত—যেখানে সব মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াতে হবে, নিজের প্রতিটি কাজের হিসাব দিবে হবে—তাহলে তারা পাপাচারে-অনাচারে-অবাধ্যতায় লিপ্ত হতো না। নেক আমলে উদ্যমী হতো, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলত। কারণ কিয়ামাতের দিন নেক আমল না করার কারণে আফসোস করতে হবে। (পূর্বে আমরা জেনে এসেছি।) অথচ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়ার জীবনেই নেক আমল ও সৎকর্ম করার আদেশ দিয়েছেন। এবং অন্যায় ও অসৎকর্ম করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। সৎকর্মশীলদের জন্য পুরস্কারের আর অসৎকর্মশীলদের জন্য শাস্তির আগাম ঘোষণা দিয়েছেন। এই মর্মে কুরআনের অনেক আয়াত হতে তিনটি এখানে উল্লেখ করছি:

এক.

وَأَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ﴿١٠﴾

“এবং যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি।”[১২০]

---

[১১৯] মালিক, আল-মুওয়াত্তা, ১৫৯৪, হাসান; তিবরিযি, মিশকাত, ১৮৬।

[১২০] সূরা ইসরা ১৭ : ১০।

দুই.

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ﴿٧٤﴾

"আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারা সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।"[১২১]

তিন.

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

'এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো কিছুই নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানত।'[১২২]

পাঠক! এবার একটি ভিন্ন প্রসঙ্গের আলাপ তুলে এই অনুচ্ছেদের সমাপ্তি টানতে যাচ্ছি। আজকাল অনেক মানুষকেই বলতে শোনা যায়, মৃত্যুর পরে যে জীবন আছে—এর কি কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে?

কিন্তু এই প্রশ্নটিই ত্রুটিপূর্ণ। বিজ্ঞানের চোখে পরকালকে মাপতে হবে কেন? বিজ্ঞানের কাছে সকল প্রশ্নের জবাব আছে? না, নেই। বিজ্ঞান নিজেও সবকিছু পরিমাপ বা প্রমাণ করতে সক্ষম নয়। কারণ অন্যান্য 'পরীক্ষানির্ভর' বা 'এক্সপেরিমেন্টাল' শাস্ত্রের মতো বিজ্ঞানেরও অনেক সীমাবদ্ধতা ও নিজস্ব মানদণ্ড আছে। বিজ্ঞান সেই সীমাবদ্ধতা ও মানদণ্ডের বাইরে যেতে পারে না। মৃত্যুর পরের জীবন এমনই একটি বিষয় যা 'ইলমুল গায়েব' এর অন্তর্ভুক্ত। এটি যাচাই করা বিজ্ঞানের ক্ষমতা বহির্ভূত। কারণ বিজ্ঞান কাজ করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্য নিয়ে। যে কোনও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারের পেছনে এক্সপেরিমেন্ট বা পরীক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। আর এই পরীক্ষাগুলো করা হয় বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে, মানুষের অনুভূতিশক্তি কাজে লাগিয়ে। সহজ কথায় আমরা যে বিষয়গুলো অনুভব করতে পারি না, সেগুলো বিজ্ঞানের আওতায় এনে পরীক্ষণ বা অনুসন্ধান করা সম্ভব নয়। আর বিজ্ঞানের এই

[১২১] সূরা মুমিনূন, ২৩ : ৭৪।

[১২২] সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৬৪।

মানদণ্ডটি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে। অপরদিকে মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের ধারণার সাথে মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকেই পরিচিত।

প্রত্যেক নবি মানুষকে আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনার দিকে আহ্বান করেছেন। আখিরাতে বিশ্বাস এমন একটি বিষয় যা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বোঝা যাবে না। কিন্তু হৃদয়, মন, চিন্তাশক্তি ও বিবেককে কাজে লাগিয়ে বোঝা সম্ভব। আল্লাহ তাআলা মানুষকে শুধুমাত্র যন্ত্রের মতো বিভিন্ন অনুভূতি—স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ, দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি দিয়েই ছেড়ে দেননি, সেগুলো থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও দিয়েছেন! অর্থাৎ ইন্দ্রিয় অনুভূতির পাশাপাশি মানুষকে আরও উচ্চতর শক্তি দিয়েছেন। সেগুলো হলো চিন্তাভাবনার ক্ষমতা, সৌন্দর্যবোধ, নৈতিক সচেতনতা, বিবেক ইত্যাদি। আর এই বোধশক্তিই মানুষকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আখিরাতের প্রতি ঈমান আনতে উৎসাহিত করে।

এজন্যই আমরা দেখতে পাই, যেসব কাফিররা আখিরাতকে অস্বীকার করে তাদের অস্বীকারের পেছনে কোনও যৌক্তিক ভিত্তি নেই। শুধুমাত্র অনুমানের ওপর ধারণা করে তারা এসব কথা বলে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

> "তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ; আমরা (এখানেই) মরি ও বাঁচি, সময়ই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোনও জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে।
>
> তাদের কাছে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন এ কথা বলা ছাড়া তাদের কোনও যুক্তিই থাকে না যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে আসো।"[১২৩]

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও শাস্তি-পুরস্কার না থাকলে মানুষের দুনিয়ার জীবনের কোনও অর্থ থাকে না। তখন সবকিছুই অনর্থক হয়ে যায়। বিষয়টা যেন অনেকটা এরকম—আল্লাহ মানুষকে অযথা সৃষ্টি করে বেখেয়ালে ছেড়ে দিয়েছেন! এমন মন্দ ধারণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই!

দুনিয়ায়তে একেক মানুষ একেকভাবে চলছে। কেউ ভালো আমল করছে, আবার

---

[১২৩] সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ২৪-২৫।

কেউ মন্দ আমল করছে। যারা মন্দ আমল করছে তারা বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করছে, সমাজে নানা রকম ফিতনা-ফাসাদ অশান্তি সৃষ্টি করছে। সবখানে এক বিরাট বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রেখেছে। আর এসব অপকর্মের শাস্তি পেতে হবে বলেই অনেক কাফিররা আখিরাতের জীবনে বিশ্বাস করতে চায় না। বিষয়টা ঠিক সেইরকম, যেভাবে একজন খারাপ ছাত্র পরীক্ষা দেওয়ার পর মনে করে, কোনোদিন ফলাফল দেওয়ার তারিখ আসবে না! সে রেজাল্টের দিনটির কথা ভুলে থাকতে চায়। কিন্তু একসময় ঠিকই পরীক্ষার ফল প্রদানের তারিখ চলে আসে। তখন তার লজ্জা ও আফসোসের শেষ থাকে না। কারণ সে অকৃতকার্য হয়েছে। কাফিরদের আখিরাতে অবিশ্বাসের দৃষ্টান্তও অনেকটা এই রকম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> "কাফিররা বলে, আমাদের ওপর কিয়ামাত আসবে না। বলুন, কেন আসবে না? আমার পালনকর্তার শপথ—অবশ্যই আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। নভোমণ্ডলে এবং ভূমণ্ডলে তাঁর অগোচরে নয় অণু পরিমাণ কিছু। না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং না বৃহৎ—সমস্তই লিপিবদ্ধ আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।
>
> তিনি পরিণামে যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাদেরকে (উত্তম) প্রতিদান দেবেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্ক।
>
> আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"[১২৪]

একটু আগেই বলেছি, মানুষের কর্মের ফলাফল হিসেবে যদি কোনও শাস্তি বা পুরস্কার না থাকে, তাহলে দুনিয়ার জীবনের কোনও অর্থ হয় না। একজন লোক অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে, দুনিয়ার আদালতে তাকে একবারই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায়। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি হাজার মানুষকে হত্যা করে, তখনও আপনি তাকে মাত্র একবারই মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবেন। চাইলেও তাকে হাজারবার মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবেন না। তাহলে কোথায় গেল ন্যায় বিচার? হয়তো তর্কের খাতিরে বলতে পারেন, একবার মৃত্যু হলে তো আর হাজারবার মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার দরকার হয় না। সেটি ঠিক আছে, কিন্তু মূল বিষয় হলো, দুনিয়াতে কখনোই সব কাজের শতভাগ

---

[১২৪] সূরা সাবা, ৩৪ : ৩-৫।

উপযুক্ত বদলা বা প্রতিফল পাওয়া যায় না। অপ্রাপ্তি থেকেই যায়। আখিরাত ছাড়া জীবনের হিসাব কখনোই মিলবে না। তাই যে ব্যক্তি নেক আমল করেছে আর যে ব্যক্তি অন্যায় করেছে, তাদের দুজনকে কখনোই এক অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَفَمَنْ وَّعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ

"যাকে আমি (আখিরাতের) উত্তম (পুরস্কারের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার দিয়েছি, অতঃপর তাকে কিয়ামাতের দিন অপরাধী রূপে হাজির করা হবে।"[১২৫]

পাঠক! আখিরাত সত্য ও বাস্তব। যখন কোনও জাতি আখিরাতে বিশ্বাসের ভিত্তিতে নিজেদের গড়ে তোলে, তখন তারা সবচেয়ে আদর্শবান ও ন্যায়নিষ্ঠ জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সব রকমের অবক্ষয় হতে মুক্তি লাভ করতে পারে। এর অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে দেড় হাজার হাজার বছর আগের জাহিল পৃথিবী। শুধু আরব নয়, সারা দুনিয়াই তখন ছিল অন্ধকার। সেই অকল্পনীয় অন্ধকার থেকে বিশ্ববাসী মুক্তি পেয়েছিল রাসূলের দাওয়াত কবুল করে, আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমান এনে। অপরদিকে যারা আখিরাতে অবিশ্বাস করেছে, তারা যুগে যুগে ধ্বংস হয়েছে। আর পরকালের অন্তহীন শাস্তি তো রয়েছেই।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আখিরাতমুখী জীবন গঠনের তাওফীক দিন, আমীন!

[১২৫] সূরা কাসাস, ২৮ : ৬১।

দ্বিতীয় উপায়

ঈমান নিয়ে বাঁচুন, ঈমান নিয়েই মরুন!

পাঠক! দুই নম্বর পয়েন্টে আমরা বলেছিলাম, মানুষ আফসোস করবে, হায় যদি আমার রবের সাথে শিরক না করতাম! আমরা আগেই জেনেছি, শিরক সমস্ত আমল বরবাদ করে দেয়। শিরক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে কখনও আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। শিরকের বিষয়টি সহজে বোঝার জন্য নিচের ঘটনাটি মাথায় গেঁথে নিন!
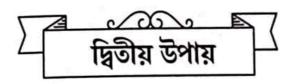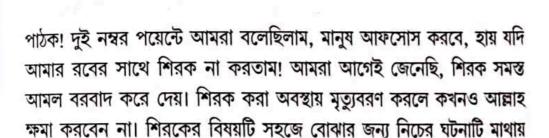
জাহিলি যুগে মক্কার কয়েকজন ব্যক্তি ছিল খুব বিখ্যাত। এরকম একজন ব্যক্তি ছিল আবদুল্লাহ ইবনু জুদআন। প্রথম জীবনে আবদুল্লাহ গরিব ছিল। কোনও কাজেই সফল হতো না। এইজন্য সে ছিল অসুখী। ক্ষুধা-দারিদ্র্যের কষ্টে আবদুল্লাহ ইবনু জুদআন জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সে নানারকম অপরাধমূলক কাজকর্ম করত। অনেকবার লোকেরা তাকে আটক করেছিল। কিন্তু তার কোনও সংশোধন হতো না। লোকেরা হাল ছেড়ে দিল। কেউ তাকে পছন্দ করত না। নিজের গোত্রের লোকেরাও তাকে এড়িয়ে চলত। এমনকি নিজের পিতাও তাকে ঘৃণা করত।

একদিন আবদুল্লাহ ভাবল, এই জীবন আর রাখবে না! আত্মহত্যা করবে!

এই উদ্দেশ্যে একটি গুহার দিকে এগিয়ে গেল। আবদুল্লাহ ইবনু জুদআন ভাবল হয়তো গুহার ভেতর কোনও বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছু থাকবে, আর তাদের কামড় খেয়ে সে মারা যাবে। গুহার সামনে যেতেই সে একটি বিষধর সাপ দেখতে পেল। সাপটি ফণা তুলে আছে। রাগে ফুঁসছে। এখনই ছোবল মারার জন্য প্রস্তুত! আবদুল্লাহ ইবনু জুদআন ভয়ে লাফিয়ে উঠল। প্রাণ বাঁচানোর জন্য দৌড় দিল। কিন্তু একটু পর পেছনে তাকিয়ে দেখল, বিষধর সাপটি মোটেও নড়াচড়া করছে না! এমন তো হওয়ার কথা নয়!

তখন আবদুল্লাহ ইবনু জুদআন সাহস করে আবার সাপটির দিকে এগিয়ে এল। ভালো করে তাকিয়ে দেখল, এটা সত্যিকারের সাপ নয় বরং একটি সাপের মূর্তি! পুরোটাই স্বর্ণের তৈরি। আর সাপের চোখের জায়গায় দুটো মূল্যবান মুক্তো বসানো আছে! আবদুল্লাহ আশ্চর্য হয়ে গেল!

এখন তো সে রাতারাতি ধনী হয়ে যাবে। আর কোনও কষ্ট থাকবে না। তখন সে সাপের মূর্তিটি ভেঙে মুক্তো দুটি নিয়ে নিল। এরপর সাহস করে গুহার ভেতরে এগিয়ে গেল। সেখানে আরও অনেক মূল্যবান বস্তু দেখতে পেল। তখন আবদুল্লাহ বুঝতে পারল, এটি একটি লুকানো ধনভান্ডার! মক্কার জুরহুম গোত্র চলে যাওয়ার সময় তাদের মূল্যবান ধনসম্পত্তি এখানে লুকিয়ে রেখেছিল।

বাইরে একটি চিহ্ন রেখে আবদুল্লাহ মক্কার লোকেদের কাছে ফিরে এল। প্রায়ই গোপনে সেই গুহায় যেত। আর সেখান থেকে কিছু না কিছু মণিমুক্তা নিয়ে আসত। সে রাতারাতি ধনী হয়ে গেল। নিজেও বদলে গেল। তখন সে আগের মতো অপরাধমূলক কাজ করত না। বরং অসহায় মানুষের জন্য সম্পদ খরচ করত। বন্ধুবান্ধব, পরিবার, আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত করে খাওয়াতো। গরিব মানুষদের প্রতি তার বিশেষ সহানুভূতি ছিল।

কিছুদিন পর সবাই তাকে ভালোবাসতে শুরু করল। চতুর্দিকে তার মান-মর্যাদা ছড়িয়ে গেল। এমনকি কুরাইশরা তাকে নেতা বানালো। যখনই কুরাইশদের কোনও টাকা পয়সার প্রয়োজন হতো তখন আবদুল্লাহ তার গুহা থেকে মণিমুক্তা নিয়ে এসে খরচ করত। এমনকি একবার শামে দুর্ভিক্ষে দেখা দিল। তখন আবদুল্লাহ দুই হাজার উট ভর্তি খাদ্যশস্য, গম, তেল

ইত্যাদি পাঠিয়ে দিল। প্রতিরাতেই কেউ-না-কেউ কাবার ছাদে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিত, যদি কেউ ক্ষুধার্ত থাকো তাহলে আবদুল্লাহ ইবনু জুদআনের বাড়িতে চলে এসো!

বন্ধুরা! এই ব্যক্তি মানুষের জন্য অনেক খরচ করেছে। অসহায় মানুষের কষ্ট দূর করেছে—এতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আখিরাতে তার পরিণতি কী হবে?

একদিন আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এই প্রশ্নই করেছিলেন। তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবদুল্লাহ ইবনু জুদআন তো জাহিলি যুগে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করত এবং গরিব মিস্কিনদের খাবার খাওয়াতো। এসব কাজ তার কোনও উপকারে আসবে কি? নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "এগুলো তার কোনও উপকারে আসবে না। কেননা সে কোনোদিনও এ কথা বলেনি, হে আমার রব! কিয়ামাতের দিন আমার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিয়ো!"[১২৬]

শিরক হলো পাত্রের মাঝে ছিদ্র যেমন

আপাত দৃষ্টিতে দেখলে ভাববেন—আহ! এমন পরিণতি কেন হবে? পরকালে কি কিছুই থাকবে না? বোঝার চেষ্টা করুন—যত দামি জিনিসই হোক পাত্রে যদি ছিদ্র থাকে তাতে কি দুধ, পানি, মধু কিছু থাকবে? সেরকম ঈমান হচ্ছে পাত্র আর শিরক হচ্ছে ছিদ্র।

আবদুল্লাহ ইবনু জুদআন ছিল মুশরিক। এজন্যই নবিজি এই কথা বলেছেন। কারণ শিরকের কারণে বান্দার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যায়। যত ভালো আমলই হোক না কেন শিরক তা ধ্বংস করে দেয়। ঈমান থেকে বের করে দেয়। কিয়ামাতের দিন বান্দাকে যেন এই আফসোস না করতে হয়, সেজন্য আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই শিরকের ভয়াবহতা ও কদর্যতা সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। শিরক থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

[১২৬] মুসলিম, ২১৩; ইবনু হিব্বান, ৩৩০।

শিরক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম। যদি সমস্ত নেক আমল এক পাল্লায় রাখা হয়, আর শিরক আরেক পাল্লায় রাখা হয়, তবে শিরকের গুনাহই ভারী হবে। এজন্যই লুকমান হাকীম (আলাইহিস সালাম) তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, "হে আমার পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক অনেক বড় জুলুম।"[১২৭]

শিরকের দৃষ্টান্ত হলো একটি বিরাট সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করার মতো। সংখ্যা যত বড়ই হোক না কেন, শূন্য দিয়ে গুণ করলে গুণফল হবে শূন্য! আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন, যদি নবিজি শিরক করতেন, তাহলে তাঁর সমস্ত আমলও বরবাদ হয়ে যেত!

আল্লাহ সবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

> وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ﴿٦٥﴾
>
> "আপনার কাছে এবং ইতিপূর্বেকার সমস্ত নবির কাছে এ ওহি পাঠানো হয়েছে যে, যদি আপনি শির্কে লিপ্ত হন, তাহলে আপনার সমস্ত আমল ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন।"[১২৮]

শিরকের ভয়াবহতা বোঝার জন্য **নিচের হাদীসগুলো** মনোযোগ দিয়ে পড়ুন;

এক.

আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে।"

সাহাবিগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী?'

তিনি বললেন,

> اَلشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ

[১২৭] সূরা লুকমান, ৩১ : ১২।

[১২৮] সূরা যুমার, ৩৯ : ৬৫।

الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

১. আল্লাহর সাথে শরীক করা।

২. জাদু করা।

৩. আল্লাহ তাআলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শারীআহসম্মত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করা।

৪. সুদ খাওয়া।

৫. ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা।

৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া।

৭. সরল, পবিত্র, মুমিন নারীদের অপবাদ দেওয়া।"[১২৯]

দুই.

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اَلْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ

'বড় বড় কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে—আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা, পিতামাতা অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম করা।'[১৩০]

তিন.

আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيْ غَيْرِيْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ

[১২৯] বুখারি, ২৭৬৬; মুসলিম, ৮৯।

[১৩০] বুখারি, ৬৬৭৫।

"আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি অংশীদারদের অংশীদারিত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে কেউ কোনও কাজ করে এবং এতে আমি ছাড়া অপর কাউকে শরীক করে, তবে আমি তাকে ও তার সে শিরকি কাজকে পরিত্যাগ করি।"[১৩১]

পাঠক! আপনাকে একটি সহজ সূত্র বলে দিচ্ছি। এই সূত্র মেনে চললে আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি একসময় জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী মুসলিমদের আকীদা হলো—অন্তরে ঈমান থাকলে আপনি একসময় জান্নাতে প্রবেশ করবেন। যেসব গুনাহের কারণে ঈমান ভঙ্গ হয় না, সেসব গুনাহের কারণে কোনও মুসলিম চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে না। কিন্তু শিরক-কুফরের কারণে যদি ঈমান ভঙ্গ হয়ে যায়, আর সে অবস্থাতেই বিনা তাওবায় মারা যায়, তাহলে ঐ ব্যক্তি কিছুতেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। শিরকের গুনাহ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন না, অন্য যে কোনও গুনাহ যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا

"নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা, ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়।"[১৩২]

কাজেই জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমার-আপনার প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কিছুতেই শিরক-কুফর করা যাবে না। যদি শিরক-কুফর না করে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন, তাহলে কী হবে দেখুন সামনের হাদীস থেকে,

---

[১৩১] মুসলিম, ২৯৮৫; ইবনু মাজাহ, ৪২০২।

[১৩২] সূরা নিসা, ৪ : ১১৬।

শিরক ছাড়া সব গুনাহের ক্ষমা আছে

আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'হে আদম সন্তান! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার কাছে (ক্ষমা) প্রত্যাশা করবে, তোমার থেকে যা-ই প্রকাশিত হোক না কেন; আমি তা ক্ষমা করে দেবো, আর আমি কোনও কিছুর পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশ সমান হয়ে যায় আর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। হে আদম সন্তান! যদি তুমি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে আসো এবং আমার সঙ্গে কোনও কিছুকে শরীক না করা অবস্থায় সাক্ষাৎ করো, তাহলে আমি সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।"[১০৩]

কিয়ামাতের ময়দানে মানুষ যখন জাহান্নামের শাস্তি দেখবে তখন বাঁচার জন্য সবকিছু মুক্তিপণ হিসেবে নিতে চাইবে। এমনকি দুনিয়া ভরা স্বর্ণ থাকলে সেটাও মুক্তিপণ দিতে চাইবে। কিন্তু আল্লাহ দুনিয়াতে এর থেকেও সহজ বিষয় আমাদের কাছে চেয়েছেন। সেটা হলো শিরক-কুফর না করে তাওহীদের ওপর মৃত্যুবরণ করা।

আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন,

يُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ

'কিয়ামাতের দিন কাফিরকে হাযির করা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে তোমার যদি দুনিয়া ভর্তি সোনা থাকত তাহলে তুমি কি বিনিময়ে তা দিয়ে আযাব থেকে বাঁচতে চাইতে না? সে বলবে, হাঁ। এরপর তাকে বলা হবে, 'তোমার কাছে তো এর চেয়ে বহু সহজসাধ্য বস্তু (ঈমান) চাওয়া হয়েছিল।'[১০৪]

---

[১০৩] তিরমিযি, ৩৫৪০।

[১০৪] বুখারি, ৬৫৩৮।
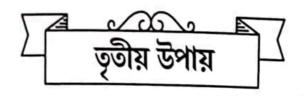
আজকের আফসোস, আগামীকালের মুক্তি!

তৃতীয় পয়েন্টে আমরা বলেছিলাম, কাফিররা হাশরের ময়দানে আফসোস করবে, যদি তারা মাটি হয়ে যেত! যদি জান্নাত-জাহান্নামের কোনও ফায়সালা না থাকত! এই আফসোস থেকে মুক্তির জন্য প্রথমেই লাগবে ঈমান।

প্রথমত, ঈমান ও নেক আমল দিয়ে নিজেকে মুক্তিপ্রাপ্ত লোকেদের কাতারে দাঁড় করান।

দ্বিতীয়ত, কুরআনের ভীতিকর আয়াতগুলো নিয়ে ভাবুন। আখিরাতে আফসোস না করে দুনিয়াতে আফসোস করুন। আমাদের নেককার পূর্বসূরিগণ কখনও কখনও একটি আয়াত তিলাওয়াত করতে থাকতেন আর পুরো রাত কাঁদতেন। সালাফদের মতো না হতে পারলেও অন্তত দৈনিক কিছু সময় নিজের অসহায়ত্ব নিয়ে নির্জনে কিছু সময় ভাবুন! মানুষের চেয়ে অসহায় কেউ কি আছে? বিচারের ময়দানে হিসাব-নিকাশের পর পশুপাখিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হবে, ওরা সব মাটি হয়ে যাবে। রয়ে যাবে শুধু জিন ও ইনসান। যাদের জন্য আছে অনন্তকালের ফায়সালা! হয়তো জান্নাত, নয়তো জাহান্নাম!

তৃতীয়ত, আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকুন। নিজেকে আলিম ও দ্বীনদার ব্যক্তিদের সাহচর্যে রাখুন। রূপকথার গল্পের সেই পরশপাথর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু মানুষের সংস্পর্শেই মানুষ বদলে যায়। মানুষ সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয় বন্ধুর মাধ্যমে। তাই এমন ব্যক্তির বন্ধুত্ব বেছে নিন যে আপনাকে আল্লাহ ও আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

চতুর্থত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পূর্ণ জীবনী পাঠ করুন। নবিজির সিরাত বহু মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে। এর পাশাপাশি অন্যান্য নবিদের শিক্ষা মূলক ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করুন। এক্ষেত্রে নবিদের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে এমন বই বেছে নিন।

পঞ্চমত, সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুসারে উপযুক্ত দ্বীনি মেহনতের সাথে সংযুক্ত হন। নইলে হিদায়াত পাওয়ার পরেও অনেকেই ঝরে যায়। যেকোনও জিনিস অর্জন করার চেয়ে ধরে রাখাই বেশি কঠিন। এর পাশাপাশি জীবনভর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যেন সাধ্যমত সমস্ত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারেন। কারণ যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে আল্লাহকে রব মেনে চলবে, অপরাধ, অপকর্ম, পাপাচার ও যাবতীয় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে কিয়ামাতের দিন তাকে আফসোস করতে হবে না। দুনিয়াতে ভয় করে জীবনযাপন করলে আখিরাতে কোনও ভয় থাকবে না। সহজে ও নিরাপদে তার ঠিকানা হবে চিরসুখের জান্নাত।

দুটি ভয় কখনও একত্রিত হবে না

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِيْ لَا أَجْمَعُ عَلٰى عَبْدِيْ خَوْفَيْنِ، وَلَا أَجْمَعُ لَهُ أَمْنَيْنِ، إِذَا أَمِنَنِيْ فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِذَا خَافَنِيْ فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমার ইজ্জতের কসম! আমি আমার কোনও বান্দাকে দুটি ভয় কিংবা দুটি স্বস্তি একসাথে দান করব না। সে যদি দুনিয়াতে নির্ভয় হয়ে পড়ে, তবে কিয়ামাতের দিন আমি তাকে ভীতসন্ত্রস্ত করব। আর দুনিয়াতে যদি আমাকে ভয় করে চলে, তবে কিয়ামাতের দিন

আমি তাকে নিরাপদে রাখব।"[১০৫]

দেখুন! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কত মেহেরবান। তিনি ভালো কাজের প্রতিফল বাড়িয়ে দেন, কিন্তু মন্দের জন্য কেবল একটিই গুনাহ লিপিবদ্ধ করেন। এ সম্পর্কে আয়াতে এসেছে,

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٨٣﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾

"সে আখিরাতের গৃহ তো আমি তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেবো যারা পৃথিবীতে নিজেদের বড়াই চায় না এবং চায় না বিপর্যয় সৃষ্টি করতে। আর শুভ পরিণাম রয়েছে মুত্তাকীদের জন্যই। যে কেউ ভালো কাজ নিয়ে আসবে তার জন্য রয়েছে তার চেয়ে ভালো ফল এবং যে কেউ খারাপ কাজ নিয়ে আসে তার জানা উচিত যে, অসৎকর্মশীলরা যেমন কাজ করত ঠিক তেমনটিই প্রতিদান পাবে।"[১০৬]

সুতরাং পরকালের আফসোস থেকে বাঁচতে দুনিয়ার জীবনকে সৎকাজে অতিবাহিত করতে হবে আর অসৎকাজ হতে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা বারবার এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন,

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ﴿٨٢﴾

"যে ব্যক্তিই পাপ করবে এবং পাপের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়বে সে-ই জাহান্নামি হবে এবং জাহান্নামের আগুনে পুড়তে থাকবে চিরকাল। আর যারা ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তারাই জান্নাতের অধিবাসী,

---

[১০৫] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/৩০৮; ইবনুল মুবারাক, কিতাবুয যুহদ, ১৫৭, মুরসাল, হাসান।

[১০৬] সূরা কাসাস, ২৮ : ৮৩-৮৪।

সেখানে থাকবে তারা চিরকাল।"[১৩৭]

আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا، وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا

"জাহান্নাম থেকে পলায়নকারী কিংবা জান্নাত প্রত্যাশাকারী—এমন কাউকেই আমি দেখিনি যে কি না ঘুমিয়ে আছে!"[১৩৮]

সাহাবিদের আল্লাহ-ভীতি

সাহাবায়ে কেরাম (রদিয়াল্লাহু আনহুম) আখিরাতের ভয়াবহতার কথা ভেবে দুনিয়াতে অনেক ভীত অবস্থায় জীবনযাপন করতেন। যেমন—হাসান বাস্‌রি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত আছে, আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) গাছের ওপর একটি পাখি দেখে বললেন, "পাখি! তোমার কত সুখ! ফলমূল খাও আর গাছেই থাকো। হায়! আমি যদি গাছের ফল হতাম আর পাখি তা আহার করত!"[১৩৯]

ইবরাহীম নাখঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) একটি গাছের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, "ইশ, আমি যদি এই গাছের পাতা হতাম!"[১৪০]

ইমরান ইবনু হুসাইন (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, "আহ! আমি যদি ছাই হতাম, কোনও একরাতে তুমুল ঝড়োবাতাস এসে যদি আমায় উড়িয়ে নিয়ে যেত!"[১৪১]

---

[১৩৭] সূরা বাকারা, ২ :৮১-৮২।

[১৩৮] তিরমিযি, ২৬০১,হাসান; আহমাদ, আয-যুহ্‌দ, ২৩১।

[১৩৯] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ১৩/২৫৯; ইবনুল মুবারাক, কিতাবুয যুহ্‌দ, (মুমিনের পাথেয়) ২২৮, দঈফ।

[১৪০] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ১৩/৩৬২, সহীহ।

[১৪১] ইবনু সা'দ, আত-তবাকাত, ৪/২৮৮, দঈফ।
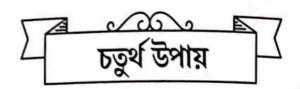
অগ্রিম আমল পাঠিয়ে দিন!

পাঠক! চার নম্বর পয়েন্টে আমরা বলেছিলাম, মানুষ আফসোস করবে একটু নেক আমলের জন্য! আক্ষেপ করে বলতে থাকবে, হায় যদি আখিরাতের জন্য আগেই কিছু আমল পাঠিয়ে দিতাম! এবার আসুন জেনে নেই, এই আফসোস থেকে বাঁচার উপায় :

এই আফসোস থেকে নিরাপদ থাকতে আল্লাহ তাআলা আগেই সতর্ক করেছেন। বলে দিয়েছেন শুধু আজকের চিন্তায় বিভোর না থেকে আগামীকালের জন্যও অগ্রিম কিছু পাঠাতে। দুনিয়ার এই জীবন ক্ষণস্থায়ী। আর আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী। তাই আখিরাতের চিন্তাই বেশি করা প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨١﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ﴿٩١﴾

"হে ঈমানদাররা! আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেকেই যেন চিন্তা করে যে, সে আগামীকালের (পরকালের) জন্য কি প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে? আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। তোমরা যা করো নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ

সে সম্পর্কে খবর রাখেন।"[১৪২]

নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ও খুব হৃদয়গ্রাহীভাবে এই সম্পর্কে উম্মাহকে সতর্ক করেছেন। পরকালের জন্য আমল করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। যখন যা করা দরকার তার প্রতি নির্দেশনা দান করেছেন।

যে পাঁচটি বিষয় মূল্যায়ন করা জরুরি

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

"তোমরা পাঁচটি বিষয় আসার পূর্বেই পাঁচটি বিষয়কে খুব মূল্যায়ন করো;

১. বার্ধক্য আসার পূর্বে তোমার যৌবনকে,

২. অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে,

৩. দরিদ্রতার পূর্বে তোমার সচ্ছলতাকে,

৪. ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরকে এবং

৫. মৃত্যু আসার পূর্বে তোমার জীবনকে।"[১৪৩]

নেক আমলের বিনিময়ে আল্লাহ্ তাআলা সমস্তগুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। পুরস্কারস্বরূপ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। তখন সে রাস্তার ওপর একটি কাটাযুক্ত বৃক্ষের ডাল দেখতে পেয়ে তা সরিয়ে দিল। আল্লাহ তার এই

---

[১৪২] সূরা হাশর, ৫৯ : ১৮-১৯।

[১৪৩] হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ৭৮৪৬; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ১০২৪৮; মুনযিরি, আত-তারগীব, ৩৩৫৫, সহীহ।

ভালো কাজটি পছন্দ করলেনন এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন।"[১৪৪]

বান্দার হকের ব্যাপারে সতর্ক হোন

তবে স্মরণ রাখা জরুরি যে, নেক আমল করার পাশাপাশি সতর্ক থাকতে হবে, যেন অন্যের গুনাহগুলো আমরা নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে না নেই! যদি আমরা অন্যের ওপর জুলুম করি, তাহলে আজই সেই জুলুমের ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা করা আবশ্যক! নইলে কিয়ামাতের ময়দানে আমাদের নেকি কেটে নিয়ে সেই গুনাহের ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে। আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

> مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيْهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَّلاَ دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لأَخِيْهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيْهِ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ
>
> "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ওপর জুলুম করেছে সে যেন তার কাছ থেকে সে বিষয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়, তার ভাইয়ের পক্ষে তার নিকট হতে নেকি কেটে নেওয়ার আগেই। কারণ আখিরাতে কোনও দীনার বা দিরহাম থাকবে না। তার কাছে যদি নেক আমল না থাকে তবে তার (মজলুম) ভাইয়ের গুনাহ এনে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।"[১৪৫]

আল্লাহ তাআলার হক আদায়ের পাশাপাশি বান্দার হকের ব্যাপারেও সতর্ক হতে হবে। অনেক আমলওয়ালা মানুষও এখানে এসে আটকে যায়! অনেকেই নিয়মিত সালাত, সিয়াম, যাকাত আদায় করেন, হাজ্জ করেন—কিন্তু মানুষের হক আদায়ের ব্যাপারে উদাসীন। অনেকেই হর-হামেশা অন্যের সম্পত্তি দখল করেন, জমিজমা দখল করেন, কারও নামে অপবাদ দেন কিংবা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অসততা করেন। পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে মোটেও সতর্ক থাকেন না। এই মানুষদের বোঝা উচিত—আজ তারা যেসব উত্তম আমল করছেন, কাল হাশরের দিনে এগুলো

[১৪৪] মুসলিম, ১৯১৪; বুখারি, ৬৫২।
[১৪৫] বুখারি, ৬৫৩৪।

তাদের আমলনামায় থাকবে না। তাদের কাছ থেকে নেকিগুলো ছিনিয়ে নিয়ে মজলুমদের দিয়ে দেওয়া হবে। তখন আফসোসের শেষ থাকবে না!

একবার চোখ বন্ধ করে সেই ব্যক্তির কথা ভাবুন, যিনি একের-পর-এক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে জান্নাত এর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন! কবর-হাশর-মীযান-পুলসিরাত! এত কিছুর পর তার ও জান্নাতের মাঝে কেবল একটি ছোট সেতু অপেক্ষা করছে। এটি পার হলেই তিনি চিরসুখের স্থান জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন। কিন্তু অনেক মানুষ ঠিক এখানে এসেই আটকে যাবেন। শেষ মুহূর্তে গিয়ে একের-পর-এক নিজের নেকি হারাতে থাকবেন! এক পর্যায়ে যখন কোনও নেকি অবশিষ্ট থাকবে না, তখন অন্যের গুনাহ ঘাড়ে নিয়ে জাহান্নামে চলে যাবেন!

আবূ সাঈদ খুদরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ، فَيُحْبَسُوْنَ عَلٰى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتّٰى إِذَا هُذِّبُوْا وَنُقُّوْا أُذِنَ لَهُمْ فِيْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ

"মুমিনগণ জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে সেতু অতিক্রমকালে তাদের পরস্পরিক দেনা পাওনা পরিশোধের কাজ সমাপ্ত করা হবে, যে দেনা-পাওনা দুনিয়াতে অমিমাংসিত রয়ে গেছে। পারস্পরিক দেনা-পাওনা পরিশোধিত হবার পরই তারা জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি লাভ করবে।"[১৪৬]

নেক আমলে ব্যস্ত রাখুন নিজেকে

পাঠক! সময় থাকতেই নেক আমলের মূল্য বুঝুন! ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া ও সর্বোত্তম আমল হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আর যে ব্যক্তি জিহাদে শহীদ হবে সে ছয়টি পুরস্কার পাবে। মিকদাম ইবনু মা'দী কারিব (রদিয়াল্লাহু আনহু)

---

[১৪৬] বুখারি, ৫৪২।

থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِيْ أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَّيَرٰى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلٰى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوْتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُشَفَّعُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ أَقَارِبِهِ

আল্লাহর কাছে শহীদদের জন্য রয়েছে ছয়টি মর্যাদা—

১. রক্ত ক্ষরণের প্রথম মুহূর্তেই তাকে মাফ করা হবে,

২. (মৃত্যুর সময়) জান্নাতে তার জন্য নির্ধারিত স্থান দেখানো হবে,

৩. কবরের আযাব থেকে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে,

৪. সবচেয়ে ভীতিকর দিনে (হাশরের দিন) তাকে নিরাপদে রাখা হবে, সেদিন তার মাথায় সম্মানের মুকুট পরানো হবে, যার একটি ইয়াকূত পাথর দুনিয়া ও এর সব কিছু থেকে উত্তম হবে,

৫. বাহাত্তর জন আয়াতলোচন হূরের সঙ্গে তার বিবাহ হবে এবং

৬ সত্তরজন নিকটত্মীয় সম্পর্কে তার সুপারিশ কবুল করা হবে।[১৪৭]

আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيْدُ يَتَمَنّٰى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ

“জান্নাতে প্রবেশের পর আবার কেউ দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে না, যদিও দুনিয়ার সকল সম্পদ তাকে দেওয়া হয়। একমাত্র শহীদ ব্যতীত; সে দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে যেন আবার একের-পর-এক দশবার শহীদ হতে পারে। শাহাদাতের যে অত্যাধিক মর্যাদা সে

[১৪৭] তিরমিযি, ১৬৬৩।

দেখেছে তার কারণে।"[১৪৮]

এই বিরাট পুরস্কারের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ও শাহাদাতের ইচ্ছা পোষণ করতেন। আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِّنْ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا تَطِيْبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّيْ وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّيْ أُقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ .

"সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি মুমিনদের এমন একটি দল না থাকত—যারা আমার থেকে দূরে থাকতে অপছন্দ করে এবং আমি যাদের সকলকে সওয়ারীও দিতে পারি না—তা হলে যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছে, আমি সেই ক্ষুদ্র দলটির সঙ্গী হওয়া থেকে বিরত থাকতাম না। সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি পছন্দ করি আমাকে যেন আল্লাহর রাস্তায় শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, আবার শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, পুনরায় শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, আবার শহীদ করা হয়।"[১৪৯]

কত আগ্রহ প্রকাশ করেছেন! বারবার শাহাদাহ বরণ করতে চেয়েছেন, কী জন্য? এর কারণ কী? আল্লাহ তাআলা শাহাদাতের মধ্যে জান্নাত রেখেছেন। পরকালের জীবনের জন্য ক্ষুদ্র এই জীবন শতবার বিসর্জন দেওয়া যায়। সুতরাং দুনিয়ায় জীবিত থাকা অবস্থায়ই আখিরাতের জন্য কামাই করতে হবে, নেক আমলের অগ্রিম নজরানা পাঠাতে হবে। তাহলেই নিরাপত্তা অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য।

---

[১৪৮] বুখারি, ২৮১৭; মুসলিম, ১৮৭৭।
[১৪৯] বুখারি, ২৭৯৭; মুসলিম, ১৮৭৬।
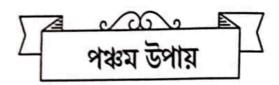
মৃত্যুর কথা চিন্তা করুন!

একবার একজন পরহেযগার লোকের বন্ধু মারা গেল। লোকটি তার বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে সবাইকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। বাড়ির লোকেরা মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করছিল। লোকটি বলল, 'তোমরা যার জন্য কান্নাকাটি করছো তিনি তোমাদের রিয্‌কদাতা নন। তোমাদের রিয্‌কদাতা হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, যিনি চিরঞ্জীব। তিনি কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না। আজ যে মারা গেছে সে নিজের কবরেই গেছে। তার কবরে তোমরা যাবে না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই এমন একটি কবর অপেক্ষা করছে। তোমরা প্রত্যেকেই একদিন সেই কবরে প্রবেশ করবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা যখন এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন তখনই এর ধ্বংস নির্ধারণ করে রেখেছেন। তেমনিভাবে দুনিয়াবাসীদের জন্যও মৃত্যুও নির্ধারণ করে রেখেছেন। এই আসমান ও জমিনের মালিকানা আল্লাহর। একদিন সকল ঘর জনশূন্য হয়ে যাবে। সকল মজলিস খালি হয়ে যাবে। সমস্ত লোক আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। কাজেই আজকে যারা মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করছো, তোমাদের উচিত নিজেদের পরিণতি ভেবে কান্নাকাটি করা। কারণ তোমাদের সাথির ভাগ্যে যা ঘটেছে আগামীকাল সেটা তোমাদের সাথেও ঘটবে। আমরা সবাই একই পথের পথিক।'

•

দুনিয়ার জীবনকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হলে এই আফসোস থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। প্রকৃত মুমিন মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য প্রতীক্ষায় থাকে। কারণ মৃত্যুর পরেই তাদের আসল জীবনের সূচনা ঘটবে। দুনিয়ার এই হায়াত আখিরাতের শস্যক্ষেত্রস্বরূপ। যে ভালো বীজ বপন করবে সে ভালো ফসল পাবে। আর যে চাষাবাদ না করে কোনও তুচ্ছ বিষয়কে আঁকড়ে ধরে জীবন পাড়ি দিবে তার জন্য রয়েছে হাজার আফসোস। যা কখনও ফুরাবার নয়। একজন মুমিন কীভাবে তার জীবন পরিচালনা করবে—তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে আল্লাহ ও তার রাসূলের বাণীতে। আমাদের ওপর আবশ্যক সে অনুযায়ী জীবন গড়া। এই জীবন সম্পর্কে আমাদের প্রশ্ন করা হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٨﴾

"এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"[১৫০]

জীবন কাটুক অচেনা হয়ে কিংবা পথচারীর বেশে

পাঠক! দুনিয়াতে আমাদের হায়াত খুবই অল্প। দুনিয়ার জীবন নিয়ে দীর্ঘ স্বপ্ন দেখার চেয়ে আখিরাতের প্রস্তুতি নেওয়াই উত্তম।

আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার আমার কাঁধ ধরে বললেন,

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

"তুমি দুনিয়াতে এভাবে অবস্থান করো যেন তুমি একজন অচেনা কিংবা পথচারী।"

---

[১৫০] সূরা তাকাসুর, ১০২ : ৮।

আর আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলতেন,

إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ

'তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে সকালের আর অপেক্ষা করো না এবং সকালে উপনীত হলে সন্ধ্যার আর অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার সময় তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য প্রস্তুতি লও। আর তোমার জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি লও।'[১৫১]

ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

"দুটি নিয়ামাতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তা হচ্ছে, সুস্থতা আর অবসর।"[১৫২]

---

[১৫১] বুখারি, ৬৪১৬।
[১৫২] বুখারি, ৬৪১২।
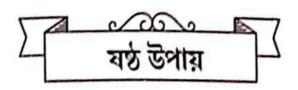
বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক হোন!

পাঠক! ছয় নম্বর পয়েন্টে আমরা বলেছিলাম, মানুষ আফসোস করবে- যদি অমুকের সাথে বন্ধুত্ব না করতাম! এই আফসোস অনেক বড় আফসোস। আপনার অজান্তেই আপনি বন্ধুর স্বভাব-ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকেন। নেক বন্ধু পেলে তো কথাই নেই। কিন্তু অসৎ বন্ধু দুনিয়া-আখিরাত বরবাদ করার জন্য যথেষ্ট। এজন্যই অনেকে বলেন, খারাপ বন্ধু থাকলে শত্রুর দরকার হয় না!

ভালো সাথির সহবত পেলে একটি কুকুরও ধন্য হয়। সূরা কাহ্ফে গুহাবাসী সাত যুবকের ঘটনা এসেছে। যুবকরা ঈমান বাঁচানোর জন্য ও অত্যাচারীর রাজার অত্যাচার থেকে বাঁচতে একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের সাথে ছিল একটি কুকুর। কুকুরটি গুহার মুখে পাহারা দিত। যেন কেউ ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। তাফসীর অনুসারে, এই কুকুরটির নাম 'কিতমীর'।

যুবকরা ছিল সেই গুহার ভেতরে ঘুমন্ত। এভাবেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তিনশ নয় বছর পর্যন্ত ঘুম পাড়িয়ে রাখলেন! এটি ছিল আল্লাহর কুদরতের একটি নিদর্শন। এখানে আশ্চর্যের বিষয় হলো আল্লাহ কেন একটি কুকুরের বর্ণনা দিলেন। অথচ আমরা জানি, কুকুরের লালা নাপাক এবং কোনও ঘরে কুকুর থাকলে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

ভাবতে অবাক লাগে, গুহায় আশ্রয়-গ্রহণকারী সাত যুবকের নেকসঙ্গ লাভ করার কারণে একটি কুকুরও কত মর্যাদা ও খ্যাতি লাভ করেছে! কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহর কিতাবে তার ব্যাপারে আলোচনা চলতে থাকবে। এটাই হলো নেক ব্যক্তির সঙ্গ লাভের উপকারিতা!

বন্ধু চলে বন্ধুর পথে

বন্ধুত্ব মানবজীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই ইসলামে বন্ধু নির্বাচনে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এবিষয়ে হাদীসে বিশেষ দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আমলের উদ্দেশ্যে খুব মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করলে একটি হাদীসই জীবন পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট।

এক.

আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اَلرَّجُلُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

> 'মানুষ তার বন্ধুর ধ্যান-ধারণা অনুসারে চলে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেরই খেয়াল রাখা উচিত সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে।'[১৫৩]

দুই.

আবূ মূসা আশআরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

> 'ভালো বন্ধু ও খারাপ বন্ধুর দৃষ্টান্ত হলো, আতরওয়ালা ও কামারের হাপরের ন্যায়। আতরওয়ালার কাছে থাকলে হয়তো সে তোমাকে কিছু দান করবে, কিংবা তার কাছ হতে তুমি কিছু খরিদ করবে। আর কিছু না দিলেও অন্তত তার কাছ হতে আতরের সুবাস পাবে। আর কামারের হাপর হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে কিংবা তুমি তার নিকট হতে

---

[১৫৩] তিরমিযি, ২৩৭৮; আবূ দাউদ, ৪৮৩৩, হাসান।

পাবে দুর্গন্ধ।'[১৫৪]

তিন.

আবূ সাঈদ খুদরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি—

لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ

> 'তুমি ঈমানদার লোক ব্যতীত অন্য কারও সঙ্গী হয়ো না এবং আল্লাহভীরু মুত্তাকী লোক ছাড়া কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায়।'[১৫৫]

পাঠক! বন্ধুত্বের বিষয়টি মোটেও হালকা করে দেখার বিষয় নয়। আপনার বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। কাউকে ভালোবাসলে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসতে হবে। কারও সাথে শত্রুতা করলে সেটিও হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এটাই ঈমান পরিপূর্ণ করার উপায়। আবূ উমামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَحَبَّ لِلهِ وَأَبْغَضَ لِلهِ وَأَعْطَى لِلهِ وَمَنَعَ لِلهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ

> "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় কাউকে ভালোবাসে, আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় কারও সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় দান-সদাকা করে, আবার আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায়-ই দান-সদাকা থেকে বিরত থাকে—সে ব্যক্তিই তার ঈমান পরিপূর্ণ করেছে।"[১৫৬]

সুতরাং প্রত্যেকের ভেবে দেখা উচিত সে কার সাথে উঠা-বসা করছে? সকাল-সন্ধ্যা কার সঙ্গ লাভ করছে? কারণ মানুষের চরিত্র, আচার-আচরণ, কথা-বার্তা, চিন্তা-চেতনা, ভদ্রতা-সভ্যতা সবকিছুতেই বন্ধুত্ব প্রভাব ফেলে। বন্ধুই বন্ধুকে এক পথ থেকে অন্য পথে টেনে নিয়ে যায়। তাই বন্ধু নির্বাচনে ইসলামের নির্দেশনা সামনে রাখা জরুরি। নইলে কিয়ামাতের দিন আফসোস করতে হবে। যেদিন আফসোস করে কোনও লাভ হবে না।

---

[১৫৪] বুখারি, ৫৫৩৪, ২১০১; মুসলিম, ২৬২৮।

[১৫৫] আবূ দাউদ, ৪৮৩২; তিরমিযি, ২৩৯৫, হাসান; ইবনু হিব্বান, ৫৫৪।

[১৫৬] আবূ দাউদ, ৪৬৮১; ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ৩৪৭৩০, সহীহ।
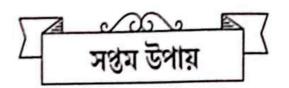
মানুষের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করুন!

সপ্তম পয়েন্টে আমরা বলেছিলাম, মানুষ আফসোস করবে, যদি আল্লাহদ্রোহী নেতা ও মুরুব্বীদের কথা না মানতাম! কুরআনের আয়াতগুলোতে ঐসব নেতাদেরকে দাম্ভিক ও অহংকারী বলা হয়েছে। মূলত এক ধরনের ভীতি থেকেই মানুষ এসব নেতাকে অনুসরণ করে। কিন্তু এই ভয় থেকে মুক্তির উপায় কী?

পাঠক! ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভয়কেই কাজে লাগাতে হবে। যখন আল্লাহর ভয় বেশি হবে, তখন অন্য সবার ভয়কে আপনি মোকাবেলা করতে পারবেন। আল্লাহর ভয় থাকলে আপনি বাকি সবকিছুর ভয় থেকে মুক্তি পাবেন।

সালাফগণ বলতেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে, সমস্ত সৃষ্টিজগৎ তাকে ভয় করে চলবে। আর যে ব্যক্তি মানুষকে ভয় করবে, সে সব কিছুতেই ভয় পাবে।'

নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সীরাত থেকে একটি উদাহরণ দেখুন! মক্কা বিজয়ের পর দেখা গেল, এক লোক ঘরের দরজায় বসে কাঁদছে। ছেলে জানতে চাইল, 'বাবা! কাঁদছেন কেন?'

লোকটি বলল, 'বেটা! আমার কান্নার কারণ অনেক। প্রথমত, ইসলাম গ্রহণে দেরি

করেছি। ফলে বহু নেক কাজে পিছিয়ে গেছি। এখন দুনিয়াভর সম্পদ খরচ করেও সেই ক্ষতি পূরণ হবে না।'

তিনি আরও বলেন, 'যখনই ইসলাম কবুলের কথা ভেবেছি, বয়স্ক কুরাইশ নেতাদের দিকে দেখেছি। তারা জাহিলিয়াত আঁকড়ে ছিল। আমিও তাই করেছি। হায়! যদি তাদের অনুসরণ না করতাম!'

ইনি ছিলেন হাকিম ইবনু হিযাম (রদিয়াল্লাহু আনহু)। মক্কার অভিজাত পরিবারের সন্তান, একজন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী লোক। রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছাকাছি বয়স, পাঁচ বছরের বড়। হাকিম ইবনু হিযাম ছিলেন খাদিজা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর ভাতিজা। এই সূত্রে রাসূলের সাথে আত্মীয়তা ছিল। এছাড়া, নুবুওয়াতের আগে থেকে রাসূলের সাথে বন্ধুত্বও ছিল। এসব কারণে সবাই ভেবেছিল, তিনি দেরি না করেই দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করবেন। কিন্তু তিনি বেছে নিলেন কুরাইশ নেতাদের সঙ্গ! আর রাসূলের সঙ্গ বর্জন করলেন! অবশেষে একসময় তিনি ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু ততদিনে কেটে গেছে বিশটি বছর! তাই মক্কা বিজয়ের পর তিনি বাড়ির আঙ্গিনায় বসে কাঁদছিলেন, আর আফসোস করছিলেন- হায়! কত ভালো কাজের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল! কুরাইশ নেতাদের অনুসরণ করার কারণে তিনি এতগুলো বছর নষ্ট করলেন!

সব ক্ষমতাবানদের ওপরে রয়েছে একজনের ক্ষমতা

সুতরাং, নেতাদের অনুসরণ করার আফসোস থেকে বাঁচার অন্যতম উপায় হলো দুনিয়ার ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের দুর্বলতা অনুভব করা। আসলে দুনিয়াতে কেউ ক্ষমতাধর নয়। সবাই দুর্বল, সবাই অন্যের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ বাদে কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। আজকে যার ক্ষমতা আছে কালকে তার ক্ষমতা থাকবে না। আজকে যার সম্পদ আছে কালকে তার সম্পদ থাকবে না। এরকম ঘটনা দুনিয়ার পাতায় অহরহ ঘটে চলেছে। কাজেই সেসব ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া জরুরি। উদাহরণস্বরূপ আসুন কারূনের ঘটনার দিকে দেখি, তার কী পরিণতি হয়েছিল! কারূনের এই পরিমাণ ধনসম্পত্তি ছিল যে সেগুলোর চাবি বহন করার জন্য কয়েকজন শক্তিশালী যুবক নিয়োজিত থাকত। এটা দেখে দুর্বল লোকেরা ভাবত, হায় ! আমরাও যদি কারূনের মতো সম্পদের মালিক হতাম! এরপর কি হলো আসুন শুনি কুরআন এর বর্ণনা থেকে,

"একদিন সে (কারূন) তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হলো পূর্ণ জাঁকজমক সহকারে। যারা দুনিয়ার জীবনের ঐশ্বর্যের জন্য লালায়িত ছিল তারা তাকে দেখে বলল, "আহা! কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে তা যদি আমরাও পেতাম! সে তো বড়ই সৌভাগ্যবান।" কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলতে লাগল, "তোমাদের ভাবগতিক দেখে আফসোস হয়। আল্লাহর সাওয়াব তার জন্য ভালো যে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আর এ সম্পদ সবরকারীরা ছাড়া আর কেউ লাভ করে না। শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ও তার গৃহকে ভূগর্ভে পুতে ফেললাম। তখন আল্লাহর মোকাবিলায় তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসার মতো সাহায্যকারীদের কোনও দল ছিল না এবং সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে পারল না। যারা আগের দিন তার মতো মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিল তারা বলতে লাগল, "আফসোস, আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার রিয্‌ক প্রসারিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে সীমিত রিয্‌ক দেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তাহলে আমাদেরও ভূগর্ভে পুতে ফেলতেন। আফসোস, আমাদের মনে ছিল না, কাফিররা সফলকাম হয় না"[১৫৭]

এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিন। সম্পদের চাকচিক্য আর ক্ষমতার দম্ভ দেখেই কাউকে অনুসরণ করতে যাবেন না। একবার ভাবুন, অনুসরণের ক্ষেত্রে কে আদর্শ? কার দেখানো পথে চলব? কার দিক-নির্দেশনা মেনে জীবন সাজাবো? এসব প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ তাআলা দিয়ে দিয়েছেন। সেগুলো মেনে চললে আখিরাতে কোনও প্রকারের আফসোস করতে হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا ﴿١٢﴾

"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।"[১৫৮]

---

[১৫৭] সূরা কাসাস, ২৮ : ৭৯-৮২।

[১৫৮] সূরা আহযাব, ৩৩ : ২১।
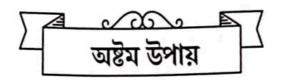
ইসলামের মূল্য বুঝুন!

পাঠক! আট নম্বর আফসোস হিসেবে আমরা বলেছিলাম, কিয়ামাতের ময়দানে কাফিররা আফসোস করবে, যদি তারা আল্লাহ ও রাসূলের পথ অনুসরণ করত! যদি তারা মুসলিম হয়ে যেত! এই আফসোস থেকে বাঁচার জন্য ঈমান আনতে হবে। পরকালে কেবল তারাই মুক্তি পাবে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করবে। এই দুনিয়া চিরস্থায়ী কোনও গন্তব্য নয়। এখানে আমাদের আগমন ক্ষণিকের জন্যেই। এখানকার সুখ-শান্তি, আনন্দ-বেদনা, চাওয়া-পাওয়া সবই সামান্য সময়ের জন্য। তাই পরকালের অনন্ত অসীম সময়ে কীভাবে ভালো থাকা যায় সে অনুযায়ী আমল করাই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ মতো চলে তাদের কোনও ভয় নেই, কোনও চিন্তা নেই এবং তাদের কোনও আফসোসও থাকবে না। নিচের তিনটি আয়াত লক্ষ করুন—

এক.

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٣١﴾ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٤١﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে এমন বাগীচায় প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে, সে সেখানে চিরকাল থাকবে। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করে যাবে, তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে, আর তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।"[১৫৯]

দুই.

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧١﴾

"যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করবে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।"[১৬০]

তিন.

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيْمًا ﴿١٧﴾

"যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে ঝরনাধারাসমূহ প্রবাহমান থাকবে। আর যে মুখ ফিরিয়ে থাকবে আল্লাহ তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।"[১৬১]

ওপরের আয়াতসমূহে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করবে, তাঁদের নির্দেশিত পথে চলবে তারা মহা সাফল্য ও মর্যাদা লাভ করবে। আর যারা তাঁদের অনুসরণ করবে না, নিজ প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী জীবনযাপন করবে তারা আখিরাতে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির

---

[১৫৯] সূরা নিসা, ৪ : ১৪।

[১৬০] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৭০-৭১।

[১৬১] সূরা ফাতহ, ৪৮ : ১৭।

মুখোমুখি হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন।

আমরা সবাই জানি কিন্তু...

আসলে এ সম্পর্কে আমরা সবাই কিছু না কিছু জানি। কিন্তু আসল কথা কি জানেন, আমরা সেভাবে ইসলামের কদর করি না, যেভাবে কদর করা উচিত ছিল। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কত কঠোরভাবে বলেছেন, ঈমানের পথ ব্যতীত বাকি সমস্ত পথ ধ্বংসের পথ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ অনুসরণ না করলে সব আমল বৃথা যাবে এবং আখিরাতে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জাহান্নামে যেতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

"আর যে ব্যক্তি ঈমানের পথে চলতে অস্বীকার করবে, তার জীবনের সকল সৎ কার্যক্রম নষ্ট হয়ে যাবে এবং আখিরাতে সে হবে নিঃস্ব ও ক্ষতিগ্রস্ত।"[১৬২]

অন্যত্র এসেছে,

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

"তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই এই দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফির অবস্থায় মারা যাবে, দুনিয়ায় ও আখিরাতে উভয় স্থানে তার সমস্ত কর্মকাণ্ড ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই ধরনের সমস্ত লোকই জাহান্নামের বাসিন্দা এবং তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।"[১৬৩]

আজকাল মানুষ 'দুই পয়সার বিনিময়ে' নিজেদের দ্বীন বিক্রি করে দিচ্ছে। আমাদের চারপাশে এমন বহু লোক পাবেন, যারা ঈমান ভঙ্গের কারণ জানে না! শিরক-

---

[১৬২] সূরা মায়িদা, ৫ : ৫।

[১৬৩] সূরা বাকারা, ২ : ২১৭।

কুফর চেনে না। শুধু বহু লোক নয়, বেশিরভাগ মানুষই এসব ব্যাপারে উদাসীন। আলিমদেরও এসব বিষয়ে খুব বেশি আলোচনা করতে দেখা যায় না। অথচ এটাই এ যুগের সবচেয়ে বড় ফিতনা। মানুষ অহরহ এমন সব কথা বলছে, এমন সব কাজ করছে যাতে ঈমান থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। অথচ কারও কোনও বিকার নেই!

আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا أَوْ يُمْسِيْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا

"অন্ধকার রাতের মতো ফিতনা আসার আগেই তোমরা নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হও। সে সময় সকালে একজন মুমিন হলে বিকালে কাফির হয়ে যাবে। বিকালে মুমিন হলে সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামগ্রীর বিনিময়ে সে তার দ্বীন বিক্রি করে বসবে।"[১৬৪]

প্রিয় পাঠক! আপনাকেই বলছি! এই বই পড়তে পড়তে যদি এতদূর এসে থাকেন তাহলে এবার কিছুটা বিরতি নিন। মনে মনে সংকল্প করুন, আপনিও ঈমান সম্পর্কে জানবেন-শিখবেন। শিরক-কুফর থেকে বাঁচার জন্য এগুলোর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ জানবেন। আধুনিক যুগে কীভাবে চতুর্দিকে ধর্মত্যাগী লোকেদের ফিতনা ছড়িয়ে পড়েছে, সেই সম্পর্কে জানার চেষ্টা করুন। আমরা তো শুধু উৎসাহিতই করতে পারি! চাইলেও একটি বইয়ে সব বিষয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এসব ফিতনা থেকে হেফাজত করুন![১৬৫]

---

[১৬৪] মুসলিম, ২১৪।

[১৬৫] বিস্তারিত জানতে পড়ুন—'ঈমান ভঙ্গের কারণ', শাইখ আবদুল আযীয তারীফি।

নবম উপায়
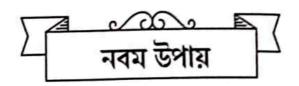
চোখ-কান ও বিবেককে কাজে লাগান!

জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবার পর একদল মানুষ আফসোস করবে, হায়! যদি আমরা শুনতাম ও বুদ্ধি খাটাতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না! তখন তারা আফসোস করবে, কেন নিজেদের বিবেক কাজে লাগিয়ে হিদায়াত অনুসরণ করলাম না!

জাহান্নামি রক্ষীদের প্রশ্নের জবাবে তারা এসব কথা বলবে। জাহান্নামের পাহারাদার ফেরেশতারা তাদেরকে প্রশ্ন করবে, তোমাদের কাছে কি কোনও সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবে, হ্যাঁ আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল। কিন্তু আমরা তাদেরকে মিথ্যারোপ করেছি এবং বলেছি আল্লাহ তাআলা কোনোকিছুই নাযিল করেননি!

আফসোস! তারা আল্লাহর কিতাবকে মিথ্যা সাব্যস্ত করত। সুস্থবিবেক সম্পন্ন মানুষ কি কখনও এরকম কথা বলতে পারে? কীভাবে আমরা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারি? কীভাবে আমরা ধরে নিয়েছি আমাদের জীবনের কোনও জবাবদিহিতা নেই? যদি জবাবদিহিতা না থাকে, যদি বিচার না থাকে—তাহলে

কি এই জীবনের কোনও অর্থ আছে? তার মানে কি আমরা বলতে চাচ্ছি, আল্লাহ আমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছেন? এটা তো আল্লাহর ওপর এক মহা অপবাদ হয়ে গেল! আল্লাহ তাআলা অনর্থক কাজ থেকে পবিত্র।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

"তোমরা কি ধারণা করো যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের কখনও আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না?"[illegible]

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা জানে এই বিশ্বজগত অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য। যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।"[illegible]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

[illegible] সূরা মুমিনূন, ২৩ : ১১৫।
[illegible] সূরা আল-ই ইমরান, ৩:১৯০-১৯১।

"আমি আসমান-জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোনও কিছু অযথা সৃষ্টি করিনি। এটা কাফিরদের ধারণা। অতএব, কাফিরদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ অর্থাৎ জাহান্নাম।"[১৬৮]

আল্লাহর ব্যাপারে অনর্থক মন্দ ধারণা থেকে বাঁচার জন্য নিজের বিবেককে কাজে লাগান। আল্লাহ আমাদেরকে একটি সুস্থ অন্তর দিয়েছেন। সেই অন্তর ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা চোখ-কানের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকি। কারণ মানুষের ইন্দ্রিয়গুলো হলো তথ্য সংগ্রহকারী অঙ্গ। যদি এগুলো ঠিক থাকে, তাহলে অন্তরেও সঠিক চিন্তা ও বুদ্ধির উদয় হয়। আর যদি দিনরাত চোখের গুনাহ ও কানের গুনাহের পিছনে ছুটি তখন অন্তরে ময়লা জমে। আর ময়লা অন্তরে কখনও স্বচ্ছ চিন্তা জাগ্রত হয় না। এজন্যই অনর্থক বিষয় থেকে চোখ-কান ও অন্তরকে হেফাজত করতে হবে। তখন আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারব ও হিদায়াতের পথ চিনতে পারব ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।'[১৬৯]

মনে রাখুন! আজকে যতগুলো ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড অনর্থক বিষয়ের পিছনে ব্যস্ত থাকবেন; কাল কিয়ামাতের দিনে এগুলো শতগুণ আফসোস হয়ে আপনাকে দংশন করবে।

উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূলকে কখনও এমনভাবে হাসতে দেখিনি, যাতে তাঁর কণ্ঠনালীর আলজিভ দেখা যায়। তিনি মুচকি হাসতেন। যখনই তিনি মেঘ অথবা ঝড়ো বাতাস দেখতেন, তখনই তাঁর চেহারায় ভীতির ছাপ ফুটে উঠত। আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) জিজ্ঞেস করলেন,

---

[১৬৮] সূরা সদ, ৩৮ : ২৭।

[১৬৯] সূরা ইসরা, ১৭ : ৩৬।

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষ যখন মেঘ দেখে, তখন বৃষ্টির আশায় আনন্দিত হয়। কিন্তু আপনি যখন মেঘ দেখেন, তখন আমি আপনার চেহারায় আতংকের ছাপ দেখতে পাই।' তিনি বললেন, 'হে আয়িশা! এতে যে আযাব নেই, এ ব্যাপারে তো আমি নিশ্চিত নই! বাতাসের দ্বারাই তো একটি জাতিকে আযাব দেওয়া হয়েছে। সে কওম তো আযাব দেখে বলেছিল, এই তো মেঘ, আমাদের ওপর বৃষ্টি হবে।'[১৭০]

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সালাতে দাঁড়াতেন, তখন কান্নার কারণে ফুটন্ত হাঁড়ির মতো আওয়াজ আসত।[১৭১]

জীবন নয় গন্তব্যহীন

পাঠক! জীবন আল্লাহর দেওয়া এক মহানিয়ামাত। অহেতুক আনন্দ-ফূর্তি করে সময় নষ্ট করার জন্য আল্লাহ আমাদের দুনিয়াতে পাঠাননি। কেউ ইচ্ছা করলেই জীবন পায় না। হাজার সাধনার পরেও পায় না। শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাতেই কোনও কিছু অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসে। মৃত বস্তুতে প্রাণের সঞ্চার ঘটে। সুতরাং আল্লাহর দেওয়া জীবনকে যে যার ইচ্ছে মতো ক্ষয় করার অধিকার রাখে না। মালিকের মর্জিমতোই তা ব্যবহার করতে হবে, কাজে লাগাতে হবে, তবেই কিয়ামাতের দিন উপরোক্ত আফসোস থেকে মুক্ত থাকা যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

"আর যে ব্যক্তি নিজের রবের সামনে এসে দাঁড়াবার ব্যাপারে ভীত ছিল এবং নফসকে খারাপ কামনা থেকে বিরত রেখেছিল তার ঠিকানা হবে জান্নাত।"[১৭২]

---

[১৭০] বুখারি, ৩৫৩।

[১৭১] নাসাঈ, ১১৯৯।

[১৭২] সূরা নাযিআত, ৭৯ : ৪০-৪১।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٧﴾

"সে সফলকাম হয়েছে, যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে এবং নিজের রবের নাম স্মরণ করেছে তারপর সালাত আদায় করেছে। কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকো। অথচ আখিরাত উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।"[১৭৩]

আল্লাহকে ভয় করে চলার নাম তাকওয়া অবলম্বন করা। কাঁটাদার পথে চলতে গিয়ে আমরা যেভাবে সাবধানে পা ফেলি, সেভাবে দুনিয়াতে ভালো-মন্দ বেছে চলতে হবে। এটাই পরহেযগারি। এভাবে আল্লাহকে ভয় করে চললে আল্লাহ প্রত্যেকটি বিপদ থেকে আমাদের নাজাতের ব্যবস্থা করে দেবেন এবং এমন জায়গা থেকে রিয্‌ক দেবেন যা আমরা কল্পনাও করতে পারব না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

"যারা আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে তাদের জন্য উপদেশ হিসেবে এসব কথা বলা হচ্ছে। যে ব্যক্তিই আল্লাহকে ভয় করে চলবে আল্লাহ তার জন্য কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সৃষ্টি করে দেবেন। এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযক দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।"[১৭৪]

মুমিনরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, নিশ্চিতভাবে মুমিনরা সফল হয়ে গেছে! কিন্তু এর কারণ কী? তাদের কী এমন বিশেষ আমল

[১৭৩] সূরা আ'লা, ৮৭ : ১৪-১৭।
[১৭৪] সূরা তালাক, ৬৫ : ২-৩।

আছে যে কারণে আল্লাহ তাআলা আগেই তাদেরকে সফল ঘোষণা করে দিলেন! আসুন কুরআনের বর্ণনা পড়ে দেখি;

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ﴿٢﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ ﴿٤﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ ﴿٧﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ﴿٨﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٩﴾ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ ﴿١٠﴾ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ﴿١١﴾

"নিশ্চিতভাবে সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ—যারা নিজেদের সালাতে বিনয়াবনত হয়, অনর্থক কথা-বার্তা থেকে দূরে থাকে, যাকাত প্রদানে হয় তৎপর, নিজেদের লজ্জা-স্থানের হেফাজত করে, তবে নিজেদের স্ত্রীদের ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ছাড়া, এদের কাছে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। আর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে কামনা করলে তারা সীমালংঘনকারী হবে। যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং নিজেদের সালাতগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করে—তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা শীতল ছায়াময় উদ্যানের উত্তরাধিকার লাভ করবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।"[১৭৫]

কিয়ামাতে যে প্রশ্নগুলো করা হবে

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। কেন সৃষ্টি করেছেন, সেটা আবার গোপনও করে রাখেননি। তিনি সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষ ও জিন জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর ইবাদাত করা।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾

[১৭৫] সূরা মুমিনূন, ২৩ : ১-১১।

"আমার ইবাদাত করার জন্যই আমি মানব ও জিন সৃষ্টি করছি।"[১৭৬]

কিয়ামাতের ময়দানে আমাদের কাছ থেকে হিসাব নেওয়া হবে, আমাদের জীবনের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ

'কিয়ামাতের দিন কোনও ব্যক্তি আল্লাহর নিকট হতে তার দুই পা একটুও সরাতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তাকে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে—

১. তার জীবন সম্পর্কে, কীভাবে তা বিনাশ করেছে?

২. তার যৌবন সম্পর্কে, কোথায় তা ক্ষয় করেছে?

৩. তার সম্পদ সম্পর্কে, কোথা হতে তা উপার্জন করেছে?

৪. কোন কোন খাতে তা ব্যয় করেছে?

৫. এবং তার জ্ঞান সম্পর্কে যে, জানা অনুযায়ী কী আমল করেছে?'[১৭৭]

আসুন! আফসোসের দিন আসার আগেই নিজেদের জীবনকে আল্লাহর পথে গঠন করি। সময়কে হেলাফেলায় নষ্ট না করে আখিরাতের প্রস্তুতি নিই। নইলে আগামীকাল আল্লাহর সামনে কী জবাব দিবেন? প্রশ্ন তো জানিয়েই দেওয়া আছে। কিন্তু উত্তর প্রস্তুত করছেন তো?

---

[১৭৬] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৫৬।

[১৭৭] তিরমিযি, ২৪১৬, সহীহ; সুয়ূতি, আল-জামিউস সগীর, ১৩২৫৫।
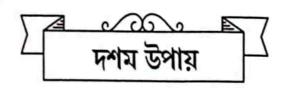
আল্লাহকে স্মরণ করুন সবসময়!

আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনও স্থানে বসল অথচ আল্লাহকে স্মরণ করল না, তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা ও নৈরাশ্য। আর যে ব্যক্তি কোথাও শয়ন করার পর আল্লাহর নাম নিল না তার জন্যও আল্লাহর পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা ও হতাশা।"[১৭৮]

পাঠক! দশ নম্বর পয়েন্টে আমরা বলেছিলাম, আল্লাহকে স্মরণ না করার কারণে মানুষ আফসোস করবে। আসুন, এই আফসোস থেকে বাঁচার উপায় নিয়ে কিছু কথা শুনি!

অলসতা থেকে নিজেকে দূরে রাখুন

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমি এমন ব্যক্তির চেহারা দেখতে অপছন্দ করি যে অলস বসে থাকে। সে দুনিয়ার জন্যেও কিছু করে না, আবার আখিরাতের জন্যেও কিছু করে না!'

---

[১৭৮] আবূ দাউদ, ৪৮৫৬।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) নিজেকে إِنِّي كَسْلَانُ 'আমি অলস' বলা পছন্দ করতেন না।[১৭৯]

হাসান বাস্‌রি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি তো কয়েকটি দিনের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নও। যখন একটি দিন চলে যায়, তখন তোমার একটি অংশ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি এমন সব নেক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছি, যারা তাদের জীবনের (প্রতিটি মুহূর্তের) উপর তাদের দীনার, দীরহামের (সম্পদের) চেয়ে বেশি লোভাতুর ছিলেন।'

এক খুতবায় হাসান বাস্‌রি বলেন, 'ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার চাকচিক্য যেন তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত না করে। যেন তোমার মনোযোগ নষ্ট না করে। তুমি বলো না, আমি এটা আগামীকাল করব। কারণ তোমার জানা নেই তুমি কখন মৃত্যুবরণ করবে!'[১৮০]

এক আলিম ও এক মজুরের ঘটনা

বিখ্যাত ইসলামি ফকীহ বকর আল-মুযানি (রহিমাহুল্লাহ) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একবার তিনি একজন দিনমজুরকে দেখলেন, বোঝা নিয়ে যাচ্ছে আর সবসময় বলছে, 'আলহামদুলিল্লাহ! আস্তাগফিরুল্লাহ!' আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা আর আমি আল্লাহর কাছে মাফ চাই!

দিনমজুরের এই অবস্থা দেখে তিনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। একসময় দিনমজুর বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বোঝা নামিয়ে রাস্তার পাশে এসে বসল। তখন তিনি তার সাথে কথা বললেন। মুযানি প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি এই দুইটি যিকর ছাড়া আর কিছু জানো না?'

দিনমজুরি জবাব দিল, অবশ্যই জানি। আমি আল্লাহর কিতাব কুরআন পড়তে পারি। কিন্তু একজন আল্লাহর বান্দা তো সবসময় ভালো-মন্দের মধ্যেই থাকে। কখনও

[১৭৯] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ৫/৩২০।

[১৮০] আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, কিতাবুয যুহদ, ৭।

কোনও ভালো আমল করে আবার কখনও গুনাহ করে ফেলে। এটাই তো মানুষের অবস্থা। এজন্য আমি ভালো কাজের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া ও প্রশংসা করি আর নিজের গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাই। সেই আলিম বললেন, নিঃসন্দেহে এই দিনমজুরের দীনের বুঝ আমার থেকেও বেশি!

অনেকে ভেবে পান না, আমি কী নেক আমল করব! অথচ নেক আমলের সংখ্যা ও বৈচিত্র এত বেশি, এত বেশি উপায়ে নেক আমল করা সম্ভব যা বলে শেষ করা যাবে না। শুধুমাত্র সদিচ্ছা ও আন্তরিক চেষ্টার অভাব। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'ছোট হলেও যে আমল নিয়মিত করা হয় সেটাই আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়।'[১৮১]

পরিকল্পিত জীবন যাপন করুন

সময়কে সুপরিকল্পিতভাবে কাজে লাগানো গেলে প্রতিদিন অল্প আমল করেও কত কিছু অর্জন করা যায়, তার একটি সহজ উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন: আপনি কি প্রতিমাসে একবার কুরআন শেষ করতে চান? তাহলে একটি সহজ পন্থা অনুসরণ করুন। নিশ্চয়ই জানেন, কুরআনের তিরশটি পারা বা ভাগ রয়েছে। প্রতি মাসে যেমন তিরিশ দিন থাকে তেমনিভাবে কুরআনেও তিরিশটি ভাগ বা পারা আছে। যদি কেউ প্রতিদিন একপারা করে কুরআন পড়ে তাহলে প্রতি মাসে একবার পুরো কুরআন পড়ে শেষ করতে পারবে। প্রতি পারায় থাকে বিশ পৃষ্ঠা। যদি কেউ প্রতিদিন প্রত্যেক ফরজ সালাতের সময় চার পৃষ্ঠা করে পড়েন তাহলে প্রতিদিন সহজেই এক পারা পড়ে শেষ করতে পারবেন। দেখুন, সদিচ্ছা থাকলে আমরা সহজেই কত নেক আমল করতে পারি! যদি আমরা আমাদের দৈনন্দিন কর্মসূচিকে সঠিকভাবে সাজিয়ে না রাখি, তাহলে অনেক ভালো কাজের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। পূর্বপরিকল্পনাবিহীন এলোমেলো কাজ থেকে কোনও কিছু অর্জন করা যায় না। একটি রুটিন বানান, কিছু ভালো কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করুন। এভাবে যদি আপনি ভালো আমল করাকে নিজের অভ্যাস বানিয়ে ফেলতে পারেন, তাহলে সহজেই অনেক আমল করতে পারবেন। এর মাঝেই আনন্দ ও তৃপ্তি খুঁজে পাবেন। হিদায়াতের পথে অটল থাকতে পারবেন। অনিয়মিতভাবে হঠাৎ দু'একদিন অনেক

[১৮১] বুখারি, ৫৮৬১; মুসলিম, ৭৮৩।

বেশি আমল করার থেকে অল্প আমল নিয়মিত করার পুরস্কারই পরিণামে বেশি হবে।

আল্লাহকে স্মরণ করার মধ্যে অন্তরের প্রশান্তি নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনের বহু জায়গায় তাঁকে স্মরণ করার বিষয়ে জোর তাগিদ দিয়েছেন। যিকরকে সফলতার অন্যতম কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যারা যিকর করে তাদের অন্তর জীবিত আর যারা যিকর করে না তাদের অন্তর মৃত।

আবূ মূসা আশআরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَثَلُ الَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِيْ لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الْحَيِّ والْمَيِّتِ

"যে তার প্রতিপালকের স্মরণ করে, আর যে স্মরণ করে না, তাদের উপমা হলো জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মতো।"[১৮২]

যিকরকারীরাও কিয়ামাতের দিন আফসোস করবে কেন তারা আরেকটু বেশি পরিমাণ যিকর করল না। আর যিকর থেকে যারা উদাসীন ছিল তাদের তো আফসোসের সীমা থাকবে না। মুমিন বান্দাদের যাতে আফসোস করতে না হয়, আখিরাতে উঁচু মর্যাদা নসীব হয় সে কারণে আল্লাহ তাআলা যিকরের বিষয়ে এত উৎসাহ প্রদান করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ "আর আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ।"[১৮৩]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٣٥﴾

"যেসব পুরুষ ও নারী আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।"[১৮৪]

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿٤١﴾

---

[১৮২] বুখারি, ৬৪০৭; মুসলিম, ৭৭৯।

[১৮৩] সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৪৫।

[১৮৪] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৫।

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো।"[১৮৫]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾

"ওহে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল না করে। যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে।"[১৮৬]

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তিনিও সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ রাখেন। যারা আল্লাহর ব্যাপারে উদাসীন তাদের সাথে যেন তিনি অন্তর্ভুক্ত না হন। আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

"হে নবি! তোমার রবকে স্মরণ করো—সকাল-সাঁঝে, মনে মনে, কান্নাজড়িত স্বরে ও ভীত-বিহবল চিত্তে এবং অনুচ্চ কণ্ঠে। তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা গাফলতির মধ্যে ডুবে আছে।"[১৮৭]

আল্লাহর স্মরণে চারটি উপকার

আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করলে চারটি উপকার পাওয়া যায়। আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ খুদরি (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ

---

[১৮৫] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪১।

[১৮৬] সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ : ৯।

[১৮৭] সূরা আ'রাফ, ৭ : ২০৫।

عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

"কিছু লোক বসে আল্লাহ তাআলার স্মরণে করলে,

এক. ফেরেশতা তাদেরকে ঘিরে রাখে,

দুই. রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে নেয়,

তিন. তাদের ওপর শান্তি নাযিল হয় এবং

চার. আল্লাহ তাআলা তাদের কথা সেসব লোকদের সামনে আলোচনা করেন, যারা তাঁর কাছে থাকেন।"[১৮৮]

জিহ্বা সিক্ত থাকুক আল্লাহর যিকরে

একবার এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে একটি সহজ উপদেশ চাইল। নবিজি তখন তাকে আল্লাহ তাআলার যিকরের নির্দেশ দিলেন। আবদুল্লাহ ইবনু বুসর (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক লোক বলল,

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ

'হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য ইসলামের শারীআতের বিষয়াদি অনেক বেশি হয়ে গেছে। সুতরাং আমাকে এমন একটি বিষয় জানান, যা আমি শক্তভাবে আঁকড়ে থাকতে পারি।'

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ

"সর্বদা তোমার জিহ্বা যেন আল্লাহ তাআলার যিকরের দ্বারা সিক্ত থাকে।"[১৮৯]

---

[১৮৮] মুসলিম, ২৭০০।

[১৮৯] তিরমিযি, ৩৩৭৫, সহীহ।

নেক আমল দিয়ে গুনাহের ক্ষতিপূরণ আদায় করুন!

পাঠক! এগার নম্বর পয়েন্টে আমরা বলেছিলাম, মানুষ আফসোস করে বলতে থাকবে, হায় যদি আমার আমলনামা না দেওয়া হতো। আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! ...[১৯০]
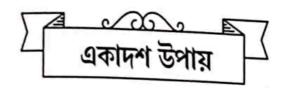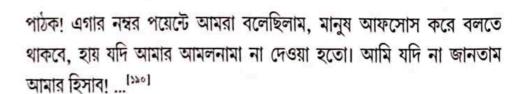
এই আফসোস থেকে বাঁচার জন্য প্রথমে পাপের ক্ষতি ও বাস্তবতা বোঝা জরুরি। পাপ হলো ফলের বীজের মতো। যেভাবে একটি বীজ থেকে আরেকটি ফলের জন্ম হয়, তেমনিভাবে একটি পাপ থেকে আরেকটি পাপের জন্ম হয়।

সালাফগণ বলেছেন, একটি পাপ আরেকটি পাপের দিকে ঠেলে দেয়। এটা পাপের একটি শাস্তিও বটে। অপরদিকে, একটি নেকি আরেকটি নেক আমলের দিকে এগিয়ে দেয়। পাপে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া একটি মারাত্মক শাস্তি। তখন পাপের কোনও স্বাদ না পেলেও পাপী লোক পাপ ছাড়তে পারে না। এরূপ ব্যক্তি যখন বদ আমল ছেড়ে দিয়ে নেক আমল করার চেষ্টা করে, তখন তার দম বন্ধ হয়ে আসে। তবুও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এ প্রসঙ্গে একটি চমকপ্রদ ঘটনা শুনুন!

---

[১৯০] সূরা আল-হাক্কা, ৬৯ : ২৫-২৭।

ইমাম আবূ বকর শিবলি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'একবার আমি এক কাফেলার সাথে সিরিয়া যাচ্ছিলাম। পথে একদল চোর-ডাকাত আমাদের ওপর হামলা করল। তারা আমাদের সমস্ত মালামাল লুট করে নিয়ে সেগুলো তাদের নেতার সামনে হাজির করল। মালামালের মধ্যে চিনি, বাদাম ইত্যাদি খাদ্যও ছিল। চোরেরা সেগুলো খাওয়া শুরু করল। কিন্তু তাদের নেতা সেদিকে হাত বাড়ালো না। আমি জানতে চাইলাম, তোমার লোকেরা সবাই খাওয়া-দাওয়া করছে, তুমি খাচ্ছ না কেন? সে জবাব দিল, আমি সিয়াম রেখেছি! তার জবাব শুনে আমি অবাক হলাম। আবার প্রশ্ন করলাম, তোমার লোকেরা আমাদের মালামাল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, আবার তুমি সিয়াম রাখছ? সে জবাব দিল, গুনাহের ক্ষতিপূরণের জন্য তো কিছু করা উচিত!

কিছুদিন পর আমি ওই লোকটিকে দেখলাম মক্কায়। দেখলাম সে ইহরামরত অবস্থায় কাবা তাওয়াফ করছে। তার চেহারায় ইবাদাতের নূর আছে, কপালে সাজদার চিহ্ন। ইবাদাত-বন্দেগির কারণে তার শরীর দুর্বল হয়ে এসেছে। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আরে! তুমি কি সেই একই লোক নও? সে জবাব দিল, হ্যাঁ আমিই সেই লোক। সেই সিয়ামের কারণেই আমি গুনাহ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি।'[১৯১]

প্রতিদিনই কিছু নেক আমল করুন

পাঠক! এই ঘটনার শিক্ষণীয় বিষয় হলো, কখনোই নেক আমল ছাড়া যাবে না। যতই গুনাহ হোক না কেন নেক আমল চালিয়ে যেতে হবে। এমন মনে করবেন না—আমি তো হিজাব করি না, তাহলে সালাত আদায় করে কী লাভ? আমি তো অনেক গুনাহ করি, তাহলে কুরআন তিলাওয়াত করে কী হবে? আসলে, আমরা সবাই গুনাহগার। কেউই ভুলের উর্ধ্বে নই, কেউই ফেরেশতা নই। তাই সবসময় ভালো কাজ চালিয়ে যেতে হবে। নেক আমল দিয়ে গুনাহের ক্ষতিপূরণ আদায়ের চেষ্টা চালু রাখতে হবে। হয়তো কোনও একটি কাজ কবুল করে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে হিদায়াতের পথে প্রতিষ্ঠা করবেন।

---

[১৯১] ইবনু কুদামা, কিতাবুত-তাওয়াবীন, ১/২৭৬।

আল্লাহ তাআলা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমি তোমাদের প্রতিটি কাজকর্ম লিখে রাখছি। তোমাদের সাথে সর্বাবস্থায় আমার প্রহরী নিযুক্ত রয়েছে, তোমরা যা কিছু করো সবকিছু তারা জানে এবং টুকে রাখে। সুতরাং সাবধান হও। প্রতিটি কাজ বুঝে-শুনে করো যে, তা তোমার পক্ষে যাচ্ছে না বিপক্ষে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿١٢﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ﴿١٤﴾

"অবশ্যই তোমাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে এমন সম্মানিত লেখকবৃন্দ, যারা জানে তোমরা যা করো। নিশ্চয় সৎকর্মশীলগণ থাকবে জান্নাতে এবং পাপাচারীরা থাকবে জাহান্নামে।"[১৯২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ﴿٨﴾

"তারপর যে অতি অল্প পরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তা দেখে নেবে এবং যে অতি অল্প পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সে তা দেখে নেবে।"[১৯৩]

তাই সেদিন আফসোস করার চেয়ে দুনিয়াতেই নিজেরা নিজেদের কাজের হিসাব নেওয়া উচিত। উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন,

حَاسِبُوْا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوْا وَزِنُوْا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوْزَنُوْا، فَإِنَّ أَهْوَنَ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا أَنْ تُحَاسِبُوْا أَنْفُسَكُمْ تَزِنُوْا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ يَوْمَ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

"তোমাদের হিসাব নেওয়ার আগে তোমরা নিজেরাই নিজেদের হিসাব নাও, তোমাদের (আমলনামা) ওজন করার আগে তোমরা নিজেরাই তোমাদের (আমলনামা) পরিমাপ করে নাও। কেননা আগামীকাল

[১৯২] সূরা ইনফিতার, ৮২ : ১০-১৪।

[১৯৩] সূরা যিলযাল, ৯৯ : ৭-৮।

হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এবং মহাপরিমাপের ক্ষেত্রে তা সহজ হবে, যেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না।"[১৯৪]

একটি বাস্তব উদাহরণ

আমি আমাকে দিয়েই একটা উদাহরণ দিই। আমি বিভিন্ন মাহফিলে বয়ান করি। তখন আমার সামনে অনেক ক্যামেরা থাকে। ক্যামেরা সামনে থাকাবস্থায় কথা বলা আর না থাকা অবস্থায় কথা বলা এক নয়। সামনে ক্যামেরা না থাকলে আপনাদের স্মৃতিই ক্যামেরা, আমি যতটুকু কথাবার্তা বললাম, এর মধ্যে যদি কোনও ভুলভ্রান্তি হয়, তাহলে কোনোরকম রেকর্ড থাকল না, এখানেই শুরু এখানেই শেষ। আপনাদের মস্তিষ্ক যতটুকু ধারণ করতে পারে ওতটুকুই। খুব বেশি দিন স্থায়ীও হবে না। আর সামনে যখন পাঁচ-সাতটা ক্যামেরা থাকে তখন হিসাব করে কথা বলতে হয়। এখন ভুল বললে হয়তো তৎক্ষণাৎ পার পেয়ে যেতে পারি, কিন্তু কথাগুলো তো ক্যামেরায় বন্দি থেকে যায়। পরবর্তীতে যেকোনও সময় ধরা পড়ে যেতে পারি। ভুলগুলো সবার সামনে চলে আসতে পারে। ফলে মানুষের নিকট লাঞ্ছিত আর অপমানিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তার মানে সামনে ক্যামেরা থাকলে একজন হুজুরও সাবধানে কথা বলে। হিসাব করে, চিন্তা-ভাবনা করে কথা বলে যে, কথা যেন লাগামহীন হয়ে না পড়ে।

এরকমভাবে প্রতিটি মানুষ যদি চিন্তা করে—আরে দুনিয়ার বুকে সব ক্যামেরা নষ্ট হতে যেতে পারে, মেমোরি নষ্ট হয়ে যেতে পারে, আজকে স্যাটেলাইট আছে, স্যাটেলাইট ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, ইউটিউব অকেজো হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামীন যে বলেছেন, দুই জন তোমাদেরকে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করছে, তারা আমার সবকিছু দেখছে, শুনছে। আল্লাহ আমার কাঁধের মধ্যে অসীম একটি চীপ (রেকর্ডার) ঢুকিয়ে দিয়েছে, যা অনবরত রেকর্ড করে চলেছে। এর জন্য কোনও আলোর প্রয়োজন নেই, দিনে-রাতে, আলোতে-অন্ধকারে, ১০০ তলার ওপরে, ১০০ তলা মাটির নিচে, নির্জন কোনও দ্বীপে—কোনও জায়গা বাদ নেই যেখানে তা রেকর্ড করছে না। আর ওই রেকর্ডটা কিয়ামাতের ময়দানে আমাকে

---

[১৯৪] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ৩৪৪৫৯; আহমাদ, আয-যুহ্দ, ৬৩৩।

দেখানো হবে।

বিশ্বাস করেন- মানুষজন যদি প্রতিটি কাজে-কর্মে এরকম চিন্তা করে পথ চলে তাহলে অর্ধেক মানুষ এমনিতেই ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু এই চেতনা আমাদের ক'জনের রয়েছে? আজ আমাদের থেকে এই ভাবনা বিদায় নিয়েছে।

'এই এলাকাটি সিসিটিভি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত' এই লেখা দেখে চোরও চিন্তা করে- চুরি করার বহু জায়গা আছে, এই এলাকায় চুরি করার দরকার নাই। সিসিটিভির মধ্যে চুরি করলে ধরা পড়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। তার চেয়ে আজ চুরি না করে বরং না খেয়ে থাকব। তবুও এই আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত নেবো না।

আমি যে এলাকায় থাকি সেখানকার একটি গলিতে মানুষজন খুব ময়লা ফেলে। একদিন ভাঙারির দোকান থেকে ভাঙাচোরা একটা সিসিটিভি ক্যামেরা এনে ঝুলিয়ে দিয়েছে। ভেতরে কিছুই নেই, কোনও কাজ করে না একেবারে অকেজো। ঠিক এরপর থেকে কেউ আর কিছু ফেলতে সাহস পায় না। এমনকি পানের পিক ফেলতে গেলেও সিসি ক্যামেরা দেখে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চলে যায়। আমি নিজে দেখেছি এই বাস্তবতা। অথচ ওর ভিতরে কিন্তু সবকিছু অচল, নিষ্ক্রিয়। কী ভয় আমাদের মধ্যে চিন্তা করুন। ভুয়া ক্যামেরা দেখেও ভয়! আর আল্লাহ রব্বুল আলামীন সার্বক্ষণিক আমাদের জন্য যে ক্যামেরা রেখেছেন, তার কোনও ভয় আমাদের মধ্যে নেই। অপরাধ করতে কোনও দ্বিধা হয় না। কিন্তু কিয়ামাতের দিন ঠিকই ভয় হবে যখন সমস্ত কৃতকর্ম সামনে চলে আসবে। ছোট-বড় সব প্রকাশিত হয়ে যাবে। সেদিন আফসোস করতে থাকবে। কিন্তু সেই আফসোস কোনও কাজে আসবে না। তাই সেই ভয়াবহ দিনে নিরাপদে থাকতে চাইলে দুনিয়ার জীবনে প্রতিটি কাজ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেখানো পন্থায় করতে হবে। নিজেকে পরিপূর্ণরূপে সমর্পণ করতে হবে।
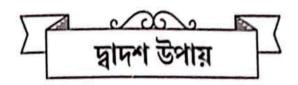
দলীল অনুযায়ী আমল করুন। বিদআত থেকে দূরে থাকুন।

পাঠক! বারো নম্বর পয়েন্টে আমরা বলেছিলাম, মানুষ সেদিন মনগড়া আমলের জন্য আফসোস করবে। দ্বীনবহির্ভূত বিদআতি আমল কিছুতেই কবুল হবে না।

দ্বীনের মধ্যে যে কেউ নতুন কিছু আবিষ্কার করবে তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তার সে কাজ প্রত্যাখ্যাত হবে, এর কোনও প্রতিদান তো সে পাবেই না বরং শাস্তির মুখোমুখি হবে। সে যেন দ্বীনকে ধ্বংস করার এক ঘৃণ্য পথ অবলম্বন করেছে। আর যে ব্যক্তি কোনও বিদআতিকে (দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু প্রবর্তনকারীকে) আশ্রয় দিবে তার ওপর আল্লাহ তাআলার, ফেরেশতাদের এবং সমস্ত মানুষের লানত। নিচে বর্ণিত পাঁচটি হাদীস খুব ভালোভাবে লক্ষ করুন—

এক.

আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ، فَهُوَ رَدٌّ

'কেউ আমাদের এ শারীআতে নাই এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যাত।'[১৯৫]

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে,

مَن عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"যে কেউ এমন আমল করবে যার ব্যাপারে আমাদের কোনও দিক-নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত।"[১৯৬]

দুই.

আলি ইবনু আবী তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ آوٰى مُحْدِثًا

"আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তিকে লানত করেছেন যে কোনও বিদআতিকে আশ্রয় দেয়।"[১৯৭]

তিন.

অন্যকে নেক কাজের পথ দেখান

জারীর ইবনু আবদিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

[১৯৫] বুখারি, ২৬৯৭; মুসলিম, ১৭১৮।

[১৯৬] মুসলিম, ১৭১৮।

[১৯৭] মুসলিম, ১৯৭৮।

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

"যে ব্যক্তি ইসলামে কোনও উত্তম আদর্শ চালু করবে তার জন্য থাকবে সে কাজের প্রতিদান এবং তার পরে যারা সে কাজ করবে তাদের প্রতিদানও; কারও প্রতিদানে বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোনও মন্দ পথ চালু করবে তার জন্য থাকবে সে কাজের গুনাহ এবং তার পরে যারা সে কাজ করবে তাদের গুনাহও; কারও গুনাহে কোনও প্রকার কমানো ছাড়াই।"[১৯৮]

চার.

আবূ মাসঊদ আনসারি (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক লোক নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, "আমার বাহন হালাক হয়ে গেছে, আপনি আমাকে একটি বাহন দিন।" নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'আমার কাছে তো তা নেই।' সে সময় এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি এমন এক ব্যক্তির সন্ধান তাকে দিচ্ছি, যে তাকে বাহন দিতে পারে।' রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

"যে ব্যক্তি কোনও ভালো কাজের পথ দেখায়, তার জন্যে আমলকারীর সমান সাওয়াব রয়েছে।"[১৯৯]

পাঁচ.

একবার একদল লোক রাসূলের নিকট আসল। তাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের জন্য দান করতে

---

[১৯৮] সুয়ূতি, আল-জামিউস সগীর, ১১২৫১, সহীহ।

[১৯৯] মুসলিম, ১৮৯৩।

আহ্বান করলেন, তখন একজন আনসারি লোক এল, তার হাতে একটি রূপার থলে ছিল যার ওজনে তার হাত খুব ভারী মনে হলো, সে থলেটি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে রাখল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেহারা আনন্দ ও খুশিতে চমকিতে লাগল এবং তিনি বললেন,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে একটি ভালো সুন্নত প্রচলন করল তার জন্য কিয়ামাত পর্যন্ত তার আমলের সাওয়াব এবং যে ব্যক্তি সে অনুযায়ী আমল করল তার সাওয়াব মিলবে।"[২০০]

লক্ষণীয় বিষয় হলো এখানে سَنَّ অর্থ—আমল বাস্তবায়ন করা, আবিষ্কার করা নয়। ফলে, যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে একটি ভালো সুন্নত প্রচলন করল—এর অর্থ হলো, কোনও আমল বাস্তবায়ন করা আবিষ্কার করা নয়। কারণ, আবিষ্কার করা নিষিদ্ধ, কেননা রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবন (বিদআত)। আর প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহি।"[২০১]

---

[২০০] মুসলিম, ১০১৭।

[২০১] মুসলিম, ৮৬৭; আবু দাউদ, ৪৬০৭।
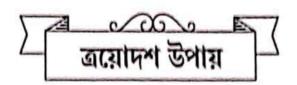
শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচুন!

আসমাঈ (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, 'একবার আমার সাথে শামের এক লোক ছিল। তখন এক আনার বিক্রেতা ফল নিয়ে এল। সে ফল বিক্রির জন্য নানারকম সুন্দর কথাবার্তা বলছিল। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, আমার সাথে থাকা লোকটি লুকিয়ে একটি আনার চুরি করলেন এবং নিজের জামায় ঢুকিয়ে ফেললেন। অথচ তিনি শামের একজন অভিজাত ব্যক্তি ছিলেন। আমি নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না। একটু পর আমাদের কাছে এক ভিক্ষুক এল। তখন আমার সাথি নিজের জামা থেকে আনার বের করে সেই ভিক্ষুককে দিল। আমি এই অদ্ভুত কাজের ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, 'আপনি কি জানেন না আনার চুরি করা একটি গুনাহের কাজ আর ভিক্ষুককে কিছু দান করা দশটি নেকির কাজ!'

ইমাম আসমাঈ জবাব দিলেন, 'তুমি কি জানো না, চুরি করা হারাম। আর হারাম কাজে উপার্জিত সম্পদ থেকে তুমি যা দান করবে সেটা কবুল হবেনা!'

দেখুন! শয়তান কতভাবে মানুষকে ধোঁকা দেয়। মানুষ মনে করে সে ভালো কাজই করছে, অথচ শয়তান তাকে খারাপ কাজ করিয়ে ছাড়ে। ইলম না থাকলে এসব ধোঁকা থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। সেজন্যই ইমাম আসমাঈ ঐ শামের লোকটির ভুল

ধরিয়ে দিয়ে বললেন, হারাম কাজে উপার্জিত সম্পদ থেকে তুমি যা দান করবে সেটা কবুল হবে না!

আজকাল আমরা ইসলামের পথ ছেড়ে শয়তানের মতাদর্শ ও বিভিন্ন রকম মানব রচিত মতবাদের পিছে ছুটছি। কখনও নারীবাদ, কখনও সেকুলারিজম, গণতন্ত্র, কখনও সমাজতন্ত্র—যেন এসবের কোনও শেষ নেই! এগুলো সব শয়তানের পথ। এসব ছেড়ে আমাদেরকে আসতে হবে ইসলামের পথে। দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ ইসলাম। গত শতাব্দীর শুরুর দিকে খিলাফতের পতনের পর আরবদেশগুলোতে আরব-জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটেছিল। তারা ইসলামি আদর্শ ও চিহ্ন, বৈশিষ্ট্য বর্জন করতে শুরু করেছিল। ইউরোপের চাকচিক্য দেখে ভেবেছিল, ইসলাম বাদ দিলে আমরাও ওদের মতো হতে পারব! কিন্তু অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার পর ঐসব নাদান লোকেরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে। আজ আরবের যুবকরা আবারও ইসলামের দিকে ফিরে আসতে শুরু করেছে।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সেই বিখ্যাত উক্তিটি সবসময় স্মরণ রাখুন—

إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللهُ بِالْإِسْلَامِ، فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللهُ

"আমরা ছিলাম মর্যাদাহীন, সবচেয়ে লাঞ্ছিত জাতি। আল্লাহ তাআলা ইসলামের মাধ্যমে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ আমাদেরকে যা দ্বারা সম্মানিত করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছুর মাধ্যমে যদি আমরা সম্মান খুঁজতে যাই তাহলে আল্লাহ তাআলা আবার আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।"[২০২]

আরেকটি ঘটনা শুনুন! এটি তুরস্কে উসমানি খিলাফতের পতনের পরবর্তী সময়ের ঘটনা। এক জার্মান শাসক তুরস্ক সফর করতে এল। তুর্কি কংগ্রেসের জনৈক সদস্য ভাবল জার্মানির শাসককে দেখাবে, এখন তুরস্কের লোকেরা কতটা প্রগতিশীল। এজন্য সে একদল স্কুলের মেয়েদেরকে পশ্চিমা পোশাক পরিয়ে রাস্তায় নিয়ে এল।

[২০২] মুনযিরি, আত-তারগীব, ২৮৯৩; হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ২০৭।

আর তাদের হাতে একতোড়া করে গোলাপ তুলে দিল।

সেই জার্মান শাসক মুসলিম মেয়েদের এমন পোশাকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। সে কংগ্রেসের দায়িত্বশীল লোকটিকে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম এই মেয়েরা হিজাব পরবে। তুরস্কের মেয়েদেরকে আমরা শোভন পোশাকে দেখে অভ্যস্ত। আর এটাই তো তোমাদের ইসলামি নিয়মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আমি তো দেখছি এরা অশ্লীল পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা এসব কারণে ইউরোপে অনেক সমস্যায় ভুগছি। আমাদের পরিবার কাঠামো ভেঙে পড়ছে, সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, উঠতি ছেলেমেয়েরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

দেখুন, কখনও কখনও কাফিররাও আল্লাহর দ্বীনের মর্ম কত চমৎকার বুঝতে পারি। কিন্তু আজকাল আমরা যেন চোখ থাকতে অন্ধ, কান থাকতেও বধির, হৃদয় থাকতেও বোধশক্তিহীন হয়ে গেছি! পাঠক, আর দেরি না করে ফিরে আসুন ইসলামের দিকে। শয়তানের পথে চলা বন্ধ করুন! নিজের প্রতি রহম করুন!

শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু

আল্লাহ তাআলা অগ্রিম জানিয়ে দিয়েছেন যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সবসময় সে তোমাদের ক্ষতি করার জন্য ওঁত পেতে থাকে, সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করতে সে বদ্ধপরিকর। একটু সুযোগ পেলেই ভ্রষ্টতার অতলে নিয়ে যাবে। সুতরাং শয়তান থেকে সাবধান থেকো, সবসময় সতর্ক হয়ে জীবনযাপন করো। তাহলে কিয়ামাতের দিন আফসোস থেকে বেঁচে যাবে। সহজেই সফলকামদের সঙ্গী হতে পারবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾

"নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু, অতএব তোমরা তাকে শত্রুরূপেই

গ্রহণ করো। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামি হয়।"[২০৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٠٩﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের অনুসারী হয়ো না, কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তোমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হিদায়াত এসে গেছে। তা লাভ করার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তাহলে নিশ্চিত জেনে রেখো আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"[২০৪]

শয়তান থেকে বাঁচতে আল্লাহর আশ্রয় খুঁজুন

শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার কোনও বিকল্প নেই। যখন কেউ শয়তানের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়, তখন শয়তান একটি মাছির থেকেও ক্ষুদ্রাকৃতির হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন,

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٠٠﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُوْنَ ﴿٢٠١﴾

"আর যদি কখনও শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর আশ্রয় চাও। তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন। প্রকৃতপক্ষে যাদের মনে আল্লাহর ভয় আছে, তাদেরকে যদি কখনও শয়তানের প্রভাবে অসৎচিন্তা স্পর্শও করে যায়, তাহলে তারা তখনই

[২০৩] সূরা ফাতির, ৩৫ : ৬।

[২০৪] সূরা বাকারা, ২ : ২০৮-২০৯।

সতর্ক হয়ে ওঠে, তারপর তারা নিজেদের সঠিক কর্মপদ্ধতি পরিষ্কার দেখতে পায়।"[২০৫]

শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করা জরুরি। কারণ আমরা শয়তানকে দেখি না। কিন্তু শয়তান আমাদেরকে দেখে। তাই আল্লাহ ব্যতীত শয়তান থেকে আর কেউ রক্ষা করতে পারে না। নিম্নে দুটি দুআ উল্লেখ করা হলো—

رَّبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَّحْضُرُوْنِ

"হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই শয়তানের প্রলোভন থেকে; রব আমার! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই আমার কাছে তাদের আগমন থেকে।"[২০৬]

اَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

"আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই বিতাড়িত শয়তান থেকে এবং তার প্রলোভন ও ফুঁ থেকে।"[২০৭]

---

[২০৫] সূরা আ'রাফ, ৭ : ২০০-২০১।

[২০৬] সূরা মুমিনূন, ২৩ : ৯৭-৯৮।

[২০৭] ইবনু মাজাহ, ৮০৮; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৩৮৩০; আবূ দাউদ, ৭৭৫, সহীহ।

হাদীসে উল্লেখিত পাঁচটি আফসোস

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, মৃত্যুর পর কী কী কারণে মানুষ আফসোস করতে থাকবে। একইভাবে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদিসে 'হাসরা' (حَسْرَةٌ) বা আফসোসের বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। এখানে আমরা কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি।

১. সূরা বাকারা তিলাওয়াত না করার জন্য আফসোস :

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছন,

اِقْرَءُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ

"তোমরা সূরা বাকারা তিলাওয়াত করবে। কেননা, তা তিলাওয়াত করাতে বরকত রয়েছে। এটা বর্জন করা আফসোসের এবং বাতিলপন্থীরা* এর সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবে না।"[২০৮]

২. যেসব মজলিসে আল্লাহ তাআলার স্মরণ করা হয় না সেসব মজলিসে যোগদানের জন্য আফসোস :

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُوْنَ اللهَ فِيْهِ، إِلَّا قَامُوْا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ،

---

[২০৮] মুসলিম, ১৭৫৭। *এখানে বাতিলপন্থী অর্থ জাদুকর।

وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً

"যখন লোকেরা এমন কোনও মজলিসে যোগদান করে যেখানে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ করা হয় না, এরপর যখন সেই মজলিস থেকে উঠে আসে, তখন যেন মৃত গাধার লাশের স্তুপ থেকে উঠে এল। এই মজলিস কিয়ামাতের দিন তাদের আফসোসের কারণ হবে।"[২০৯]

৩. নেতৃত্ব ও ক্ষমতার লোভ করার কারণে আফসোস :

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَإِنَّهَا سَتَكُوْنُ نَدَامَةً وَ حَسْرَةً، فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ، و بِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ

"নিশ্চয়ই তোমরা নেতৃত্বের লোভ পোষণ কর, অথচ কিয়ামাতের দিন তা অনুশোচনার কারণ হবে। কতই-না উত্তম দুগ্ধদায়িনী এবং কতই-না মন্দ দুগ্ধ পানে বাধা দানকারিণী। (অর্থাৎ নেতৃত্ব লাভ করা প্রথম দিকে দুগ্ধদানের ন্যায় তৃপ্তিকর, আর এর পরিণাম হয় দুধ ছাড়ানোর মতো যন্ত্রনাদায়ক।)"[২১০]

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নেতৃত্বের পদমর্যাদা ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে দুগ্ধদানকারিনী মায়ের সাথে তুলনা করেছেন। দুগ্ধদানকারিনী মা প্রথমে তার সন্তানকে দুধ পান করাতে কোনও কষ্ট অনুভব করেন না; বরং তৃপ্তিবোধ করেন। একইভাবে যারা নেতৃত্বের পদে থাকেন, তারা এই পদে থাকার কারণে মান-মর্যাদা, সম্মান, শক্তি, ক্ষমতা ও সম্পদ লাভ করেন। এজন্য তাদেরকে কোনও বাড়তি কষ্ট করতে হয় না, তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলেন। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না এই ক্ষমতা চিরদিন থাকে না। যেভাবে দুগ্ধপানকারী শিশুকে একসময় জোর করে অনেক কষ্টে দুধ খাওয়ানো ছাড়াতে হয়, তেমনিভাবে ক্ষমতাসীন ব্যক্তির কাছ থেকেও একদিন ক্ষমতা চলে যায়। তবে পরিণামটা হয় অনেক কষ্টের। যদি এই ক্ষমতা ও শক্তিকে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে না লাগায় তাহলে শেষ বিচারের দিনে এটা তাদের

[২০৯] আবু দাউদ, ৪/২৬৪।

[২১০] বুখারি, ২৬২।

জন্য প্রচণ্ড আফসোস ও অনুশোচনার কারণ হবে। সেদিন তাদের হাতে কোনও ক্ষমতা থাকবে না বরং তাদের ওপর আফসোস ও অনুশোচনার গ্লানি চাপিয়ে দেওয়া হবে। সব মানুষই সেদিন আল্লাহর সামনে অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

৪. ত্রুটিপূর্ণ ও রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদাতকারীর জন্য আফসোস:

সত্যিই সেসব ইবাদাতকারীর অবস্থা কত আশ্চর্যজনক ও করুণ! বছরের পর বছর তারা আল্লাহর ইবাদাত করে কাটিয়ে দিল, মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করল, ওয়াজ নসিয়ত করল, বই-পুস্তক ছাপাল, দান-সদকা করল, মাসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করল, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করল, মোটকথা—এমন কোনও কাজ নেই যা করল না। কিন্তু যদি এসব আমলে ইখলাস বা আন্তরিকতা না থাকে, যদি এসব আমল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা না হয় অর্থাৎ যদি নিয়তের বিশুদ্ধতা না থাকে, তাহলে শেষ বিচারের দিন এগুলো তাদের অপমান ও আফসোসের কারণ হবে।

যেসব আমলের উদ্দেশ্য মানুষকে দেখানো সেগুলো আল্লাহ কবুল করবেন না। বিচারের ময়দানে কত ইবাদাতকারী পাহাড়সম আমল নিয়ে হাজির হবে কিন্তু সেগুলো তাদের চোখের সামনে ধুলার স্তূপে পরিণত হবে। এরপর সেগুলো ছাইয়ের মতো উড়িয়ে দেওয়া হবে। তখন তারা হবে দেউলিয়া, হবে নিঃস্ব! এর কারণ তাদের ইবাদাত ছিল ত্রুটিপূর্ণ। এটি একটি তলাবিহীন বালতির মতো। যতই আমরা ওপর থেকে পানি ঢালি না কেন, যদি বালতির তলা না থাকে তাহলে সেখানে কোনও পানি ধরে রাখা যাবে না। সব পড়ে যাবে। তেমনিভাবে যারা ইবাদাতের মাধ্যমে রিয়া করেছে, মানুষকে দেখিয়ে বেরিয়েছে গর্ব-অহংকার করেছে, আত্মতুষ্টিতে ভুগেছে—এসব ত্রুটিপূর্ণ ইবাদাত আল্লাহ কিছুতেই কবুল করবেন না। আল্লাহ বলেন, 'তারা দেখতে পাবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন শাস্তি, যা তারা কল্পনাও করত না।'[২১১]

৫. নিজের নেক আমল অন্যকে দিয়ে দেওয়ার আফসোস :

একবার চিন্তা করুন, আপনি কোনও একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। সারা মাস কঠোর পরিশ্রম করলেন। প্রতিদিন নিয়মিত অফিসে গেলেন। দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ করলেন। কখনও কখনও এর থেকেও বেশি কাজ করলেন। এরপর মাস শেষে

[২১১] সূরা যুমার, ৩৯ : ৪৭।

যেদিন বেতন নেওয়ার দিন এল, সেদিন দেখলেন আপনার সমস্ত বেতন কেটে নেওয়া হয়েছে! এমনকি আপনার বেতন আরেকজনকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ লোকটি ঠিকমতো কাজই করেনি। আর সেই লোকের ভুলগুলোর জন্য আপনাকে জরিমানা করা হচ্ছে! আপনার পদাবনতি ঘটিয়ে অন্যত্র বদলিও করে দেওয়া হলো। তখন আপনার অনুভূতি কেমন হবে? পাঠক! এর থেকেও অনেক খারাপ অনুভূতি হবে শেষ বিচারের দিনে। কারণ সেইদিন এমন বহু মানুষ থাকবে যারা অনেক আল্লাহর ইবাদাত করেছে কিন্তু সেইসব ইবাদাতের কোনও মূল্য থাকবে না! তাদের ইবাদাতের নেকি তো পাবেই না বরং অন্যের গুনাহগুলো তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে। আর তাদের নেকিগুলো অন্য মানুষদের দিয়ে দেওয়া হবে!

একবার চিন্তা করুন! দীর্ঘ গরমের দিনে আপনি সিয়াম রেখেছেন। শীতের রাতে উঠে তাহাজ্জুদের সালাত পড়েছেন। নিজের কষ্টার্জিত উপার্জন থেকে মানুষকে দান করেছেন। অনেক নফল ইবাদাত-বন্দেগিও করেছেন। এরপর যদি এসবের কোনও পুরস্কার না পাওয়া যায়, তাহলে সেটা কত আফসোস আর অনুশোচনা কারণ হতে পারে!

যেসব মানুষ যিনা-ব্যভিচার করেছে, মদ পান করেছে, মানুষ খুন করেছে, নানা রকমের অন্যায় অপরাধ করেছে—তাদের গুনাহ যদি আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন আপনার কেমন লাগবে? শুনতে আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, বিচারের দিনে এটাই হবে অনেক মানুষের পরিণতি! কিন্তু এর কারণ কী? আসুন, হাদীসের দিকে দেখা যাক!

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

> مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ، مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ؛ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ
>
> "যে ব্যক্তি তার ভাই এর ওপর জুলুম করেছে সে যেন তা থেকে মাফ নিয়ে নেয়, তার ভাই-এর জন্য তার কাছ থেকে নেকি কেটে নেওয়ার পূর্বে। কেননা সেখানে (হাশরের ময়দানে) কোনও দীনার বা দিরহাম পাওয়া যাবে না। তার কাছে যদি নেকি না থাকে তবে তার (মজলুম)

ভাই-এর গুনাহ এনে তার ওপর ছুঁড়ে মারা হবে।'[২১২]

এখানে আমরা কয়েকটি কারণ উল্লেখ করলাম যেগুলো বিভিন্ন হাদীসে এসেছে। আসুন এই কারণগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হই। মৃত্যুর আগেই পরকালের পাথেয় অর্জন করি; যেন আফসোসকারী ও ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হতে না হয়।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, সময় খুবই অল্প! প্রতিদিন প্রতি সেকেন্ডে প্রতি মুহূর্তে আপনার জীবন শেষ হয়ে আসছে আর মৃত্যু কাছে এগিয়ে আসছে। কিন্তু এর জন্য আমরা কি কোনও প্রস্তুতি নিচ্ছি? আফসোস থেকে বাঁচার জন্য কি কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করছি? কিছু না করে বসে থাকলেও কিন্তু সময় থেমে থাকবে না। প্রতি মুহূর্তে আপনার হায়াত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, এ কথা স্মরণ করে সুফ্ইয়ান সাওরি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَرْحَلْ بِزَادٍ مِّنَ التُّقَى

وَلَاقَيْتَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَنْ قَدْ تَزَوَّدَا

نَدِمْتَ عَلَى أَنْ لَا تَكُوْنَ كَمِثْلِهِ

وَأَنَّكَ لَمْ تَرْصُدْ كَمَا كَانَ أَرْصَدَا

তাকওয়ার পাথেয় ছাড়াই যদি
চলে যাও পরপারে,
করবে আফসোস হাশরের দিনে,
আল্লাহর দরবারে।

ভাববে সেদিন,
আমিও কেন তাদের মতো হলাম না!
তাদের মতো প্রস্তুতি,
আমিও কেন নিয়ে এলাম না![২১৩]

---

[২১২] বুখারি, ৫৪১।
[২১৩] আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৩৭২।

আল্লাহর সাক্ষাৎ-প্রত্যাশীদের করণীয়

মানুষ তার প্রিয়জনের সাথে বারবার সাক্ষাৎ করতে চায়, প্রাণভরে দেখতে চায় ভালোবাসার প্রিয় মানুষটিকে এবং তার সাথে থাকা সময়গুলোকে বেশ দীর্ঘায়িত করতে চায়। হাজার কষ্ট সহ্য করে প্রিয়মুখটিকে একটুখানি দেখার জন্য হাজার মাইল পাড়ি দেয়। শত অসুবিধার পরেও দিন শেষে খুশি থাকে, আনন্দিত হয়। দুনিয়ার এই সামান্য ভালো লাগার কারণে কত উদগ্রীব থাকি আমরা, কত আশার জাল বুনি, কত স্বপ্ন দেখি—প্রিয় মানুষটিকে সরাসরি দেখতে পাবার, একটুখানি কথা বলবার!

মানুষ মানুষকে কেন পছন্দ করে, একজন আরেকজনকে কেন ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে? ভালো লাগার চারটি কারণ রয়েছে—

এক. বাহ্যিক সৌন্দর্যের কারণে,

দুই. অসাধারণ কোনও গুণের কারণে,

তিন. প্রচুর ধন-সম্পদ থাকার কারণে,

চার. স্থায়ীভাবে পাওয়ার কারণে।

প্রিয় পাঠক! আর এর সবগুলোই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মাঝে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান রয়েছে। তিনি ছাড়া আর অন্য কোনও সৃষ্টির মাঝে এগুলো পূর্ণরূপে উপস্থিত নেই। আল্লাহ তাআলাই এগুলোর স্রষ্টা। তিনিই সুচারুভাবে নিজের নিপুণ দক্ষতায় কারও কোনও সাহায্য ছাড়াই সবকিছু বানিয়েছেন। তাহলে

একটু ভাবুন, যিনি এত সুন্দর করে পাহাড়, পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন তিনি কত সুন্দর হতে পারেন! কত মধুর হতে পারে তাঁর সান্নিধ্য ও দর্শন! সুতরাং আমাদের রব সৃষ্টির সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসা পাওয়ার দাবিদার। ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল প্রেমাষ্পদের সাক্ষাৎ লাভের চেয়ে পরম করুণাময় চিরঞ্জীব আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করতেই প্রকৃত মুমিন বেশি উদগ্রীব থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

তবে বেশি মর্যাদার অধিকারী এবং উঁচু স্তরের কারও সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করা যায় না। এর জন্য ন্যূনতম একটি যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। সবাই যখন-তখন যেখানে-সেখানে তাঁর সাক্ষাৎ পায় না। আমরা সচরাচর এমনটিই দেখি। আল্লাহ তাআলা হলেন সর্বোচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা তিনি। সুতরাং সেই মহান সত্তার সাথে সাক্ষাৎ করতে হলে আমাদেরকেও একটি যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, কিছু বিশেষগুণে গুণান্বিত হতে হবে। কী সেই যোগ্যতা ও গুণাবলি? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজেই তা জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

"কাজেই যে তার রবের সাক্ষাতের প্রত্যাশী, সে যেন সৎকাজ করে এবং ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রে নিজের রবের সাথে কাউকে শরীক না করে।"[২১৪]

ওপরের আয়াতে আল্লাহ তাআলা দুটি বিষয় আমাদেরকে জানিয়েছেন। এক. নেক আমলে জীবন সাজাতে হবে, দুই. তাঁর সাথে কাউকে শিরক করা যাবে না। প্রিয় কিছুর জন্য কত কষ্ট ও সাধনা-ই না করি আমরা, তাহলে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে মাত্র এই দুটি কাজ আমরা করতে পারব না? অবশ্যই আমাদেরকে তা পারতে হবে।

আবু মূসা আশআরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ

---

[২১৪] সূরা কাহ্ফ, ১৮ : ১১০।

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ ভালোবাসে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ ভালোবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ ভালোবাসে না, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ ভালোবাসেন না।"[২১৫]

বেছে নিন আপনার ঠিকানা

সবাই ভালো থাকতে চায়, নিরাপত্তা আর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাতে চায়। আর এই জন্য দিন-রাত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে, ঘাম ঝরায়। নিজ দেশ ছেড়ে পাড়ি জমায় বিদেশ-বিভুঁইয়ে। সকাল-সন্ধ্যা ছুটে চলে ভালো বাড়ি, দামি গাড়ি, সৌখিন পোশাক-আশাক এবং সুখে থাকার বিভিন্ন উপায়-উপকরণের খোঁজে। মানুষ দুদিনের এই দুনিয়ায় কয়েক বছর অবস্থান করতে কত কিছুর অন্বেষণ করে। উপার্জনের আশায় হন্যে হয়ে ঘোরে। তবুও কি সে সুখের সন্ধান পায়? বিলাসবহুল বাড়ি-গাড়ি আর আরাম-আয়েশের সরঞ্জামাদি কি মানুষকে সুখ দেয়? এই পৃথিবীতে আসলে কেউই প্রকৃত সুখ-শান্তি পেতে পারে না। আল্লাহ তাআলা সব সুখ এই দুনিয়ায় রাখেননি। এর জন্য ভিন্ন একটি জগৎ তৈরি করেছেন। সেখানে দুটি ঠিকানা নির্ধারণ করেছেন। একটি চিরসুখের আর একটি চিরদুঃখের। চিরসুখের জন্য জান্নাত এবং চিরদুঃখের জন্য জাহান্নাম। এই দুটি ঠিকানার পরিচয়ই আপনাদের সামনে কুরআন-হাদীসের ভাষায় তুলে ধরছি, যাতে আপনি কোন ঠিকানায় যেতে চান তা সহজেই খুঁজে নিতে পারেন।

জান্নাতের পরিচয়

কুরআনের ভাষায়

عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿٥١﴾ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ﴿٦١﴾ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿٧١﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿٨١﴾ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿٩١﴾ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٠٢﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿١٢﴾ وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٣٢﴾ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٢﴾

[২১৫] বুখারি, ৬৫০৮; মুসলিম, ২৬৮৬।

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَأْثِيْمًا ﴿٥٢﴾ إِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٦٢﴾ وَأَصْحَابُ الْيَمِيْنِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِيْنِ ﴿٧٢﴾ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿٨٢﴾ وَطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ﴿٩٢﴾ وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ﴿٠٣﴾ وَمَاءٍ مَّسْكُوْبٍ ﴿١٣﴾ وَفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴿٢٣﴾ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ﴿٤٣﴾ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ﴿٥٣﴾ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٦٣﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٧٣﴾ لِّأَصْحَابِ الْيَمِيْنِ ﴿٨٣﴾

"তারা মণিমুক্তা খচিত আসনসমূহে হেলান দিয়ে সামনা সামনি বসবে। তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে চির কিশোররা। বহমান ঝরনার সুরায় ভরা পান পাত্র, হাতল বিশিষ্ট সুরা পাত্র এবং হাতলবিহীন বড় সুরা পাত্র নিয়ে সদা ব্যস্ত থাকবে যা পান করে মাথা ঘুরবে না। কিংবা বুদ্ধিবিবেক লোপ পাবে না। তারা তাদের সামনে নানা রকমের সুস্বাদু ফল পরিবেশন করবে যাতে পছন্দ মতো বেছে নিতে পারে। পাখীর গোশত পরিবেশন করবে, যে পাখীর গোশত ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারবে।তাদের জন্য থাকবে সুনয়না হূর এমন অনুপম সুন্দরী যেন লুকিয়ে রাখা মুক্তা। দুনিয়াতে তারা যেসব কাজ করেছে তার প্রতিদান হিসেবে এসব লাভ করবে। সেখানে তারা কোনও অর্থহীন বা গুনাহর কথা শুনতে পাবে না। বরং যে কথাই শুনবে তা হবে যথাযথ ও ঠিকঠাক। আর ডান দিকের লোকেরা। ডান দিকের লোকদের সৌভাগ্যের কথা সদা বহমান পানি,আর কতটা বলা যাবে তারা কাঁটাবিহীন কুল গাছের কুল। থরে বিথরে সজ্জিত কলা দীর্ঘ বিস্তৃত ছায়া, অবাধ লভ্য অনিঃশেষ যোগ্য প্রচুর ফলমূল এবং সুউচ্চ আসনসমূহে অবস্থান করবে। তাদের স্ত্রীদেরকে আমি বিশেষভাবে নতুন করে সৃষ্টি করবে এবং কুমারী বানিয়ে দেবো। তারা হবে নিজের স্বামীর প্রতি আসক্ত ও তাদের সময়বয়স্কা। এসব হবে ডান দিকের লোকদের জন্য।"[২১৬]

পাঠক! জান্নাতে মন যা চায় তাই পাবেন। এসবের মাঝে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত কোনটি জানেন? সেটা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাক্ষাৎ লাভ। এই মহা নিয়ামতের কাছে জান্নাতের সব নিয়ামত তুচ্ছ হয়ে যাবে!

---

[২১৬] সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ : ১৫-৩৮।

হাদীসের ভাষায়

এক.

আবদুল্লাহ ইবনু কাইস (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "জান্নাতে-আদনের মধ্যে জান্নাতবাসী এবং তাদের রবের দর্শনের মাঝে আল্লাহর সত্তার ওপর জড়ানো তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পর্দা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।[২১৭] অন্য হাদীসে এসেছে, (জান্নাতে) আল্লাহকে দেখার চেয়ে আনন্দদায়ক, চক্ষু শীতলকারী আর কিছুই হবে না![২১৮]

দুই.

আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ، مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، ولا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ

"আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব বস্তু বানিয়ে রেখেছি, যা কোনও চোখ দেখেনি, কোনও কান শোনেনি এবং কোনও অন্তর চিন্তা করেনি।'

তিন.

আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, তোমরা চাইলে এ আয়াত তিলাওয়াত করো—

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

"কেউ জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কোন বিষয় লুকিয়ে রাখা হয়েছে।" (সূরা সাজদা, ৩২ : ১৭)[২১৯]

---

[২১৭] বুখারি, ৪০২।

[২১৮] মুসলিম।

[২১৯] বুখারি, ৪৭৭৯; মুসলিম, ২৮২৪।

চার.

আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لاَ يَبْأَسُ لاَ تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلاَ يَفْنَى شَبَابُهُ

"যে লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে সে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে, কখনও দুর্দশাগ্রস্ত হবে না। তার পরিধেয় বস্ত্র কখনও পুরনো হবে না এবং তার যৌবন কক্ষনো শেষ হবে না।"[২২০]

পাঁচ.

ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لاَ مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ .

যখন জান্নাতিরা জান্নাতে আর জাহান্নামিরা জাহান্নামে চলে যাবে, তখন মৃত্যুকে উপস্থিত করে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্য স্থানে রাখা হবে। এরপর তাকে যবাহ করে দেওয়া হবে, অতঃপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবে যে, হে জান্নাতিরা! (আর) মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামিরা! (আর) মৃত্যু নেই। তখন জান্নাতিগণের বাড়বে আনন্দের ওপর আনন্দ। আর জাহান্নামিদের বাড়বে দুঃখের ওপর দুঃখ।"[২২১]

ছয়.

আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

[২২০] মুসলিম, ২৮৩৬।

[২২১] বুখারি, ৬৫৪৮; মুসলিম, ২৮৫০

وَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

"জান্নাতের এক চাবুক পরিমাণ জায়গা পৃথিবী ও তার মাঝখানে সব কিছুর চাইতে উত্তম।"[২২২]

সাত.

সাহল ইবনু সা'দ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا

"জান্নাতের মাঝে এমন একটি বৃক্ষ হবে যার ছায়ায় একজন আরোহী একশ' বছর পর্যন্ত চলবে, তবুও বৃক্ষের ছায়াকে অতিক্রম করতে পারবে না।"[২২৩]

জাহান্নামের পরিচয়

কুরআনের ভাষায়

এক.

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿١٤﴾ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٢٤﴾ وَظِلٍّ مِّنْ يَحْمُومٍ ﴿٣٤﴾ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٥٤﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٦٤﴾

"বাঁ দিকের লোক। কতই না হতভাগা তারা! তারা থাকবে প্রখর বাষ্পে, ফুটন্ত পানিতে এবং কালো ধোঁয়ার ছায়ার নীচে। তা না হবে ঠাণ্ডা, না হবে আরামদায়ক। এরা সেসব লোক যারা ইতিপূর্বে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল এবং তারা সদাসর্বদা ঘোরতর পাপকর্মে ডুবে থাকত।"[২২৪]

---

[২২২] তিরমিযি, ৩২৯২।

[২২৩] বুখারি, ৬৫৫২; তিরমিযি, ২৫২৪।

[২২৪] সূরা ওয়াকিয়া, ৪১-৪৬।

দুই.

وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ ﴿١٦﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَّرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾

"জাহান্নামে তাকে পান করতে দেওয়া হবে গলিত পুঁজের মতো পানি, যা সে জবরদস্তি গলা দিয়ে নামাবার চেষ্টা করবে এবং বড় কষ্টে নামাতে পারবে। মৃত্যু সকল দিক দিয়ে তার ওপর ছেয়ে থাকবে কিন্তু তার মৃত্যু হবে না এবং সামনের দিকে একটি কঠোর শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে।"[২২৫]

হাদীসের ভাষায়

এক.

নু'মান ইবনু বাশীর (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে,

إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ عَلَىٰ أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِيْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ وَالْقُمْقُمُ

'কিয়ামাতের দিন ঐ ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা হালকা শাস্তি হবে, যার দু'পায়ের তলায় দু'টি প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার রাখা হবে। এতে তার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে। যেমন ডেক বা কলসি ফুটতে থাকে।'[২২৬]

দুই.

ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ وَّهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِيْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ

---

[২২৫] সূরা ইবরাহীম ১৪ : ১৫-১৭।

[২২৬] বুখারি, ৬৫৬২; মুসলিম, ২১৩; তিরমিযি, ২৬০৪।

জাহান্নামিদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা শাস্তি হবে আবূ তালিবের। তাকে (আগুনের) দুটি জুতা পরিয়ে দেওয়া হবে, যার ফলে তার মগজ পর্যন্ত উথলাতে থাকবে।[২২৭]

তিন.

আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে কোনও লোকই জান্নাতে প্রবেশ করবে, স্বীয় জাহান্নামের ঠিকানাটা তাকে দেখানো হবে। যদি সে গুনাহ করত (তবে তাকে ঐ ঠিকানা দেওয়া হতো। তা দেখানো হবে এই জন্য) যেন বেশি বেশি শোকর আদায় করে। আর যে কোনও লোকই জাহান্নামে প্রবেশ তাকে তার জান্নাতের ঠিকানাটা দেওয়া হবে, যদি সে নেক কাজ করত (তবে তাকে ঐ ঠিকানা দেওয়া হতো। তা দেখানো হবে এজন্য) যেন তার আফসোস হয়।"[২২৮]

সুতরাং এখন নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি কোথায় থাকতে চান? দুনিয়াতে কয়েকদিন সুখে থাকার জন্য কত দৌড়ঝাঁপ! কত আয়োজন! কিন্তু আখিরাতে তো অনন্তকাল থাকতে হবে, মৃত্যুহীন অমর জীবন হবে সেখানে। সে জন্য কি কোনও প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই? কোনও আয়োজন-উপার্জন ছাড়াই সব আনন্দ-সুখের ব্যবস্থা হয়ে যাবে? প্রিয় পাঠক, দুনিয়ার বাজারে একটি সুতাও তো মূল্য ছাড়া পাওয়া যায় না; তাহলে পরকালের বাজারে কোনও মূল্য ছাড়াই কীভাবে চিরসুখের জান্নাত পাওয়া যাবে—বলতে পারেন? এ তো অলীক কল্পনা আর অন্তঃসারশূন্য মরীচিকা ছাড়া কিছুই নয়।

কয়েকটি মৃত্যু ও একজন পুলিশ অফিসার

১. এটি একটি মুসলিম-সংখ্যাপ্রধান দেশের ঘটনা। একজন শাইখের কাছে জনৈক পুলিশ অফিসার নিজেই ঘটনাটি বর্ণনা করে চিঠি লিখেছিল। এই ঘটনার প্রভাবে সেই পুলিশ অফিসার তাওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে এসেছিল। সেদিনের কথা

---

[২২৭] মুসলিম, ২১২।

[২২৮] বুখারি, ৫৭৩।

স্মরণ করে সে লিখেছে,

"আমার চাকরির সুবাদে আমি প্রায়ই বিভিন্ন রোড এক্সিডেন্ট ও দুর্ঘটনায় নিহত মানুষ দেখতে পাই। তবু এর মধ্যে কয়েকটি ঘটনা মনে দাগ কেটে যায়। এরকম একটি ঘটনার কথা বলছি।

একবার আমি ও আমার সহকর্মী একটি হাইওয়ের পাশে গাড়ি পার্কিং করে কথা বলছিলাম। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটি প্রচণ্ড জোরালো ধাতব আওয়াজ শুনতে পেলাম। তাকিয়ে দেখি দুটি গাড়ির মধ্যে প্রচণ্ড গতিতে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটেছে। ভয়াবহ সংঘর্ষ। এটি ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না! সংঘর্ষের পরেও গাড়ি দুটি প্রচণ্ড গতির কারণে ওলট-পালট খাচ্ছিল।

আমরা দ্রুত সেখানে ছুটে গেলাম। প্রথম গাড়িতে দুজন অল্পবয়স্ক ছেলে ছিল। ওরা ছিল তরুণ বয়সের। দুজনের অবস্থাই ছিল খুব আশঙ্কাজনক। আমরা খুব সাবধানে তাদেরকে গাড়ি থেকে বের করলাম এবং রাস্তার পাশে মাটিতে শুইয়ে দিলাম। এরপর ছুটে গেলাম দ্বিতীয় গাড়িটির দিকে। গিয়ে দেখি, ওই গাড়ির চালক ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে। এই দৃশ্য দেখে আমরা আবার প্রথম গাড়ির দুই তরুণের কাছে ফিরে গেলাম, যাদেরকে আমরা রাস্তার পাশে শুইয়ে এসেছিলাম।

আমার সহকর্মী তাদেরকে কালিমার তালকীন দিচ্ছিল। সে বলছিল তোমরা বলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! কিন্তু ছেলে দুটি কালিমা পড়তে পারছিল না। বিড়বিড় করে কি যেন বলছিল। ভালো করে খেয়াল করে শুনলাম, ওরা বিড়বিড় করে কী একটা গান গাইছে! মৃত্যুকালীন অবস্থায় এই দৃশ্য দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। যদিও আমার সহকর্মী অনেক অভিজ্ঞ। এসব অবস্থা সে অনেক দেখেছে। তাই এদিকে পাত্তা না দিয়ে সে বারবার ছেলে দুটিকে কালিমা পড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিল।

আমি আর পারলাম না। উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম। স্থিরদৃষ্টিতে ছেলে দুটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি জীবনে কখনও এমন দৃশ্য দেখিনি। আসলে আমি কখনও কাউকে মরতে দেখিনি। আর প্রথমবারেই কিনা এরকম অশুভ একটি মৃত্যু দেখলাম!

আমার সহকর্মী শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে গেল। ছেলে দুটিকে কালিমা পড়ানোর চেষ্টা করে গেল। কিন্তু কোনও লাভ হলো না। কি একটা গানের লাইন গাইতে গাইতে

ছেলে দুটির দেহ নিথর হয়ে গেল। প্রথম জনের মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত পর দ্বিতীয় ছেলেটাও মারা গেল। কোনও নড়াচড়া নেই। একেবারে নিষ্প্রাণ দেহ!

আমরা দুজন মিলে ডেডবডি দুটো আমাদের প্যাট্রল কারে নিয়ে আসলাম। এরপর লাশদুটো নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। এরকম একটি ভয়ংকর দৃশ্য দেখার পর আমরা দুজন কোনও কথাই বলতে পারছিলাম না।'

২. প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এবার আমি একটি ভিন্ন দৃশ্য উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। এরপর আবার আগের দৃশ্যে ফিরে আসব ইন শা আল্লাহ।

একদিন উবাই ইবনু খালাফ রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম))-এর কাছে একটি পুরনো হাড্ডি নিয়ে হাজির হলো। হাড়টিকে তার হাতের মুঠোয় নিয়ে গুঁড়ো করে ফেলল। এরপর রাসূলের মুখের সামনে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল। উবাই বলল, মুহাম্মাদ! তুমি কি মনে করো এই পচে যাওয়া হাড়কেও আল্লাহ জীবিত করতে সক্ষম?

আল্লাহ তাআলা নিজেই উবাইয়ের এই প্রশ্নের জবাব দিলেন,

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٨٧﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾

"মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে? অথচ পরে সে হয়ে গেল প্রকাশ্য বাকবিতণ্ডাকারী। সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পচে গলে যাবে? বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত।"[২২৯]

যুগে যুগে যারাই উবাই ইবনু খালাফের মতো প্রশ্ন করবে তাদের জন্য এই উত্তরই যথেষ্ট।

---

[২২৯] সুরা ইয়া সীন, ৩৬ : ৭৭-৭৯।

আমরা আলোচনা করছি আফসোস ও অনুশোচনা সম্পর্কে। এই বিষয়ের ওপর বক্তব্য প্রস্তুত করতে গিয়ে আমি কিছু ওয়েবসাইটে ঘাঁটলাম। যেখানে পাঠকরা তাদের নানা রকম আফসোসের কথা শেয়ার করেছে। তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় আফসোসগুলো কী, সেগুলো লিখেছে। কেউ লিখেছে প্রেমে ব্যর্থ হওয়া, কেউ লিখেছে ভালো চাকরি না পাওয়া, অথবা তাকদীরে নির্ধারিত অন্যান্য বিষয় যার কারণে তারা কোনও বিষয়ে প্রত্যাশিত ফল পায়নি ইত্যাদি। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এসব আফসোস হলো দুনিয়াবি কোনও বস্তু না পাওয়ার জন্য হা-হুতাশ করা।

আরে ভাই! এগুলোতো ছেলের হাতের মোয়া। একটি চকলেট হারানোর শোকে আপনি আফসোস করছেন। এগুলো তো দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী আনন্দ উপভোগের বস্তু! এটা সেই দুনিয়া, যার চূড়ান্ত পরিণতি হলো এর সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। কোনও কিছুই এখানে চিরস্থায়ী নয়।

এসব ওয়েবসাইট দেখার সময় আমি মনে মনে ভাবছিলাম, আচ্ছা এখানে তো দেখি কেবল জীবিত ব্যক্তিরাই তাদের জীবনের নানা রকম আফসোসের কথা শেয়ার করেছে। কিন্তু এমন একটা ওয়েবসাইট থাকলে কেমন হতো যেখানে মৃত ব্যক্তিরা তাদের আফসোসের কথা লিখেছে!

মৃত্যুর পর মানুষ কী নিয়ে আফসোস করে? তখন কিন্তু দুনিয়াবি ছোটখাটো বিষয় নিয়ে আর আফসোস করে না। এমনকি মৃত্যুর আগেও করে না। কারণ মালাকুল মউতকে দেখামাত্রই তাদের সামনে আখিরাতের দরজা খুলে যায়। তখন তাদের সামনে বাস্তবতা ফুটে ওঠে। ফিরআউনের মতো নিকৃষ্ট ব্যক্তিও মৃত্যুর আগে ঈমান আনতে চেয়েছিল। কিন্তু তখন অনেক বেশি দেরি হয়ে গেছে। তাই যা করার এর আগেই করতে হবে। মৃত্যুর ফেরেশতাকে দেখার আগ পর্যন্ত তাওবার সুযোগ থাকে। এরপর আর কোনও সুযোগ নেই।

তাই আমি ভাবছিলাম, যদি মৃত ব্যক্তিরা তাদের আফসোসের কথা লিখতে পারত, তারা কী কী আফসোসের কথা জানাতো? তারা কি প্রেমে ব্যর্থ হওয়ার কথা লিখত? নাকি ভালো চাকরি না পাওয়ার কথা লিখত? নাকি তাকদীরের কোনও বিষয়ের কথা লিখত?

আসলে কি লিখত সেটা আমিই আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি! তারা সেই প্রতিটি

সেকেন্ড, প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি মিনিটের জন্য আফসোস করত—যেটুকু সময় তারা আল্লাহর ইবাদাতে কাটায়নি!

আজকে আমরা নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবী করি, আমরা কালিমার সাক্ষ্য দিই। আমরা বলি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ— এই কালিমায়ে আমরা বিশ্বাস করি।

যদিও সমস্যা হলো বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রেই এটা শুধুমাত্র মুখে উচ্চারিত একটি বুলি, আমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। কিন্তু এই উম্মাহর ইতিহাসে, অতীত ও বর্তমানে এমন বহু মানুষ রয়েছেন যারা আন্তরিকভাবে কালিমার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তারা কেবল জিহ্বার মাধ্যমে নয় বরং অন্তর থেকে ঈমানের সাক্ষ্য দিয়েছেন।

মুহাম্মাদ ইবনু আবী ইমরান একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি শাইখ হাতিম আসুম-এর কাছে জনৈক ব্যক্তির একটি প্রশ্ন শুনলেন। ওই ব্যক্তিটি শাইখের কাছে জানতে চেয়েছিল, কীভাবে তিনি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতার এই উচ্চস্তরে পৌঁছেছেন? শাইখ হাতিম আসুম জবাব দিলেন, 'আমি চারটি বিষয় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি;

১. আমি নিশ্চিত, যে রিয্ক আল্লাহ আমার ভাগ্যে নির্ধারণ করেছেন, সেটা আমি ছাড়া আর কেউ পাবে না। আমার খাবার আমি ছাড়া আর কেউ খাবেনা। তাই এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত।

২. আমি নিশ্চিত, আমার ভালো আমল আমাকেই করতে হবে। অন্য কেউ আমার আমলনামায় নেকি যোগ করবে না। কাজেই আমি ভালো আমল করার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকি।

৩. আমি নিশ্চিত, একদিন বিনা নোটিশে হঠাৎ করেই মৃত্যু চলে আসবে। তাই আমি মৃত্যুর প্রস্তুতি নেওয়ার কাজে ব্যস্ত থাকি।

৪. আর চার নম্বর হলো, আমি নিশ্চিত আমি কখনোই আল্লাহর দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে কোনও কিছু করতে পারব না, তাই আমি আল্লাহর অবাধ্যতা করতে লজ্জা অনুভব করি। কারণ তিনি সদাসর্বদা আমাকে দেখছেন।'

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! শাইখ হাতিম যে কথাগুলো বলেছেন আমরাও অনেকে একই দাবি করি। কিন্তু বাস্তবে কতজনের অন্তরে এই কথাগুলোর ওপর ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাস আছে?

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। আমরা সবাই জানি, মিডিয়াতে যেসব খবর প্রচার করা হয় তার বেশিরভাগই ভুয়া, আংশিক ও অসত্য সংবাদ। এখানে অনেক অতিরঞ্জিত বিষয়বস্তু থাকে। তারা একটি দীর্ঘ কথা থেকে কেটে নিয়ে ছোট্ট একটি অংশ খবরে দেখায়। যেটুকু তাদের পছন্দ হয় শুধু সেটুকু প্রচার করে। দেখুন, শুধু মিডিয়া নয়- একই কাজ কিন্তু আমরাও অনেকেই করি। 'আউট অফ কন্টেক্সট' বা অপ্রাসঙ্গিকভাবে বিভিন্ন উক্তি পেশ করে নিজেদের খেয়ালখুশি পূরণের চেষ্টা করি। যেমন নিচের আয়াতটির কথা চিন্তা করুন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٣٥﴾

"বলুন, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২০০]

নিঃসন্দেহে এটি কুরআনের সবচেয়ে আশাপ্রদ আয়াত। আমরা অনেকেই এই আয়াত শুনেছি। কিন্তু আজকাল বেশিরভাগ মানুষ এই আয়াতটিকে 'আউট অফ কন্টেক্সট' বা ভুল প্রসঙ্গে ব্যবহার করেন। যেন এই আয়াত দিয়ে তারা বোঝাতে চান, একজন মানুষ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে! যেন কোনও সমস্যা নেই, যত খারাপ কাজ করুক, কোনও অসুবিধা হবে না! যেন মরার পর তারা সবাই সোজা জান্নাতে চলে যাবে! কিন্তু আসলেই কি তাই? এই আয়াতের পরের আয়াতগুলো কি কখনও পড়ে দেখেছেন? না পড়লে এখন আমার কাছ থেকে শুনুন! আল্লাহ বলেছেন,

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿٤٥﴾
وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً

---

[২০০] সূরা যুমার, ৩৯ : ৫৩।

وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴿٥٦﴾

"তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর অনুগত হও তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। এরপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না; তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের অনুসরণ করো তোমাদের কাছে অতর্কিতে ও অজ্ঞাতসারে আযাব আসার পূর্বে, যাতে কেউ না বলে, ইয়া হাসরাতা! (হায়, আফসোস!) আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনে আমি কত অবহেলা করেছি, আর আমি ছিলাম ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"[২০১]

শেষের আয়াতটির দিকে আবার ভালো করে খেয়াল করুন। কুরআনে অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলোর মর্মার্থ কখনোই অনুবাদে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। এটিও তেমনি একটি আয়াত।

ইয়া হাসরাতা! এই শব্দের অনুবাদ আপনি কোন শব্দ দিয়ে করবেন? ইমাম তাহির ইবনু আশুর 'হাসরাহ' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, এটি কোনও সাধারণ আফসোস নয় বরং অতি উচ্চমাত্রার আফসোস, যে আফসোসের কারণে একজন ব্যক্তির মধ্যে নেশাগ্রস্ত অবস্থা সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় একজন ব্যক্তি নিজেও জানে না, সে কী বলছে, আর কী করছে, কিন্তু প্রচণ্ড আফসোস তাকে ঘিরে ধরে।

কথা না বাড়িয়ে একটি সহজ উদাহরণ দেওয়া যাক! এক ব্যক্তি কোনও একজন রাখালকে নিজের কাজে নিযুক্ত করল। তাকে একপাল ভেড়া দিয়ে বলল, এগুলো দেখেশুনে রাখবে। এরপর রাখাল সেগুলো নিয়ে রওনা দিল। সে ভাবল, আমার মনিব তো আর আমাকে দেখছে না! এই সুযোগে আমি একটু ঘুমিয়ে নিই, এই সুযোগে আমি অন্য রাখালদের সাথে একটু খেলাধুলা করি। এই ভেবে সে ভেড়াগুলোকে দেখে রাখার কথা ভুলে গেল। ভেড়াগুলোও ঘাস খেতে খেতে এদিক-সেদিক চলে গেল। এক সময় কয়েকটি নেকড়ে এসে একের-পর-এক ভেড়াগুলো খেতে শুরু করল! তখন সেই রাখাল নিজের বোকামির জন্য যেমন আফসোস অনুভব করবে, সেটা দিয়ে আমরা হাসরাহ (حَسْرَة) শব্দের অর্থ কিছুটা

[২০১] সূরা যুমার, ৩৯ : ৫৪-৫৬।

হলেও বোঝার চেষ্টা করতে পারি।

ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু মুআয (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'আমার কাছে সবচেয়ে বড় বোকামি হলো—

এক. গুনাহের কাজে লেগে থাকা—আর এজন্য কোনও আফসোস অনুভব না করা! বরং সুদূর পরাহত ক্ষমার আশা করা,

দুই. কোনও নেক আমল না করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশা করা,

তিন. জাহান্নামের বীজ বুনে জান্নাতের ফসল ঘরে তোলার আশা করা,

চার. আমল না করে নেকির জন্য অপেক্ষা করা!'

৩. এবার আসুন, একটু আগে যে পুলিশ অফিসারের কথা বলছিলাম তার ঘটনায় আবার ফিরে যাই। সেদিনের সেই দুর্ঘটনার পর আবার তিনি নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। ব্যস্ত রুটিন। ধীরে ধীরে তিনি আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে গেলেন। কিন্তু কিছুদিন পর আরেকটি ঘটনা ঘটল। সেটি তার ওপর স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করল। তিনি সেই চিঠিতে লিখেছেন,

'এ দুনিয়া বড়ই বিচিত্র। প্রায় ছয় মাস পর আরেকটি মারাত্মক দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হলাম। এক যুবক হাইওয়ে দিয়ে স্বাভাবিক গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল। কিন্তু একটি টানেলে ঢুকার পর তার চাকা পাংচার হয়ে গেল।

টানেলের একপাশে গাড়ি রেখে সে বের হয়ে এল। এরপর পাংচার হওয়া চাকাটি খুলে অন্য একটি স্পেয়ার চাকা লাগানোর চেষ্টা করছিল। হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল। পেছন থেকে দ্রুতগতিতে একটি গাড়ি ছুটে আসছিল। গাড়িটির হর্নের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। মুহূর্তের মধ্যে সেটি ছুটে এসে রাস্তার পাশে থাকা গাড়িটিকে প্রচণ্ড গতিতে ধাক্কা দিল। দুই গাড়ির মাঝখানে ছিল সেই যুবকটি! মুহূর্তের মধ্যে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার আঘাত ছিল খুবই মারাত্মক।

আমি দ্রুত সেখানে ছুটে গেলাম। সেদিন আমার সাথে অন্য আরেকজন সহকর্মী ছিলেন। দুজনে মিলে যুবকটিকে আমাদের প্যাট্রল কারে নিয়ে এলাম। নিকটস্থ হাসপাতালে ফোন দিলাম যেন তারা দ্রুত এম্বুলেন্স পাঠিয়ে দেয়।

আমি মারাত্মক আহত যুবকটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার চেহারায় একটি পবিত্র নূরানি ছাপ আছে। উঠতি বয়সের একটি ছেলে। যৌবনের সুন্দর দিনগুলো তার সামনে হাতছানি দিচ্ছিল। কিন্তু এই ছেলেটি ছিল বেশ দ্বীনদার। তার চেহারা ও বেশভূষা দেখে সেটা বোঝা যাচ্ছিল। যখন আমরা তাকে বহন করে গাড়িতে নিয়ে এলাম, তখন সে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলছিল। কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতা ও প্রচণ্ড শকের কারণে আমরা তার কথার দিকে খেয়াল করিনি।

কিন্তু যখন আমরা আমাদের গাড়িতে তাকে শুইয়ে দিলাম, তখন তার কথাগুলো খেয়াল করলাম। এরকম অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও সে কুরআন তিলাওয়াত করে যাচ্ছিল। আশেপাশের কোনও কিছুর দিকে তার খেয়াল ছিল না! একমনে নিমগ্ন হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করছিল। সুবহানাল্লাহ! কে বলবে, এই ছেলেটা অসহ্য যন্ত্রণা সইতে না পেরে একটু পরেই মারা যাবে!

রক্তে তার পুরো শরীর মেখে গেছে। জামা লাল হয়ে উঠেছে। দেহের কয়েকটি স্থানে হাড় ভেঙে গেছে। এগুলো খালি চোখেই দেখা যাচ্ছিল। আসল কথা হলো, আমি ছেলেটির চোখের দিকে তাকিয়ে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না।

কিন্তু সে তার মতো করে শান্ত ও মিষ্টি সুরে কুরআন তিলাওয়াত করে যেতে লাগল। প্রতিটি আয়াত সঠিকভাবে তিলাওয়াত করছিল। আমার জীবনে আমি কখনও এত সুন্দর তিলাওয়াত শুনিনি। আমি মনে মনে ভাবলাম, 'আমার উচিত ছেলেটিকে কালিমা পড়তে সাহায্য করা। যেভাবে এর আগে আমার সেই সহকর্মীকে দেখেছিলাম। কারণ এতদিনে আমারও কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে।'

আমি ও আমার সহকর্মী, দুজনেই সেই ছেলেটির অদ্ভুত মিষ্টি স্বরের তিলাওয়াত শুনছিলাম। হঠাৎ গুনগুন করে ভেসে আসা তিলাওয়াতের শব্দ থেমে গেল। আমার মেরুদণ্ড দিয়ে একটি ভয়ের শীতল স্রোত বয়ে গেল, আমার দেহের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল।

আমি দেখলাম ধীরে ধীরে ছেলেটির শাহাদত আঙ্গুলি ওপরে উঠালো। আকাশের দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে বলল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! এরপর পুরো দেহ নিথর হয়ে গেল। ছেলেটির মাথা এলিয়ে পড়ল আমার কোলে।

আমি দ্রুত ছেলেটির নাড়ি পরীক্ষা করলাম। হৃদস্পন্দন শোনার চেষ্টা করলাম। নিঃশ্বাস চলছে কি না বোঝার চেষ্টা করলাম। কিন্তু নাহ! সবকিছু শেষ, সে মৃত।

আমি ছেলেটির পবিত্র চেহারা দেখে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। আমার চোখ বেয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল। আমি অশ্রু লুকানোর চেষ্টা করলাম। আমার সহকর্মীর দিকে তাকিয়ে বললাম, ছেলেটি মারা গেছে। আমার কথা শুনে তিনি উচ্চস্বরে কাঁদতে শুরু করলেন। একজন পুলিশ অফিসার কখনও এভাবে কাঁদেন না! তাকে এভাবে কাঁদতে দেখে আমিও নিজেকে সংবরণ করতে পারলাম না। এমনকি আমার কান্নার কারণে আমার সহকর্মীর কান্না চাপা পড়ে গেল। তবুও আবেগ চাপা দিয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল।

ছেলেটির মৃতদেহ নিয়ে আমরা নিকটস্থ হসপিটালে গিয়ে হাজির হলাম। জরুরি বিভাগের করিডোর দিয়ে ছুটে চলার সময় আমরা সব ডাক্তার, নার্স ও দর্শকদের বলছিলাম, কী ঘটেছে। আমাদের কথা শুনে সবাই আবেগাক্রান্ত হলো। অনেকেই নির্বাক তাকিয়ে রইল। কেউ কেউ কান্না করছিল।

কেউই ছেলেটির চেহারা থেকে দৃষ্টি ফেরাতে চাইছিল না। একসময় ছেলেটিকে দাফনের প্রয়োজন হলো। হাসপাতালের স্টাফরা ছেলেটির বাড়িতে ফোন দিলেন। ছেলেটির ভাই হাসপাতালে এল। আমরা তাকে দুর্ঘটনার কথা খুলে বললাম।

ছেলেটির ভাই আমাদেরকে বলল, 'আমার ভাই প্রতি সোমবার শহরের বাইরে যেত। তার দাদীর সাথে দেখা করত। যাওয়ার সময় পথে যেসব দরিদ্র-ইয়াতীম ছেলেমেয়েদের সাথে দেখা হতো, সে তাদের সাথে কিছুটা সময় কাটাতো। শহরের সবাই তাকে চিনত। সে সবাইকে বিভিন্ন ইসলামি বই ও ওয়াজের টেপ বিলি করত। অসহায়-গরিব পরিবারকে সে নিয়মিত সাহায্য করত। তাদের কাছে চাল, তেল, চিনি পৌঁছে দিত। এমনকি বাচ্চাদের জন্য চকলেটও দিত।

এত লম্বা জার্নি করে অন্য শহরে গিয়ে সে দাদিকে দেখে আসত। তবু কখনও ক্লান্ত হতো না। আমরা কিছু বললে সে শান্তভাবে জবাব দিত, এই লম্বা জার্নির সময়টাও সে কাজে লাগায়। গাড়ি চালানোর সময় কুরআন তিলাওয়াত শোনে, বিভিন্ন ওয়াজ শোনে। এজন্য আমার ভাই আশা করত, এই সফরের বিনিময়েও সে আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে।

৪. প্রিয় ভাই ও বোনেরা! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল। তিনি দয়াময়! আল্লাহ বলেন, '...আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল।'

কিন্তু কার প্রতি ?

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿٨٢﴾

"আর যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অতঃপর সৎপথে অটল থাকে, তার প্রতি আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল।"[২০২]

যখন কেউ আমাদের কাছে ফোন করে খোঁজ নেয়, তখন আমরা যেভাবে জবাব দিই, একইভাবে আল্লাহ তাআলাও আমাদের ডাকের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি বলেছেন,

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾

'হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা মান্য করো এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি তোমাদের গুনাহ মার্জনা করবেন।'[২০৩]

আসুন! আমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিই। কুরআনের একটি আয়াত আছে, যে আয়াত শুনলে শয়তান কান্নাকাটি করে এবং আফসোস করে। আসুন, আমরা সেই আয়াত শুনি। এই আয়াতটি আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সুখ-শান্তির চাবিকাঠি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

"তারা কখনও কোনও অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ

[২০২] সূরা ত্বহা, ২০ : ৮২।
[২০৩] সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৩১।

কাজে জড়িত হয়ে নিজের ওপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তার পুনরাবৃত্তি করে না। তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের রবের ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত; যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কতই-না চমৎকার।"[২০৪]

আল্লাহ তাআলা নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন, কিতাব নাযিল করেছেন, তিনি আমাদের জন্য সতর্কবাণী ও সুসংবাদরূপে কুরআন পাঠিয়েছেন। এটি আমাদের জন্য উপকারী স্মরণিকা। এছাড়া প্রতি রাতেই আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার নিকটস্থ আসমানে নেমে আসেন, যেভাবে নেমে আসা তাঁর উচ্চ মর্যাদার সাথে মানানসই। রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তিনি তাদেরকে ডেকে ডেকে বলতে থাকেন, 'কেউ কি আছে আমার কাছে কিছু চাইবে? আমি তাকে দান করব। কেউ কি আছে, আমার কাছে দুআ করবে, আমি তার দুআ কবুল করব। কেউ কি আছে, আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করব।'[২০৫]

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন আমরা একটি অঙ্গীকার করি। আসুন! আমরা রাতের শেষ প্রহরে জেগে ওঠার জন্য ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখি। আসুন! আগামীকাল রাত দুইটায় আমরা জেগে উঠি। যেন দুই রাকাআত সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতে পারি।

হায়! আমাদের জীবনে কত গুনাহ আছে! এগুলো কি মাফ করানোর প্রয়োজন নেই? নিশ্চয়ই আছে। এর মধ্যে যেকোনও একটি গুনাহ স্মরণ করে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করুন! মাফ চান, যেন তিনি আমাদেরকে মাফ করে দেন। এরপর, আসুন সবাই তাওবা করি, ভবিষ্যতে আর কোনোদিন সেই গুনাহ করব না!

বান্দা যখন ক্ষমা চায়, তখন আল্লাহ অনেক খুশি হন। কতটা খুশি? সেটা বোঝানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এক লোক মরুভূমিতে পথ চলতে গিয়ে তার উট হারিয়ে ফেলল। এটিই ছিল তার একমাত্র সম্বল। সফরের সব খাবার-দাবার, পানি নিয়ে উটটি নিখোঁজ

---

[২০৪] সূরা আল-ইমরান, ৩ : ১৩৫-১৩৬।

[২০৫] বুখারি, ১১৪৫।

হয়ে গেল। লোকটি সম্পূর্ণ হতাশ। এই উট ফিরে না এলে সে আর বাঁচতে পারবে না। সামনে নিশ্চিত মৃত্যু। লোকটি জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিল। সে নিরাশ হয়ে একটি গাছের ছায়ায় এসে বিশ্রাম করতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ চোখ খুলে দেখতে পেল, তার হারানো উট তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে এবং উটের পিঠের ওপর তার সফরের সমস্ত সামগ্রী খাবার-দাবার, পানি সবকিছুই মজুদ আছে! এ অবস্থায় লোকটি এত খুশি হলো যে, আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠল, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার রব! খুশির কারণে লোকটি এমন উল্টো কথা বলল!'[২৩৬]

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, এই ব্যক্তি নিজের উট ফিরে পেয়ে যতটা খুশি হয়েছে, বান্দার তাওবা করলে আল্লাহ তার চেয়েও বেশি খুশি হন! সুবহানাল্লাহ!!

আসুন! আজ রাতের শেষ প্রহরে আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠি। আল্লাহকে খুশি করার চেষ্টা করি। বিশ্বাস করুন, এজন্য আপনাকে কখনোই আফসোস করতে হবে না![২৩৭]

---

[২৩৬] মুসলিম, ২৭৪৭।

[২৩৭] ওপরের বিবরণটি উস্তাদ মুহাম্মাদ আল শরীফ-এর ইংরেজি অডিও লেকচার 'রিগ্রেট' থেকে নেওয়া।

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

	বই	লেখক	বিষয়বস্তু
০১	হারিয়ে যাওয়া মুক্তো	শিহাব আহমেদ তুহিন	অনুপ্রেরণামূলক
০২	[illegible]	আশরাফুল আলম সাকিফ	নাস্তিকদের অভিযোগ খণ্ডন
০৩	সুবোধ	আলী আবদুল্লাহ	প্যারোডি
০৪	কারাগারে সুবোধ	আলী আবদুল্লাহ	প্যারোডি
০৫	সালাহউদ্দিন আইয়ুবী	শাইখ আবদুল্লাহ নাসিহ উলওয়ান (রহ.)	জীবনী
০৬	[illegible]	১৬ জন লেখিকা	জীবনঘনিষ্ঠ গল্প
০৭	বিশ্বাসের যৌক্তিকতা	ডা. রাফান আহমেদ	আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসের যৌক্তিকতা
০৮	হুজুর হয়ে হাসো কেন?	হুজুর হয়ে টিম	রম্যরচনা
০৯	জীবনের সহজ পাঠ	রেহনুমা বিনত আনিস	জীবনঘনিষ্ঠ গল্প
১০	অন্ধকার থেকে আলোতে-১	মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার	নাস্তিক ও খ্রিষ্টান মিশনারিদের জবাব
১১	অন্ধকার থেকে আলোতে-২	মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার	নাস্তিক ও খ্রিষ্টান মিশনারিদের জবাব
১২	কিয়ামুল লাইল	শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল	তাহাজ্জুদের গুরুত্ব
১৩	সবর ও শোকর	ইমাম ইবনু কাইয়িম জাওযিয়্যাহ (রহ.)	আত্ম-উন্নয়নমূলক

১৪	প্রদীপ্ত কুটির	আরিফুল ইসলাম	অনুপ্রেরণামূলক
১৫	অবিশ্বাসী কাঠগড়ায়	ডা. রাফান আহমেদ	ইসলামের সৌন্দর্য ও নাস্তিক্যবাদের অসারতা
১৬	মানসাঙ্ক	ডা. শামসুল আরেফীন	ধর্ষণের কারণ ও সমাধান
১৭	ওয়াসওয়াসা : শয়তানের কুমন্ত্রণা	ইমাম ইবনু কায়্যিম জাওযিয়্যাহ (রহ.)	আত্ম-উন্নয়নমূলক
১৮	চার বন্ধুর সমুদ্র অভিযান	আলী আবদুল্লাহ	কিশোর উপন্যাস
১৯	বাতায়ন	মুসলিম মিডিয়া	সামাজিক সমস্যা ও সমাধান
২০	অসংগতি	আবদুল্লাহ আল মাসউদ	সামাজিক অসংগতি
২১	বিপদ যখন নিয়ামাত	মূসা জিবরীল, আলি হাম্মুদা, শাওয়ানা এ. আযীয	অনুপ্রেরণামূলক
২২	শেষের অশ্রু	দাউদ ইবনু সুলাইমান আল-উবাইদি	তাওবার গল্প
২৩	ফী আমানিল্লাহ	হাফিজ আল-মুনাদি	দুআ ও রুকইয়া
২৪	রবের আশ্রয়ে	হাফিজ আল-মুনাদি	দুআ ও রুকইয়া
২৫	সন্ধান	হুজুর হয়ে টিম	সংশয় নিরসন
২৬	শিশুমনে ঈমানের পরিচর্যা	ড.আইশা হামদান	প্যারেন্টিং (সন্তান প্রতিপালন)
২৭	অনেক আঁধার পেরিয়ে	জাভেদ কায়সার (রহ.)	অনুপ্রেরণামূলক
২৮	নবিজির পরশে সালাফের দরসে	ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী (রহ)	আত্ম-উন্নয়নমূলক ও অনুপ্রেরণামূলক
২৯	অন্ধকার থেকে আলোতে-৩	মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার	নাস্তিক ও খ্রিষ্টান মিশনারিদের জবাব
৩০	হোমো স্যাপিয়েন্স : রিটেলিং আওয়ার স্টোরি	ডা. রাফান আহমেদ	বিবর্তনবাদ ও বস্তুবাদের অসারতা
৩১	ডাবল স্ট্যান্ডার্ড - ২	ডা. শামসুল আরেফীন	ইসলামের সৌন্দর্য ও ফেমিনিজমের অসারতা
৩২	টাইম মেশিন	আলী আব্দুল্লাহ	কিশোর উপন্যাস
৩৩	কুরআন বোঝার মজা	আবদুল্লাহ আল মাসউদ	আত্ম-উন্নয়নমূলক
৩৪	তিতিন	ফারহীন জান্নাত মুনাদী	উপন্যাস

৩৫	হেসে খেলে বাংলা শিখি		শহীদুল ইসলাম	শিশুদের প্রাথমিক পাঠ
৩৬	মেঘপাখি		আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	গল্পপ্রবন্ধ
৩৭	দরজা এখনো খোলা		ইমাম ইবনু আবিদ দুনইয়া	অনুপ্রেরণামূলক
৩৮	ছোটোদের ঈমান সিরিজ	আল্লাহ আমার রব	সমর্পণ টিম	ছোটোদের ঈমান সিরিজ-১
৩৯		ফেরেশতারা নূরের তৈরি	সমর্পণ টিম	ছোটোদের ঈমান সিরিজ-২
৪০		আসমান থেকে এলো কিতাব	সমর্পণ টিম	ছোটোদের ঈমান সিরিজ-৩
৪১		দুনিয়ার বুকে নবি-রাসূল	সমর্পণ টিম	ছোটোদের ঈমান সিরিজ-৪
৪২		বিচার হবে আখিরাতে	সমর্পণ টিম	ছোটোদের ঈমান সিরিজ-৫
৪৩		তাকদীর আল্লাহর কাছে	সমর্পণ টিম	ছোটোদের ঈমান সিরিজ-৬
৪৪	সিসাঢালা প্রাচীর		ইমাম ইবনু আবিদ দুনইয়া	আত্ম-উন্নয়নমূলক
৪৫	কলবুন সালীম		মহিউদ্দীন রূপম	আত্ম-উন্নয়নমূলক
৪৬	সন্তান গড়ার কৌশল		জামিলা হো	প্যারেন্টিং (সন্তান প্রতিপালন)
৪৭	মিউজিক : শয়তানের সুর		শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল	আত্ম-উন্নয়নমূলক
৪৮	হিজাব আমার পরিচয়		জাকারিয়া মাসুদ	অনুপ্রেরণামূলক
৪৯	ঈমান ধ্বংসের কারণ		শাইখ আবদুল আযীয তারীফি	ঈমান ভঙ্গের ১০টি কারণ
৫০	মুমিনের জীবনে আল্লাহর ওয়াদা		মুহাম্মাদ ইউসুফ শাহ	আত্ম-উন্নয়নমূলক
৫১	বিপদ যখন নিয়ামাত-২		ড. ইয়াদ কুনাইবী	অনুপ্রেরণামূলক
৫২	উল্টো নির্ণয়		মোহাম্মদ তোয়াহা আকবর	আত্ম-উন্নয়নমূলক, অনুপ্রেরণামূলক
৫৩	তারা ঝলমল		আরিফুল ইসলাম	সাহাবিদের জীবনের অনুপ্রেরণামূলক গল্প
৫৪	কষ্টিপাথর-২ (মানসাংক)		ডা. শামসুল আরেফীন	ধর্ষণ প্রতিরোধে পরিবার ও সমাজ
৫৫	আত্মার ওষুধ		ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.)	আত্ম-উন্নয়নমূলক
৫৬	অলসতা: জীবনের শত্রু		ড. খালিদ আবু শাদী	আত্ম-উন্নয়নমূলক
৫৭	কাঠগড়া (কষ্টিপাথর-৩)		ডা. শামসুল আরেফীন	সুন্নাহ ও বিজ্ঞান

৫৮	পারিবারিক সংকটে নবিজির উপদেশ	ড. ইয়াদ কুনাইবী	পরিবার
৫৯	রাসূলে আরাবী (সা.)	শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপুরী	সীরাত
৬০	হেসে খেলে বাংলা শিখি - ২ ও ৩	শহীদুল ইসলাম	শিশুদের প্রাথমিক পাঠ
৬১	ছোটদের প্রিয় রাসূল (সা.)	সমর্পণ টিম	গল্পাকারে ছোটদের বিশুদ্ধ সীরাত
৬২	অনুসন্ধান	শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ	সংশয় নিরসন
৬৩	সুবোধ এবং এই নগরী	আলী আব্দুল্লাহ	কিশোর উপন্যাস
৬৪	ডেইলি প্ল্যানার	হামিদ সিরাজী	প্রোডাক্টিভিটি
৬৫	যে আফসোস রয়েই যাবে	আব্দুল হাই মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ	আত্ম-উন্নয়নমূলক, অনুপ্রেরণামূলক

আমাদের প্রকাশিতব্য বইসমূহ

	বই	লেখক
০১	হিজাবের বিধি-বিধান	শাইখ আবদুল আযীয তারীফি
০২	মনের মতো সালাত	ড. খালিদ আবূ শাদী
০৩	সন্তানের ভবিষ্যত	ড. ইয়াদ কুনাইবী
০৪	সালাফদের কান্না	ইমাম ইবনু আবিদ দুনইয়া
০৫	আলিম চেনার উপায়	শাইখ আবদুল আযীয তারীফি
০৬	কুরআন: জীবনের গাইডলাইন	ড. ইয়াদ কুনাইবী
০৭	ফিকহ্ অব মেডিসিন এন্ড ডেন্টিস্ট্রি	ডা. নিশাত তামমিম
০৮	ছোটদের আদব সিরিজ	সমর্পণ টিম

লেখক পরিচিতি

আব্দুল হাই মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ। জন্ম এবং বেড়ে ওঠা নওগাঁ শহরে। প্রাথমিক পাঠও সেখানে। এরপর কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদীস বিভাগ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। ফ্যাকাল্টি ফার্স্ট হওয়ার সুবাদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি 'রাষ্ট্রপতি গোল্ড মেডেল' প্রাপ্ত হন। একই প্রতিষ্ঠান থেকে এম.ফিল ডিগ্রীও অর্জন করেন। বর্তমানে সেখানেই পিএইচডি গবেষণারত। শিক্ষাজীবনে প্রতিটি স্তরে রেখেছেন কৃতিত্বের স্বাক্ষর। তিনি বাংলাদেশের প্রখ্যাত স্কলার ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহিমাহুল্লাহ)-এর একজন ছাত্র। খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মসজিদুল জুম'আ কমপ্লেক্স, পল্লবীতে। একইসাথে বেসরকারি টেলিকম সেবা দানের প্রতিষ্ঠান ইবিএস-এর রিলিজিয়াস ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত এবং তিন কন্যাসন্তানের জনক।

এই তরুণ আলিম পছন্দ করেন আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে, লিখতে এবং তরুণ ও যুবসমাজের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক কাজ করতে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারের বইমেলা ২০২১-এ 'যে আফসোস রয়েই যাবে' ও 'ইনসাইড ইসলাম' নামে তার দুটি নতুন বই প্রকাশ হচ্ছে। তিনি একজন প্রাঞ্জলভাষী দাঈ হিসেবে বাংলাদেশের সর্বত্র সুপরিচিত। আল্লাহ তাআলা তার হায়াতে ও ইলমে বারাকাহ দান করুন।

শাইখের বক্তব্য ও নাসীহা ছড়িয়ে আছে ইউটিউব ও ফেইসবুক জুড়ে। উপকৃত হতে চোখ রাখুন—

fb.com/abdulhimd.saifullah

youtube.com/user/TheSaifullah1988

কিয়ামাত দিবসের একটি নাম হচ্ছে 'ইয়াওমুল হাসরাহ' বা আফসোসের দিন। কারণ ভালো-মন্দ সব মানুষই সেদিন আফসোস করতে থাকবে! ভালোরা আফসোস করবে কেন আরও বেশি নেক আমল করল না। আর মন্দদের তো আফসোসের কোনও সীমা রইবে না। তীব্র আফসোসে নিজেই নিজের হাত কামড়াতে শুরু করবে। কিন্তু কোথাও খুঁজে পাবে না একটু আশার আলো, সহযোগিতার আশ্বাস। চারিদিকে শুধু লাঞ্ছনা, অপমান আর হতাশার অন্ধকার।

তবে সুখের বিষয় হলো—আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জীবনেই আমাদেরকে সেই আফসোসের কারণগুলো জানিয়ে দিয়েছেন; যেন শেষবিচারের দিনে আমাদেরকে আফসোস করতে না হয়, যেন হতভাগাদের দলে ভীড় জমাতে না হয়। কত দয়ালু আমাদের রব! কত মমতা তাঁর আমাদের প্রতি!
কী সেই আফসোসগুলো? আর এর কারণই বা কী? কেন এমন ভয়াবহ পরিণতি? এর থেকে মুক্তির উপায়ই বা কী?—এই বিষয়গুলোর বিস্তারিত আলোচনা নিয়েই এই গ্রন্থ রচনা। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত থাকবে পাষাণ-হৃদয় ও কঠোর-স্বভাব ফেরেশতাগণ। যারা কখনও আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না এবং তাদেরকে যে নির্দেশ দেওয়া হয় তারা তাই পালন করে।" (সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৬)